বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

CALIFORNIA'R CHITHI MAGAZINE | (PRINTED EDITION) 9789998765432

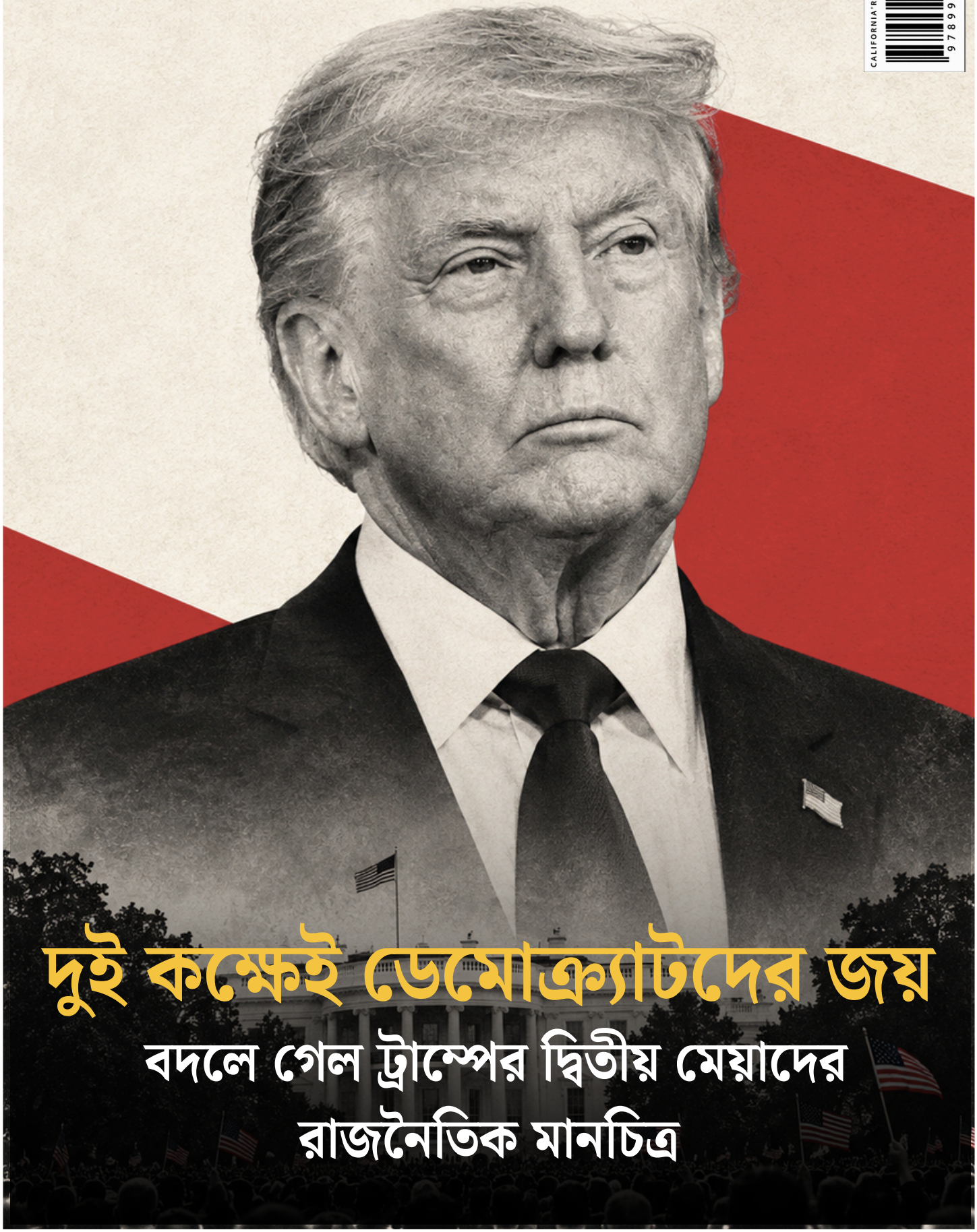

দুই কক্ষেই ডেমোক্র্যাটদের জয়

বদলে গেল ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের রাজনৈতিক মানচিত্র


ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

EAGLESBOOST.COM

EAGLES BOOST



Let’s build the future of digital services together.

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

মোবাইল অ্যাপস

অ্যাপ স্টোরে পাবেন | গুগল প্লে স্টোরে পাবেন

সম্পাদক ও প্রকাশক
মাহবুব আহমেদ

নিবন্ধিত
যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা ভাষার সংবাদপত্র
ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ও কারিগরি ব্যবস্থাপনায়
ইগলস বুস্ট এন্ড হোস্ট ট্রাইবিউন কোম্পানি

পরিচালিত হয়
Amazon Web Services (AWS)

প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত
The Time Innovations LLC.

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
editor@californierchithi.com
californierchithi@gmail.com
(818) 334-7704

ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত
এবং বিশ্বব্যাপী পাঠকদের জন্য।

আমাদের লক্ষ্য

আমরা সব ধরনের সংবাদ, ফটোগ্রাফ, গ্রাফিক্স, ভিডিও ও অন্যান্য প্রকাশিত সামগ্রী কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত রাখি। অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকার পুনরুৎপাদন, বিতরণ, প্রকাশনা বা কোনো কনটেন্টের প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সম্পাদকীয় বিষয়ক অনুসন্ধান, সংবাদ টিপস, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সুযোগ এবং পাঠকের মতামত পেতে আমাদের সম্পাদকীয় টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

আপনার বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বসংবাদ এর উৎস।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অনলাইন সংবাদপত্র। স্থানীয় কণ্ঠস্বর, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা— আমাদের অঙ্গীকার।

© ২০২৬ সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি সংবাদপত্র। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।



বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

MOBILE APPS

Coming Soon on the App Store | Coming Soon on Google Play

EDITOR & PUBLISHER
Mahbub Ahmed

REGISTERED
The Bangla Voice of The USA Page Newspaper.
California, United States of America.

IT MANAGEMENT & TECHNICAL OPERATIONS
Eagles Boost & Host tribune Company

POWERED BY
Amazon Web Services (AWS)

PUBLISHED, MANAGED & CONTROLLED BY
The Time Innovations LLC.

EDITORIAL CONTACT
editor@californierchithi.com
californierchithi@gmail.com
(818) 334-7704

Published from California, USA. Serving Readers Worldwide.

Our Mission

All articles, photographs, graphics, videos, and other published materials are protected under applicable copyright laws. Unauthorized reproduction, distribution, republication, or transmission of any content without prior written permission is strictly prohibited.

For editorial inquiries, news tips, advertising opportunities, partnerships, or feedback, please contact our editorial team.

Your Trusted Source for Global News.

CALIFORNIA-BASED INTERNATIONAL ONLINE NEWSPAPER DELIVERING GLOBAL NEWS, LOCAL VOICES, AND TRUSTED JOURNALISM.

© 2026 WEEKLY CALIFORNIER CHITHI NEWSPAPER. ALL RIGHTS RESERVED.



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
সাপ্তাহিক

- অভিনন্দন, নিখ্যা রামান: লস অ্যাঞ্জেলেসের সামনে দশ কঠিন পরীক্ষা
- ক্যালিফোর্নিয়ার ৫৪৮ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তের সাজা বদলের উদ্যোগ নিউসমের
- আবদুল এল-সায়েদের = পরিবারের সঙ্গে দাতব্য সংস্থার বিতর্ক: নথিতে কী আছে, কী নেই
- দুই ঘণ্টায় নিজের YouTube বানালেন কারপাথি— এআই কি এবার সফটওয়্যার তৈরির ক্ষমতা ছড়িয়ে দিচ্ছে?
- ভূপেন হাজারিকা at 100: অসমের মাটি থেকে মানবতার বিশ্বজনীন সুর
- ২০ মিনিটে Binance থেকে ৬৩০ কোটি ডলারের ক্রিপ্টো সরানোর অভিযোগ, উত্তর কোরিয়ার সংশ্লিষ্টতা এখনো তদন্তাধীন
- ইসরায়েলে সরকার গঠনের অঙ্কে অচলাবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী থাকছেন নেতানিয়াহু
- নোয়াখালী থেকে ভার্জিনিয়া সিনেট: সালিমের রাজনৈতিক যাত্রা ও জনদায়বদ্ধতার পরীক্ষা
- দুয়া লিপা–রামা দুওয়াজির লন্ডন শিল্পকাজ: বিতর্কের কেন্দ্রে কী?
- নীতা আম্বানির - ড্রাগনফ্লাই ব্রোচ: ১৫ কোটি রুপির দাম কি নিশ্চিত?
- ইতিহাসের পাতায় অমর বিয়র্নস্তিয়ের্নে বিয়র্নসন ও ‘Synnøve Solbakken’
- ২৩ বছরে ২৩৪ ম্যাচ, ১৪৬ গোল— রেকর্ডের পাতায় থেকে যাবে এক কিংবদন্তির নাম

এই সপ্তাহের অভিমত

শেষের পাতা

সম্পাদকঃ মাহবুব আহমেদ
বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
THE WEEKLY DIGITAL

স্বভাবের কারণেই বাঙালি কিছু
করতে পারলো না।
কাজ করার সময় বাঙালির নাই।
সারাক্ষণ এর কথা তার কাছে
লাগাচ্ছে, তার কথা এর কাছে
লাগাচ্ছে।
বাঙালির স্বভাবই এই রকম।
কাজ করার সময় কই?

— হুমায়ুন আহমেদ
কুটু মিয়া উপন্যাস থেকে



সম্পাদকীয়



মাহবুব আহমেদ | বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী আন্দোলন কর্মী। সম্পাদক, সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি।

ভোটের রায়, যুদ্ধের ছায়া, মানুষের প্রত্যাশা

২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটাররা কংগ্রেসের দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই রায়কে শুধু দলীয় জয়-পরাজয় হিসেবে দেখলে চলবে না। জীবনযাত্রার ব্যয়, যুদ্ধের প্রভাব, দুর্নীতি নিয়ে উদ্বেগ এবং ক্ষমতার ওপর নজরদারির দাবিও ব্যালটের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দুই বছর তাই নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি।

লস অ্যাঞ্জেলেসের নির্বাচনেও পরিবর্তনের বার্তা এসেছে। নিত্যা রামান মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন; বিদায়ী মেয়র কারেন বাস তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে পরাজয় মেনে নিয়েছেন। শহরের আবাসন, গৃহহীনতা, জননিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার ব্যয়—এখন নতুন নেতৃত্বের সামনে বড় পরীক্ষা। নির্বাচনে জয় মানে দায়িত্বের শুরু, সমস্যার সমাধান নয়।

এবারের নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীদের সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। CAIR-এর প্রাথমিক হিসাবে, দেশজুড়ে অন্তত ৯৭ জন মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বা পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন; মিশিগান থেকে আবদুল এল-সায়েদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটর হয়েছেন। এই অর্জন কোনো একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এটি বহুত্ববাদী গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বের পরিসর বাড়ার ইঙ্গিত। নির্বাচিতদের কাজ হবে পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সব মানুষের অধিকার ও কল্যাণে দায়িত্ব পালন।

কংগ্রেসে নতুন মুখের আগমন দুই দলকেই আত্মসমালোচনার সামনে দাঁড় করিয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের সামনে এখন ভোটারদের প্রত্যাশাকে বাস্তব নীতিতে রূপ দেওয়ার কঠিন কাজ। রিপাবলিকান শিবিরে নেতৃত্ব ও ভবিষ্যৎ পথ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে; দলীয় নেতা মাইক জনসনও পরবর্তী কংগ্রেসে রিপাবলিকান নেতৃত্বের পদে না থাকার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। ট্রাম্পের দলকে ভাবতে হবে —ভোটারদের জীবনযাত্রার চাপ ও যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগের জবাব কীভাবে দেবে।

কিন্তু নির্বাচনের উত্তাপের বাইরেও পৃথিবীর বহু মানুষের দিন কাটছে যুদ্ধ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত থামেনি; সৌদি আরবে হুথি হামলার খবর এসেছে, আর সুদানে লাখো বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য আশ্রয় ও জরুরি সহায়তার সংকট আরও গভীর হচ্ছে। ভূরাজনীতির হিসাবের আড়ালে যেন সাধারণ মানুষের জীবন, নিরাপত্তা ও ঘরে ফেরার অধিকার হারিয়ে না যায়—বিশ্বনেতাদের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বিনোদন জগতও চাপমুক্ত নয়। হলিউডে কাজের সুযোগ ও উৎপাদন কমে যাওয়া, ব্যয় সংকোচন এবং কাজ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সরে যাওয়ার প্রবণতা শিল্পী ও কলাকুশলীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করছে। প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত পরিবর্তনের সময়ে সৃজনশীলতার মূল্য, কর্মীর অধিকার এবং শিল্পের বৈচিত্র্য রক্ষাও জরুরি।

এই সংখ্যায় আমাদের নতুন ‘মতামত’ বিভাগে বিভিন্ন দল ও মতের নেতাদের বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া মানে প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া নয়; বরং পাঠকের সামনে নানা অবস্থান ও যুক্তি তুলে ধরে স্বাধীনভাবে ভাবার পরিসর তৈরি করা। বাংলাদেশ হোক বা আমেরিকা—ক্ষমতার কাছের ও দূরের, সরকারি ও বিরোধী, ভিন্নমতের কণ্ঠ—সবার বক্তব্যই যাচাই, প্রেক্ষাপট ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পাঠকের কাছে পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্য।

সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি কেবল ক্যালিফোর্নিয়া বা আমেরিকার সংবাদে সীমাবদ্ধ নয়। আমেরিকার হৃদয় থেকে আমরা বাংলায় পৃথিবীর খবর, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই—সাহস, মৌলিকতা, সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তার সঙ্গে। সামনে ছুটির মৌসুম; অনেকের জন্য তা আনন্দ ও পুনর্মিলনের সময়, আবার অনেকের জন্য প্রিয়জন থেকে দূরে থাকা কিংবা কঠিন বাস্তবতার মধ্যে আশ্রয় খোঁজার সময়। এই পৃথিবীতে মতের পার্থক্য থাকুক, কিন্তু মানুষের মর্যাদা ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদের অভিন্ন ভাষা হয়।

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

অভিনন্দন

NITHYA RAMAN

LOS ANGELES MAYOR-ELECT

NOVEMBER 6, 2026

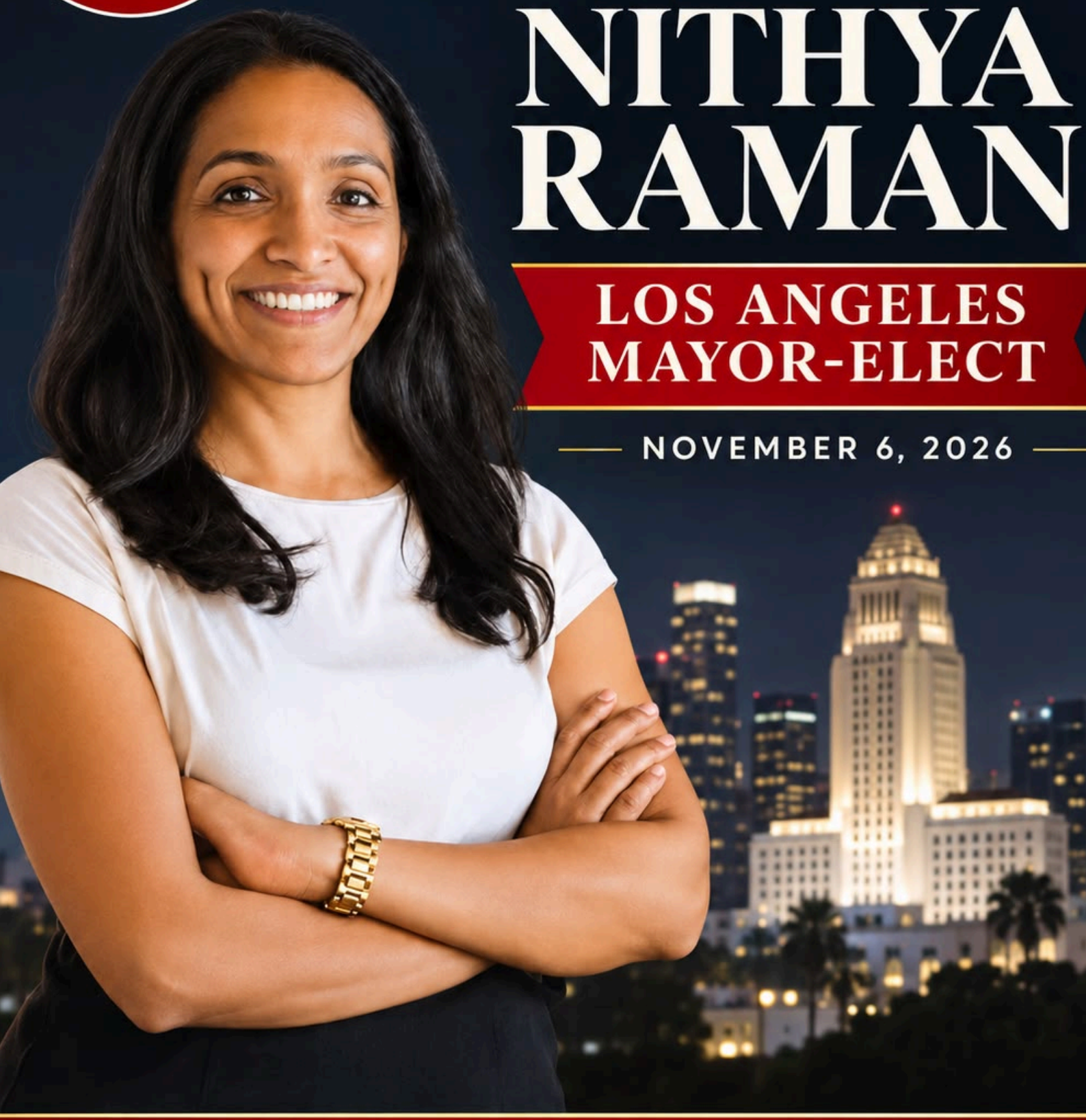

CALIFORNIERCHITHI.COM

অভিনন্দন, নিথ্যা রামান: লস অ্যাঞ্জেলেসের সামনে দশ কঠিন পরীক্ষা

যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নির্বাচনে নিথ্যা রামানের জয় নিশ্চিত হওয়ার পর বিদায়ী মেয়র কারেন ব্যাস তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে মসৃণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রামানের সামনে এখন দাবানল-পরবর্তী পুনর্গঠন, গৃহহীনতা, আবাসন, জননিরাপত্তা ও ২০২৮ অলিম্পিকের প্রস্তুতিসহ শহরের দীর্ঘদিনের সংকট মোকাবিলার পরীক্ষা।

নির্বাচনী জয় একটি শহরের প্রত্যাশা বদলে দিতে পারে; কিন্তু শহরের কঠিন বাস্তবতা বদলাতে লাগে দীর্ঘ, পরিমাপযোগ্য কাজ। লস অ্যাঞ্জেলেসের নতুন মেয়র হতে চলা নিথ্যা রামানের সামনে সেই কাজের তালিকা দীর্ঘ—আগুনে ঘর হারানো পরিবারকে ফিরিয়ে আনা, রাস্তায় থাকা মানুষের জন্য স্থায়ী সমাধান তৈরি, আবাসনের ব্যয় সামলানো, জননিরাপত্তা ও মৌলিক সেবায় আস্থা ফেরানো এবং ২০২৮ সালের অলিম্পিকের আগে শহরকে চলাচলযোগ্য রাখা।

সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠির পক্ষ থেকে নিথ্যা রামানকে অভিনন্দন। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক রীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে পরাজয় মেনে নেওয়া এবং উত্তরসূরিকে অভিনন্দন জানানো বিদায়ী মেয়র কারেন ব্যাসকেও স্বীকৃতি জানাই। ব্যাস বলেছেন, তিনি রামানকে ফোন করে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং মসৃণ ক্ষমতা হস্তান্তরে সহযোগিতা করবেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির সর্বশেষ দেখা সরকারি ফল—৫ নভেম্বর বিকেল ৪টা ৩৪ মিনিটের—অনুযায়ী রামান পেয়েছেন ৪ লাখ ৬০ হাজার ৭৭২ ভোট, অর্থাৎ ৫২.৭০ শতাংশ; ব্যাস পেয়েছেন ৪ লাখ ১৩ হাজার ৫১৯ ভোট, ৪৭.৩০ শতাংশ। ব্যাসের স্বীকারোক্তি ও সংবাদমাধ্যমের ফল-প্রক্ষেপণে রামানের জয় স্পষ্ট হলেও কাউন্টির ফলপৃষ্ঠায় তখনো গণনাকে চলমান বলা হয়েছে। তাই আনুষ্ঠানিক প্রত্যয়ন না হওয়া পর্যন্ত এই সংখ্যাকে প্রত্যয়িত চূড়ান্ত ফল বলা ঠিক হবে না।

রামান—একজন নগর-পরিকল্পনাবিদ ও সিটি কাউন্সিল সদস্য—প্রচারে আবাসন নির্মাণ বাড়ানো, পরিবহন ও পাড়ার অবকাঠামো উন্নত করা, গৃহহীনতা মোকাবিলায় নতুন পদ্ধতি নেওয়া এবং পুলিশ বিভাগের নেতৃত্ব বদলের কথা বলেছেন। তিনি ২০২৮ সালের অলিম্পিকের মধ্যে রাস্তায় গৃহহীন মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামানোর লক্ষ্যও ঘোষণা করেছেন। এগুলো তাঁর প্রচার-প্রতিশ্রুতি; বাস্তবায়িত ফল নয়।

নতুন মেয়রের সামনে দশটি বড় পরীক্ষা

১. পালিসেডস দাবানলের পর ঘরবাড়ি ও জনপদের পুনর্গঠন

২০২৫ সালের জানুয়ারির পালিসেডস ও ইটন দাবানলে ৩১ জনের মৃত্যু হয় এবং ১৬ হাজারের বেশি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়। দুই আগুন মিলিয়ে কাউন্টির হিসাব। পালিসেডসের বড় অংশ লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের আওতায়; ইটন আগুনের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বড় অংশ কাউন্টি ও অল্টাডেনার মতো অসংগঠিত এলাকার অধীন। ফলে পুনর্গঠনের দায় এককভাবে মেয়রের নয়, তবে শহরের সীমার মধ্যে অনুমতি, সেবা ও পুনর্বাসনের গতি তাঁর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আগুনের ধ্বংসাবশেষ সরানো আর মানুষকে ঘরে ফেরানো এক বিষয় নয়। LAEDC-এর ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, ধ্বংস হওয়া স্থাপনার প্রায় ২৬.৭ শতাংশ পুনর্নির্মাণের অনুমতি পেয়েছিল; মাত্র ০.৪৭ শতাংশ পুনর্নির্মাণ শেষ করে বসবাসের চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছিল। এই ব্যবধান দেখায়, অনুমতি, বিমা, অস্থায়ী বাসস্থান, নির্মাণব্যয় ও ব্যবসা পুনরায় চালুর মতো বাধা কতটা দীর্ঘস্থায়ী।

২. গৃহহীনতা: তাঁবু সরানো নয়, স্থায়ী ঠিকানা

LAHSA-এর ২০২৬ সালের গণনায় লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে আনুমানিক ৪৫ হাজার ১৯৪ জন গৃহহীন—আগের বছরের তুলনায় ৩.৪ শতাংশ বেশি। রাস্তায় থাকা মানুষের সংখ্যা ৭.৯ শতাংশ বেড়ে আনুমানিক ২৯ হাজার ১১৫ হয়েছে। মোট সংখ্যার পরিবর্তনকে LAHSA পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেনি; তবু রাস্তায় থাকা মানুষের বৃদ্ধি নীতিনির্ধারকদের জন্য উদ্বেগের সংকেত।

রামানের অর্ধেকে নামানোর লক্ষ্য তাই শুধু উচ্চাভিলাষী ঘোষণা নয়—এটি পরিমাপেরও বিষয়। কতজনকে অস্থায়ী আশ্রয়ে নেওয়া হলো, কতজন স্থায়ী বাসা পেলেন, কতজন আবার রাস্তায় ফিরলেন—প্রতিটি সূচক প্রকাশ করতে হবে। তাঁর প্রচারে গৃহহীনতা মোকাবিলায় চিকিৎসা-সহায়তা ও আবাসনভিত্তিক কৌশলের কথা ছিল; বাস্তবায়নে কাউন্টি, সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান, আবাসন বিভাগ ও শহর কাউন্সিলের সমন্বয় জরুরি।

৩. সাশ্রয়ী আবাসন: নির্মাণের সংখ্যা ও নাগালের প্রশ্ন

রামান বছরে আবাসন নির্মাণ তিন গুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সামাজিক, সাশ্রয়ী ও বাজারদরের আবাসন—সব ধরনের সরবরাহ বাড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু শুধু মোট ইউনিট বাড়লেই নিম্ন আয়ের পরিবার উপকৃত হবে না। কোন আয়ের মানুষের জন্য কত বাড়ি তৈরি হলো, ভাড়া কত, নির্মাণে কত সময় লাগল এবং নতুন প্রকল্পে পুরোনো বাসিন্দারা উচ্ছেদ হলেন কি না—এসবও হিসাবের অংশ হওয়া দরকার।

৪. পরবর্তী দাবানলের আগে প্রস্তুতি

পালিসেডস আগুন নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব পর্যালোচনায় প্রস্তুতি ও প্রাথমিক সাড়ার মূল্যায়ন করা হয়েছে। আগুনের পর্যালোচনা তখনই কাজে লাগবে, যখন সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হবে: সতর্কবার্তা দ্রুত পৌঁছানো, সরিয়ে নেওয়ার পথ খোলা রাখা, পানি ও সরঞ্জামের প্রস্তুতি, এবং বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও ইংরেজিতে সীমিত দক্ষতাসম্পন্ন বাসিন্দাদের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা। আগুনের কারণ বা আগের প্রশাসনের দায় নিয়ে অনুমান করার বদলে নতুন প্রশাসনের উচিত প্রকাশ্যে দেখানো—কোন সুপারিশ কার্যকর হয়েছে, কোনটি বাকি।

৫. জননিরাপত্তা ও LAPD-এর নেতৃত্ব

রামান পুলিশপ্রধান জিম ম্যাকডোনেলকে বদলানোর পক্ষে প্রচার করেছেন। ব্যাসের পক্ষে যুক্তি ছিল, ২০২৮ অলিম্পিকের আগে পুলিশ বিভাগের প্রধান বদলালে স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই বিতর্কের মীমাংসা স্লোগানে হবে না: অপরাধের প্রবণতা, জরুরি সাড়ার সময়, জনবল, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও সম্প্রদায়ের আস্থার মতো সূচক প্রকাশ করতে হবে। Los Angeles Times জানিয়েছে, রামান পুলিশ-সংক্রান্ত কিছু অবস্থান আগের চেয়ে বদলেছেন; একই সঙ্গে তাঁর প্রচারে অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুলিশের সহযোগিতা ও জনআস্থার প্রশ্ন ছিল।

৬. অভিবাসী সম্প্রদায়ের আস্থা ও অভিবাসন নীতি

ফেডারেল অভিবাসন-প্রয়োগ নিয়ে বিতর্কে শহরের নীতি ও পরিবর্তে ভূমিকা বাসিন্দাদের নিরাপত্তাবোধে সরাসরি প্রভাব ফেলে। নতুন প্রশাসনের কাজ হবে আইনগত সীমা মেনে শহরের নীতি স্পষ্ট করা, বাসিন্দাদের অধিকার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়া এবং পুলিশি কাজের সঙ্গে ফেডারেল অভিবাসন কার্যক্রমের সম্পর্ক নিয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখা। প্রতিশ্রুতি যেন আইনগত ক্ষমতার চেয়ে বড় না হয়—এটিও নেতৃত্বের পরীক্ষার অংশ।

৭. বাজেট: প্রতিশ্রুতি পূরণে অর্থ কোথায়

২০২৬–২৭ অর্থবছরের শহরের গৃহীত বাজেটের আকার ১৪.৮৫ বিলিয়ন ডলার; সাধারণ তহবিলের আয় ৮.৫৯ বিলিয়ন ডলার ধরা হয়েছে। বাজেট নথিতে রাজস্ব বৃদ্ধির পূর্বাভাস থাকলেও, সংশোধিত আগের বছরের হিসাবের তুলনায় প্রত্যাশিত বৃদ্ধি ছিল ৩.৫ শতাংশ—ঐতিহাসিক গড়ের নিচে। গৃহহীনতা, দাবানল পুনর্গঠন, পুলিশ, সড়ক ও পরিবহন—সবখানে অর্থের চাহিদা থাকায় প্রতিটি ডলারের ফল দেখাতে হবে।

রামানের প্রচারাভিযানে গৃহহীনতা খাতে ব্যয়ের নিরীক্ষা ও স্বচ্ছতার কথা ছিল। এখন সেই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব ফলের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার: কোন কর্মসূচিতে কত খরচ, কতজন স্থায়ী বাসা পেলেন, আর একই অর্থে আর কী ফল সম্ভব ছিল?

৮. দৈনন্দিন নগরসেবা ও প্রশাসনিক দক্ষতা

রাস্তার গর্ত, আবর্জনা, ভাঙা বাতি, অনুমতির দীর্ঘসূত্রতা কিংবা জরুরি পরিষেবায় দেরি—এসব জাতীয় রাজনীতির শিরোনাম হয় না, কিন্তু বাসিন্দার কাছে এগুলোই সরকারের মুখ। মেয়র দপ্তরকে বিভাগভিত্তিক সেবার সময়সীমা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও কাজের অগ্রগতি প্রকাশ করতে হবে। শহরের আস্থা বড় ঘোষণা দিয়ে নয়, প্রতিদিনের ছোট সমস্যার নির্ভরযোগ্য সমাধান দিয়ে গড়ে ওঠে।

৯. ২০২৮ অলিম্পিকের আগে চলাচল ও জনজীবন

LA Metro বলছে, গেমস চলাকালে প্রতিদিন প্রায় ১০ লাখ অতিরিক্ত যাত্রার চাহিদা তৈরি হতে পারে। মেট্রো একটি কাউন্টি-স্তরের সংস্থা, তাই মেয়র একা পরিবহনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন না; তবে শহরের রাস্তা, বাস-সংযোগ, প্রবেশগম্যতা, নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক সমন্বয়ে তাঁর ভূমিকা থাকবে। অলিম্পিকের প্রস্তুতি যেন শুধু দর্শনার্থীর সুবিধায় সীমিত না হয়—শহরের বাসিন্দাদের জন্যও স্থায়ী উন্নতি রেখে যেতে হবে।

১০. প্রতিশ্রুতি থেকে ফল: জোট, জবাবদিহি ও মেয়র দপ্তর

লস অ্যাঞ্জেলেসের সব সমস্যার সমাধান মেয়র একা করতে পারেন না। সিটি কাউন্সিল বাজেট ও আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখে; গৃহহীনতার সেবা কাউন্টি ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ভাগ করা; পরিবহন মেট্রোর আওতায়; দাবানল-পুনর্গঠনে শহর, কাউন্টি, রাজ্য ও ফেডারেল সহযোগিতা লাগে। Los Angeles Times-এর বিশ্লেষণেও মেয়রের ক্ষমতার সীমা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



নিথ্যা রামান

“অভিনন্দনের পর জবাবদিহি”

কারেন ব্যাসের বিদায়ী প্রশাসন গৃহহীনতা কমানো, আবাসন, জননিরাপত্তা ও মৌলিক সেবা উন্নত করার কাজ করেছে বলে নিজস্ব বাজেট ঘোষণায় উল্লেখ করেছে। কিন্তু নির্বাচনের ফল বলছে, সেই প্রচেষ্টা যথেষ্ট মনে করেননি বহু ভোটার। রামানের জয় তাই ব্যাসের সব কাজ বাতিলের রায় নয়; বরং শহরের বহু বাসিন্দার পরিবর্তনের প্রত্যাশার রাজনৈতিক প্রকাশ। নতুন মেয়রকে অভিনন্দন জানানো জরুরি। তার পরই জরুরি হবে তাঁকে প্রতিশ্রুতির মাপকাঠিতে বিচার করা। গৃহহীনতার সংখ্যা, পুনর্নির্মিত ঘর, আবাসনের সামর্থ্য, পুলিশি সাড়া, সেবার মান এবং বাজেটের স্বচ্ছতা—এই সূচকগুলোই দেখাবে, লস অ্যাঞ্জেলেসের পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি বাস্তব জীবনে কতটা পৌঁছেছে।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

CONGRATULATIONS



ABDUL EL-SAYED

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



ডেট্রয়েটে সমর্থকদের সামনে জয়ের ঘোষণা দেওয়ার সময় আবদুল এল-সায়েদ বলেছিলেন, ভোটাররা “অসম্ভাব্য” এক প্রার্থীর ওপর আস্থা রেখেছেন। সেই আস্থাই তাঁকে মিশিগানের খালি মার্কিন সিনেট আসনে জয় এনে দিয়েছে—এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সিনেটর হওয়ার পথে দাঁড় করিয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) ও রয়টার্সের ফল-ডাক ও প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, তিনি রিপাবলিকান মাইক রজার্সকে পরাজিত করেছেন।

এই ফলের তাৎপর্য দুটি স্তরে। একদিকে, এটি মুসলিম আমেরিকানদের জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্বের একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রগতিশীল শাখার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়—যে শাখা স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি ভূমিকা বাড়ানো এবং করপোরেট অর্থের রাজনৈতিক প্রভাব কমানোর পক্ষে প্রচার চালিয়েছে। তবে ফলটি এল-সায়েদের প্রতিটি নীতির জন্য আলাদা জনসমর্থনের মাপ নয়; ভোটাররা একই সঙ্গে প্রার্থী, দল, অর্থনীতি ও জাতীয় পরিস্থিতির ওপর মত দিয়েছেন।

প্রতিনিধিত্বে নতুন অধ্যায়

এল-সায়েদ সিনেটে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম হলেও তিনি মার্কিন কংগ্রেসে প্রথম মুসলিম নন। মিনেসোটার কিথ এলিসন ২০০৬ সালে প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হয়ে ২০০৭ সালে দায়িত্ব নেন; ইন্ডিয়ানার আন্দ্রে কারসন ২০০৮ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। নতুন মাইলফলকটি তাই কংগ্রেসের কোনো কক্ষে মুসলিম প্রতিনিধির প্রথম উপস্থিতি নয়—সিনেটের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সদস্যের নির্বাচন।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২৩–২৪ সালের ধর্মীয় পরিচয় জরিপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্কদের ১.২ শতাংশ নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিসংখ্যান একক কোনো নির্বাচনী জেলার ভোটারদের মনোভাব বোঝায় না; তবে জাতীয় জনজীবনে মুসলিমদের উপস্থিতি ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তুলে ধরে।

এল-সায়েদ সিনেটে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম হলেও তিনি মার্কিন কংগ্রেসে প্রথম মুসলিম নন। মিনেসোটার কিথ এলিসন ২০০৬ সালে প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হয়ে ২০০৭ সালে দায়িত্ব নেন; ইন্ডিয়ানার আন্দ্রে কারসন ২০০৮ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। নতুন মাইলফলকটি তাই কংগ্রেসের কোনো কক্ষে মুসলিম প্রতিনিধির প্রথম উপস্থিতি নয়—সিনেটের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সদস্যের নির্বাচন।

জনস্বাস্থ্য থেকে নির্বাচনী রাজনীতিতে

এল-সায়েদ ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ডেট্রয়েটের জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ছিলেন। পরে তিনি ওয়েইন কাউন্টির স্বাস্থ্য, মানবসেবা ও ভেটেরানস-বিষয়ক বিভাগ পরিচালনা করেন। ব্রিজ মিশিগানের পর্যালোচনা অনুযায়ী, তাঁর প্রশাসনের সময় কাউন্টির একটি চিকিৎসা-ঋণ কর্মসূচি ২০২৪ সাল থেকে এক লাখের বেশি মানুষের ৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের বেশি বিল মুছে দিতে সহায়তা করেছে। তবে এটি তাঁর ঘোষিত ৭০ কোটি ডলারের লক্ষ্যের চেয়ে অনেক কম—একটি বাস্তব সীমা, যা তাঁর সরকারি কাজের মূল্যায়নে বাদ দেওয়া যায় না।

এই অভিজ্ঞতাই তাঁর প্রচারের কেন্দ্রীয় যুক্তি হয়ে ওঠে: স্বাস্থ্যসেবা কেবল ব্যক্তির চিকিৎসার বিষয় নয়, এটি পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা ও সরকারের দায়িত্বের প্রশ্ন। তাঁর প্রধান প্রতিশ্রুতির একটি ছিল “মেডিকেয়ার ফর অল”—একটি একক-পরিশোধক, সরকারি অর্থায়নের স্বাস্থ্যব্যবস্থা। তিনি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে করপোরেট ও বিশেষ স্বার্থের অর্থের প্রভাব কমানোর কথাও বলেছেন।

তবে এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সহজ নয়। বিদ্যমান বেসরকারি ও সরকারি বিমা কাঠামো বদলে একক ব্যবস্থায় যাওয়ার খরচ, করের কাঠামো, রোগীর পছন্দ এবং চিকিৎসা-সেবার প্রবেশাধিকার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। রজার্স নির্বাচনী প্রচারে মেডিকেয়ার ফর অল-এর সম্ভাব্য কর-ব্যয়ের সমালোচনা করেছেন। পলিটিফ্যাক্টের বিশ্লেষণ বলেছে, এ ধরনের ব্যবস্থার মোট খরচ ও করের বোঝা নির্ভর করে কোন নকশা গ্রহণ করা হচ্ছে তার ওপর; প্রার্থীদের প্রচার-ভাষায় ব্যবহৃত বড় অঙ্ককে তাই নির্দিষ্ট, চূড়ান্ত হিসাব হিসেবে দেখা উচিত নয়।

অর্থের প্রভাব নিয়ে ভোট, অর্থের লড়াইয়ের মধ্যেই

এল-সায়েদের প্রচারের আরেক কেন্দ্রীয় বক্তব্য ছিল নির্বাচনে করপোরেট ও বাইরের অর্থের প্রভাব কমানো। কিন্তু তাঁর জয় এসেছে এমন এক প্রচারে, যেখানে বাইরের সংগঠনগুলো বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে। এপির হিসাবে, আগস্টের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে বাইরের ব্যয় ছিল প্রায় ৬ কোটি ডলার; আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি (AIPAC) এল-সায়েদকে হারাতে প্রায় ৩ কোটি ডলার ব্যয় করেছিল। এপি এটিকে ওই সংগঠনের একক নির্বাচনী লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ বলে বর্ণনা করেছে।

এই অর্থায়ন বিতর্কটি শুধু বিজ্ঞাপনের বাজেট নিয়ে ছিল না। এটি দেখিয়েছে, প্রাইমারি নির্বাচনে বাইরের সংগঠনের ব্যয় কীভাবে প্রার্থী, ইসরায়েল-নীতি এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে জাতীয় আলোচনায় নিয়ে আসতে পারে। এল-সায়েদ ইসরায়েল সরকারের নীতির কঠোর সমালোচক; তিনি গাজায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা বন্ধের পক্ষে কথা বলেছেন এবং ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে গণহত্যা বলেছেন। রজার্স ও তাঁর সমর্থকেরা এসব অবস্থানকে অতিরিক্ত উগ্র বলে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে এল-সায়েদের কথিত সম্পর্কের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন; এ অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণ প্রকাশ্যে উপস্থাপিত হয়নি। ডেমোক্র্যাটরা এ ধরনের আক্রমণকে ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য হিসেবে নিন্দা করেছেন।

রজার্সের চ্যালেঞ্জ এবং মিশিগানের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট

রজার্স ছিলেন সাবেক কংগ্রেস সদস্য ও এফবিআই কর্মকর্তা। ২০২৪ সালে তিনি সিনেট নির্বাচনে এলিসা স্লটকিনের কাছে অল্প ব্যবধানে হেরেছিলেন। এবার তাঁর পক্ষে ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জাতীয় রিপাবলিকান নেতৃত্ব। কিন্তু প্রচারের শেষ দিকে অর্থনীতি, জ্বালানির দাম, ইরানের যুদ্ধ এবং কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধ নিয়ে ভোটারদের উদ্বেগ তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। রয়টার্স জানিয়েছে, রজার্স শেষ পর্যায়ে ইরান যুদ্ধ দ্রুত শেষ করা ও কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধ মেটানোর পক্ষে অবস্থান নেন—যা ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছিল।

রজার্সের পরাজয়কে শুধু এল-সায়েদের ব্যক্তিগত প্রচারের ফল বলা যায় না। এপি জানিয়েছে, ডেমোক্র্যাটরা ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। মিশিগানে এল-সায়েদের জয় তাই দলটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন ধরে রাখার পাশাপাশি প্রগতিশীল প্রার্থীর নির্বাচনী সক্ষমতা নিয়ে নতুন যুক্তি তৈরি করেছে। তবে একটি রাজ্যের ফল থেকে জাতীয় পর্যায়ে কোনো একক নীতির পক্ষে নিশ্চিত জনম্যান্ডেট দাবি করা যাবে না।

নির্বাচনের পর এল-সায়েদের সামনে প্রচারের প্রতিশ্রুতিগুলোকে আইন প্রণয়নের ভাষায় রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হবে। স্বাস্থ্যসেবা, জীবনযাত্রার ব্যয়, রাজনৈতিক অর্থায়ন ও পররাষ্ট্রনীতি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর প্রস্তাবের বাস্তবতা পরীক্ষা হবে কংগ্রেসের ভোট, বাজেট ও রাজনৈতিক সমঝোতায়। আর মুসলিম আমেরিকানদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তাঁর জয় একটি নতুন দরজা খুললেও, সেই দরজা দিয়ে কী নীতি ও জনস্বার্থের কাজ এগোবে—তার উত্তর দেবে আগামী দিনের শাসন।



ক্যালিফোর্নিয়ার ৫৪৮ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তের সাজা বদলের উদ্যোগ নিউসমের

যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

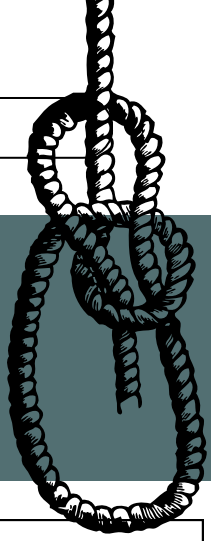

গভর্নর গ্যাভিন নিউসম ক্যালিফোর্নিয়ার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫৪৮ জনের সাজা প্যারোলের সুযোগহীন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বদলানোর উদ্যোগ ঘোষণা করেছেন। তবে আইনি প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি, আর মৃত্যুদণ্ড অঙ্গরাজ্যের আইন থেকে উঠে যাচ্ছে না।

ক্যালিফোর্নিয়ার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫৪৮ জন বন্দির সাজা প্যারোলের সুযোগহীন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বদলানোর উদ্যোগ নিয়েছেন গভর্নর গ্যাভিন নিউসম। ৫ নভেম্বর ঘোষিত এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিদের সারির সাজা একসঙ্গে কমবে। তবে ঘোষণাকে চূড়ান্ত দণ্ডাদেশ পরিবর্তন বলা এখনো ঠিক হবে না: বন্দিরা মুক্তি পাচ্ছেন না, এবং অনেক মামলায় সাজা বদলের আগে ক্যালিফোর্নিয়া সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশ দরকার।

ঘোষণার সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পার্থক্য

গভর্নরের কার্যালয় বলেছে, নিউসম সব মৃত্যুদণ্ডকে প্যারোলের সুযোগ ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তর করতে চান। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার Habeas Corpus Resource Center—যে সংস্থা মৃত্যুদণ্ডের মামলায় আইনজীবী ও আইনি সহায়তার কাজ করে—স্পষ্ট করেছে, ঘোষণার সময় ৫৪৮ জনের কারও সাজাই আনুষ্ঠানিকভাবে কমানো হয়নি। আইনি ধাপ সম্পন্ন হলেই কেবল সাজা বদল কার্যকর হবে।

অঙ্গরাজ্যের সংবিধান অনুযায়ী, একাধিক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির সাজা কমাতে গভর্নরের একক সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয়। HCRC-এর হিসাবে, প্রায় ৩০ শতাংশ বন্দির ক্ষেত্রে গভর্নর নিজে সাজা কমাতে পারেন; বাকি প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অন্তত চার বিচারপতির সুপারিশ প্রয়োজন। আদালতের পর্যালোচনা ছাড়া এসব বন্দির সাজা বদল কার্যকর হবে না।

তাই খবরের শিরোনামে “মৃত্যুদণ্ড বাতিল” বললে আইনি অবস্থাটি ভুলভাবে বোঝানো হতে পারে। নিউসমের উদ্যোগ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাজা বদলানোর; এটি ক্যালিফোর্নিয়ার আইন থেকে মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করে না। নতুন করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আইনগত সুযোগও অঙ্গরাজ্যে বহাল থাকবে।

দীর্ঘ বিরতির পরও মৃত্যুদণ্ড বহাল ছিল

ক্যালিফোর্নিয়ায় ২০০৬ সালের পর আর কোনো বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়নি। ২০১৯ সালে দায়িত্ব নেওয়ার দুই মাসের মাথায় নিউসম মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। অঙ্গরাজ্যের সরকারি নথি অনুযায়ী, ১৯৭৮ সালে মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহালের পর ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। স্থগিতাদেশে মৃত্যুদণ্ডের রায়গুলো বাতিল হয়নি; তা কার্যকর করা থেমে ছিল।

এই ব্যবধানের কারণ শুধু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পদ্ধতি নিয়ে মামলা, দীর্ঘ আপিল এবং সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ ক্যালিফোর্নিয়ার বিচারপ্রক্রিয়াকে বহু বছর ধরে আটকে রেখেছে। সেই সময়ে অঙ্গরাজ্যটির মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল।

ন্যায়বিচার, ভুল রায় ও বৈষম্যের প্রশ্ন

নিউসম তাঁর ঘোষণায় বলেছেন, রাষ্ট্রের হাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ন্যায়বিচার ও মানবিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মৃত্যুদণ্ডবিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটি উদ্বেগ তুলে আসছেন: নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার ঝুঁকি, জাতিগত বৈষম্য, দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া এবং বিপুল সরকারি ব্যয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় মৃত্যুদণ্ডের রায় পাওয়া কয়েকজন পরে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন; Death Penalty Information Center-এর হিসাবে, অঙ্গরাজ্যের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সারি থেকে আটজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থাটি মৃত্যুদণ্ড নিয়ে গবেষণা করে, তবে এটি মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী অবস্থানও প্রকাশ করে—তথ্যগুলো সেই প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে পড়া জরুরি।

দণ্ডের প্রশ্নটি জনমতেরও। Pew Research Center-এর ২০২৬ সালের জরিপে যুক্তরাষ্ট্রের ৬৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক বলেছেন, হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন। অর্থাৎ নিউসমের সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্কে পড়ছে: একদিকে বিচারব্যবস্থার ভুল ও অসমতার ঝুঁকি, অন্যদিকে গুরুতর অপরাধে কঠোর শাস্তির পক্ষে জনসমর্থন।

ভুক্তভোগীদের পরিবারের অভিজ্ঞতাও বিতর্কের কেন্দ্রে

মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতার পক্ষে থাকা সব মানুষও ভুক্তভোগীদের পরিবারকে একই মতের বলে ধরে নেন না। কিছু পরিবার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতিনিধি নিউসমের উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, গুরুতর হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্র যদি মৃত্যুদণ্ডের রায় বদলে দেয়, তা ভুক্তভোগীদের স্বজনদের ন্যায়বিচারের ধারণাকে আঘাত করতে পারে। অরেঞ্জ কাউন্টির জেলা অ্যাটর্নিও প্রকাশ্যে এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন।

অন্যদিকে, মৃত্যুদণ্ডবিরোধী জোটে ভুক্তভোগীদের স্বজনও আছেন। তাঁদের কারও কারও মতে, মৃত্যুদণ্ডের দীর্ঘ আপিল ও বিচারপ্রক্রিয়া পরিবারের জন্য সমাপ্তি এনে দেয় না; বরং বহু বছর ধরে মামলা ও সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ডের তারিখ ঘিরে মানসিক চাপ জিইয়ে রাখে। তাই “ভুক্তভোগীদের পরিবার” একক মতের কোনো গোষ্ঠী নয়—তাদের অভিজ্ঞতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে ধারণা ভিন্ন।

গভর্নরের শেষ মাসগুলোতে সিদ্ধান্তের সময়

নিউসমের গভর্নর হিসেবে দ্বিতীয় ও শেষ মেয়াদ ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে শেষ হওয়ার কথা। তাঁর সিদ্ধান্তটি তাই কেবল দণ্ডবিধির প্রশ্ন নয়; ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে নির্বাহী ক্ষমতা কতদূর ব্যবহার করা উচিত, সেই বিতর্কও সামনে এনেছে। Reuters এবং Los Angeles Times জানিয়েছে, সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে—নিউসম ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করছেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিসরে আলোচনা চলছে। তবে রাজনৈতিক হিসাবকে তাঁর ঘোষিত নৈতিক অবস্থানের বিকল্প ব্যাখ্যা হিসেবে নিশ্চিত করা যায় না।

ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররা ২০১২ ও ২০১৬ সালে ব্যালট উদ্যোগের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নিউসমের ক্ষমা প্রদানের সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার সেই ভোটের ফলকে আইনে বাতিল করছে না; বরং ব্যক্তিবিশেষের সাজা কমানোর নির্বাহী পথ বেছে নিচ্ছে। ফলে তাঁর উত্তরসূরি দায়িত্ব নেওয়ার পরও মৃত্যুদণ্ডের আইন বহাল থাকবে—যদি না আদালত, আইনসভা বা ভোটাররা আলাদা কোনো পরিবর্তন আনেন।

নিউসমের ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রভাব তাই সীমিত, কিন্তু সম্ভাব্য ঐতিহাসিক তাৎপর্য বড়। আদালতের অনুমোদন ও আনুষ্ঠানিক আদেশ ছাড়া ৫৪৮টি সাজা বদল সম্পন্ন হবে না। আর সাজা বদল হলেও বন্দিরা কারাগারেই থাকবেন। এই উদ্যোগ মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার দীর্ঘ বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—তার সমাপ্তি নয়।



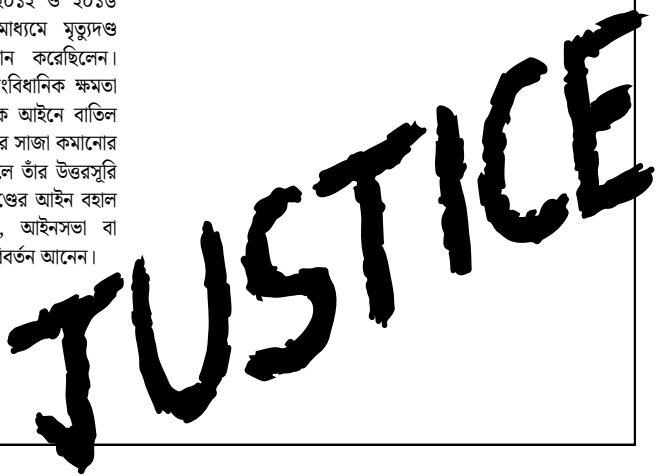

ইলহান ওমর তদন্ত: ডিএনএ নিয়ে দাবি আছে, কিন্তু প্রমাণের ফল এখনো প্রকাশিত নয়

পূর্ণ প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ওমরের বাসায় তল্লাশির পর জব্দ করা নথি পর্যালোচনা করছে এবং তদন্তের পরোয়ানা আপাতত গোপন রাখার পক্ষে আদালতে যুক্তি দিয়েছে। তাঁর অভিবাসন-সংক্রান্ত পুরোনো নথি এখন তদন্তের কেন্দ্রে; ‘ভাইকে বিয়ে’ এবং ডিএনএ-সংক্রান্ত দাবির স্বাধীনভাবে যাচাই করা ফল এখনো জনসমক্ষে নেই।

ওয়াশিংটন, ১ নভেম্বর ২০২৬: ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসওম্যান ইলহান ওমরকে ঘিরে ফেডারেল তদন্ত এখনো চলছে, তবে ১ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়নি। তদন্তের মূল বিষয় বলে সংবাদমাধ্যমে যা এসেছে, তা হলো—ওমর বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা ১৯৯০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী হিসেবে প্রবেশ এবং পরে নাগরিকত্ব পাওয়ার সময় অভিবাসন-সংক্রান্ত নথিতে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন কি না। ১২ অক্টোবর ওয়াশিংটন ডিসিতে ওমরের বাসায় বিচারিক অনুমোদনে তল্লাশি চালায় ফেডারেল এজেন্টরা। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, তদন্তকারীরা তাঁর ফোন জব্দ করেন এবং আত্মীয়দের কাছে এক ডজনের বেশি গ্র্যান্ড জুরি সমন পাঠানো হয়। তবে তদন্তের সব লক্ষ্য ও প্রমাণ এখনো প্রকাশিত হয়নি।

সর্বশেষ আইনি অগ্রগতি

২৮ অক্টোবর দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, বিচার বিভাগ তল্লাশির পরোয়ানার আবেদন ও সমর্থনে জমা দেওয়া নথি আপাতত গোপন রাখার জন্য আদালতকে অনুরোধ করেছে। প্রসিকিউটরদের বক্তব্য অনুযায়ী, তদন্ত চলছে, জব্দ করা প্রমাণ পর্যালোচনা করা হচ্ছে, এবং কাকে বা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এক ডজনের বেশি সংবাদমাধ্যম নথিগুলো জনসমক্ষে আনার আবেদন করেছে; তাদের যুক্তি, পরোয়ানার নথি তদন্তের লক্ষ্য ও কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা প্রমাণ সম্পর্কে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য দিতে পারে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তল্লাশির পরোয়ানায় ষড়যন্ত্র, অভিবাসন-সংক্রান্ত নথিতে মিথ্যা বিবৃতি এবং অভিবাসন জালিয়াতির মতো সম্ভাব্য অপরাধের উল্লেখ ছিল বলে তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। এগুলো তদন্তে বিবেচিত সম্ভাব্য অভিযোগ—আদালতে প্রমাণিত অপরাধ নয়।

‘ডিএনএ প্রমাণ’ দাবির অবস্থান কী?

সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো ছবিতে দাবি করা হয়েছে, ডিএনএ প্রমাণ নাকি দেখিয়েছে ওমর তাঁর ভাইকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এই দাবির পক্ষে কোনো পরীক্ষাগারের প্রতিবেদন, নমুনার বিবরণ বা সরকারি ঘোষণার তথ্য প্রকাশিত হয়নি। ডিএনএ সংগ্রহের দাবি NewsNation এবং পরে নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনগুলোতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাতে এসেছে। তবে ওমর বলেছেন, তল্লাশির পর তাঁকে দেওয়া জব্দ-তালিকায় তাঁর ডিএনএ থাকতে পারে এমন কোনো জিনিসের নাম ছিল না; তিনি নিজেও কোনো নমুনা দেননি। NBC-র প্রতিবেদনে তাঁর বক্তব্যের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে, তল্লাশিতে ডিএনএ সংগ্রহের বিষয়টি স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হয়নি। অতএব, এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়: ডিএনএ নিয়ে সূত্রনির্ভর দাবি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু পরীক্ষার ফল বা তার তাৎপর্য স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হয়নি। কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হলেও, নমুনা সংগ্রহের খবর আর পরীক্ষায় আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়া এক বিষয় নয়; আর আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রমাণিত হলেও তা নিজে থেকে অভিবাসন জালিয়াতি প্রমাণ করে না।

পুরোনো বিয়ের অভিযোগ

ওমর ২০০৯ সালে আহমেদ নুর সাইদ এলমিকে বিয়ে করেন এবং ২০১৭ সালে তাঁদের আইনি বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়। বহু বছর ধরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও কিছু রক্ষণশীল অভিযোগ করা হয়েছে, এলমি তাঁর ভাই এবং বিয়েটি অভিবাসন-সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে হয়েছিল। ওমর অভিযোগটি অস্বীকার করেছেন।

২০১৯ সালে মিনেসোটা স্টার ট্রিবিউনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিয়ে ও বিচ্ছেদের নথি, সরকারি রেকর্ড, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টসহ প্রকাশ্যে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা করে। পত্রিকাটি জানায়, সেসব উপাত্ত দিয়ে এলমি ও ওমরের ভাই-বোনের সম্পর্ক নিশ্চিত বা নাকচ করা যায়নি। অর্থাৎ অভিযোগটি নতুন নয়, কিন্তু প্রকাশ্যে যাচাইযোগ্য প্রমাণের অভাবও বহুদিনের।

তদন্তের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ওমরের প্রতিক্রিয়া

তল্লাশিটি নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে হওয়ায়, ডেমোক্র্যাটরা এর সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করার অভিযোগ করেছেন। বিচার বিভাগ বলেছে, তল্লাশি বিচারিক অনুমোদন নিয়ে চলমান ফৌজদারি তদন্তের অংশ। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য দিয়ে তদন্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না; একইভাবে তদন্ত চলছে বলেই অভিযোগ সত্য—এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছানো যায় না।

ওমর তদন্তকে রাজনৈতিক হয়রানি বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, তিনি কোনো অন্যায় করেননি। তল্লাশির পর তিনি আরও জানান, বাসার ঠিকানা প্রকাশ্যে চলে আসা এবং মৃত্যুর হুমকির কারণে তিনি ওয়াশিংটনের বাসা ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এ বক্তব্য তাঁর নিজের বর্ণনা; তদন্তের আইনি বৈধতা নির্ধারণের কাজ আদালতের।

এখন পর্যন্ত যা দাঁড়াল

তদন্ত চলছে, কিন্তু অভিযোগপত্র বা আদালতের রায় নেই। বিচার বিভাগ তল্লাশির নথি আপাতত গোপন রাখতে বলেছে, আর সংবাদমাধ্যমগুলো সেগুলো প্রকাশের আবেদন করেছে। ইলহান ওমরের অভিবাসন-সংক্রান্ত কাগজপত্রই এখনকার তদন্তের প্রকাশিত কেন্দ্রবিন্দু। ‘ডিএনএ প্রমাণে ভাইকে বিয়ে নিশ্চিত’—ভাইরাল ছবির এই বক্তব্য এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত নয়।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

আবদুল এল-সায়েদের

পরিবারের সঙ্গে দাতব্য সংস্থার বিতর্ক: নথিতে কী আছে, কী নেই

যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি



মিশিগানের সিনেটপ্রার্থী আবদুল এল-সায়েদের বাবা একটি দাতব্য সংস্থার বোর্ডে আছেন, যার বিরুদ্ধে অতীতে ইরাক-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা ভাঙার অভিযোগে সমঝোতা হয়েছিল। তাঁর জন্মদাত্রী মা কাজ করেছিলেন আরেকটি সংস্থায়—যেটি পরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে। সরকারি নথি ও স্বাধীন প্রতিবেদন বলছে, এই ঘটনাগুলো পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত অপরাধের প্রমাণ নয়।

রাজনৈতিক প্রচারে পরিবার, প্রমাণের সীমা

মিশিগানের আসন্ন সিনেট নির্বাচনকে ঘিরে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবদুল এল-সায়েদের পরিবার নিয়ে একের পর এক অভিযোগ সামনে এসেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো পোস্ট ও কিছু সংবাদ প্রতিবেদনে তাঁর বাবার দাতব্য সংস্থার বোর্ড-সদস্যপদ, মায়ের পুরোনো চাকরি এবং ২০১৮ সালের একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে পাশাপাশি রেখে এমন ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে—যেন এগুলো তাঁর নিজের অপরাধমূলক বা চরমপন্থী সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ।

কিন্তু নথিগুলো আলাদা করে পড়লে দেখা যায়, এখানে অন্তত দুটি ভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও ভিন্ন সময়ের ঘটনা একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি নথিতে সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে গুরুতর পদক্ষেপের তথ্য আছে; একই সঙ্গে সেসব নথি এল-সায়েদের বাবা বা মাকে অপরাধে অভিযুক্ত করে না। এ পার্থক্যটি রাজনৈতিক বিতর্কে প্রায়ই হারিয়ে যাচ্ছে।

বাবার বোর্ড-সদস্যপদ: কোন তথ্য নিশ্চিত?

এল-সায়েদের বাবা, প্রকৌশলী ও ইমাম ড. মোহাম্মদ এল-সায়েদ, Life for Relief and Development (LRD)-এর বোর্ড-সদস্য। সংস্থাটির নিজস্ব ওয়েবসাইটেও তাঁর নাম বোর্ড সদস্য হিসেবে আছে।

নিউইয়র্ক পোস্টের ২৯ অক্টোবরের প্রতিবেদনটি এই বর্তমান বোর্ড-সদস্যপদকে সংস্থাটির অতীতের ইরাক-সংক্রান্ত বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত করেছে। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর (OFAC) জানায়, LRD ২০০২–০৩ সালে জর্ডানের আম্মান হয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইরাকে অর্থ পাঠানোর পরিকল্পনা ও লেনদেনে জড়িত ছিল বলে দপ্তরটির তদন্তে প্রতীয়মান হয়। LRD সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন-সংক্রান্ত দেওয়ানি দায় মেটাতে ২০১৫ সালে ৭ লাখ ৮০ হাজার ডলারের সমঝোতায় সম্মত হয়। OFAC বলেছিল, সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট লেনদেন সম্পর্কে জানতেন এবং তা পরিচালনা করেছিলেন।

এখানে আইনি ভাষাটি গুরুত্বপূর্ণ। OFAC-এর নথিটি “সম্ভাব্য দেওয়ানি দায়” নিষ্পত্তির সমঝোতার কথা বলে; এটিকে LRD-এর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সমতুল্য বলা যাবে না। একইভাবে, ওই সরকারি নথিতে মোহাম্মদ এল-সায়েদের নাম নেই। সংস্থার বর্তমান বোর্ডে থাকা আর অতীতের লেনদেনে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকা—দুটি আলাদা বিষয়। প্রকাশ্য নথি থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ওই লেনদেনে অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আরেকটি দাতব্য সংস্থা, আরেকটি মামলা

পরিবারকে ঘিরে অন্য অভিযোগে আসে Islamic American Relief Agency (IARA-USA)-এর নাম। এল-সায়েদের জন্মদাত্রী মা ফাতেন ফাথি এলকোমি ১৯৯০-এর দশকের শেষ থেকে ২০০০-এর দশকের শুরুতে এই সংস্থায় কাজ করেছিলেন বলে Michigan Public-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন জানায়। সংস্থাটি পরে মার্কিন সরকারের পদক্ষেপের মুখে বন্ধ হয়ে যায়।

মার্কিন বিচার বিভাগের ২০১৬ সালের ঘোষণায় বলা হয়, IARA-USA নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রায় ১৩ লাখ ৭৫ হাজার ডলার ইরাকে পাঠানোর কথা স্বীকার করে এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্র, অর্থপাচারের ষড়যন্ত্র ও কর-আইন-সংক্রান্ত বাধা সৃষ্টির অভিযোগে দোষ স্বীকার করে। বিচার বিভাগের নথিতে আরও বলা হয়, সংস্থাটি ২০০৪ সালে ট্রেজারি বিভাগের বিশেষভাবে চিহ্নিত সন্ত্রাস-সমর্থক সংস্থার তালিকায় পড়ার পর বন্ধ হয়েছিল।

তবে এসব গুরুতর তথ্যের পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও জরুরি: Michigan Public-এর যাচাইয়ে বলা হয়েছে, এলকোমি ওই মামলার কোনো অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত হিসেবে ছিলেন না। তাঁর নাম কিছু আদালত-সংযুক্ত নথিতে এসেছে—এটি তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সমান নয়। সংস্থায় কাজ করার তথ্য আছে; কিন্তু কাজের সূত্রে তিনি সংস্থার অবৈধ অর্থ স্থানান্তরে জড়িত ছিলেন—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো প্রকাশ্য প্রমাণ প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি।

এই দুটি বিষয়কে এক করে দেখা তাই বিভ্রান্তিকর: বাবার বর্তমান বোর্ড-সদস্যপদ LRD-তে; মায়ের চাকরির ইতিহাস IARA-USA-তে। এক সংস্থার ঘটনা অন্য সংস্থার প্রমাণ নয়, আর কোনো আত্মীয়ের কর্মজীবন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রার্থীর ব্যক্তিগত দায় তৈরি করে না।

অতীতের একটি অভিযোগ, নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

এল-সায়েদের ধর্মীয় পরিচয়ও প্রচারের কেন্দ্রে এসেছে। রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্স তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে মুসলিম ব্রাদারহুড, হামাস ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করার অভিযোগ করেছেন। Michigan Public-এর ২৪ অক্টোবরের যাচাই বলেছে, রজার্সের эдгээр দাবিগুলোর পক্ষে তিনি প্রমাণ দেননি; Элкоми IARA-USA মামলার অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত নন।

এল-সায়েদ নিজেও বলেছেন, তাঁর মুসলিম পরিচয়কে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। ওয়াশিংটন পোস্টের ১৫ অক্টোবরের প্রতিবেদনেও তিনি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পর্কের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

অন্যদিকে, বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা সংস্থাগুলোর অতীতকে হালকাভাবে নেওয়ারও কারণ নেই। IARA-USA-র বিরুদ্ধে দোষ স্বীকারের সরকারি নথি আছে, LRD-র বিরুদ্ধে OFAC-এর санкций-সংক্রান্ত সমঝোতা আছে, আর LRD-র সাবেক কর্মকর্তা মুথান্না আল-হানুতির ইরাক-সংক্রান্ত অপরাধে দোষ স্বীকারের পৃথক সরকারি নথিও আছে। বিচার বিভাগ জানায়, আল-হানুতি নিষেধাজ্ঞা না মেনে ইরাক সরকারের কাছ থেকে তেল বরাদ্দ গ্রহণের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন এবং ২০১১ সালে কারাদণ্ড পান। এই তথ্য তাঁর নিজের মামলার; তা এল-সায়েদের বাবার বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়।



২০১৮ সালের বক্তব্যটি কী প্রসঙ্গে ছিল?

ছবিতে ব্যবহৃত “You may not hate Muslims, but I'll tell you Muslims definitely hate you” বাক্যটি ২০১৮ সালে মিশিগানের গভর্নর প্রার্থীদের এক ফোরামে বলা হয়েছিল। Bridge Michigan-এর সমসাময়িক প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিপাবলিকান প্রার্থী প্যাট্রিক কলবেক মুসলিম ব্রাদারহুডের কথিত প্রভাব নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পর এল-সায়েদ পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ওই কথা বলেন। একই ফোরামে এল-সায়েদ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ইসলামবিদ্বেষের প্রসঙ্গও তুলেছিলেন।

বাক্যটি আলাদা করে দেখলে তা সব মুসলমানের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেওয়ার মতো শোনাতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলের প্রতিবেদন দেখায়, এটি ছিল নির্দিষ্ট политическим оппонентом талқ্ত মুস্লিমদের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও শত্রুতার জবাবে বলা তীক্ষ্ণ, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক retort—মুসলমানদের ঘৃণার সাধারণ ঘোষণা নয়। উদ্ধৃতিটি সমালোচনার যোগ্য হতে পারে; তবে তার প্রেক্ষাপট বাদ দিলে পাঠকের কাছে বক্তব্যটির অর্থ বদলে যায়।

নির্বাচন, সংবাদমাধ্যম ও প্রমাণের দায়

নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে পরিচয়, ধর্ম ও পরিবারের অতীত দ্রুত রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। তাই সাংবাদিকতার কাজ শুধু অভিযোগ পুনরাবৃত্তি করা নয়; কোনটি সরকারি নথিতে প্রমাণিত, কোনটি অভিযোগ, আর কার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কী প্রমাণ আছে—সেটি আলাদা করে দেখানো।

এল-সায়েদের পরিবারের সংস্থাসংশ্লিষ্ট ইতিহাসে বাস্তব ও গুরুতর তথ্য রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রকাশ্য নথি থেকে তাঁর বাবা বা মায়ের বিরুদ্ধে ওই অর্থ স্থানান্তর-সংক্রান্ত অপরাধে ব্যক্তিগত দণ্ড বা অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় না। তেমন কোনো তথ্য প্রকাশ পেলে তা অবশ্যই যাচাই করা উচিত। এখন পর্যন্ত প্রমাণিত সংস্থাগত অসদাচরণকে প্রার্থীর ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে উপস্থাপন করা তথ্যের সীমা অতিক্রম করবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি


ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি



Deliver Everywhere

Pizza Hut

Order Now on facebook

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



তিন শহরের ফল, এক শিক্ষা: বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থীদের জয়ের পথ

সবিনয় নিবেদন
মাহবুব আহমেদের কলাম

তিন শহরের ফল, এক শিক্ষা: বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থীদের জয়ের পথ

পূর্ণ প্রতিবেদন

মাহবুব আহমেদ। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

আজ সবিনয় নিবেদন শুরু করছি এমন তিনজন বাংলাদেশী মানুষকে নিয়ে যারা অনেকের চেয়ে এগিয়ে। তিন জনই খুবই স্মার্ট মানুষ হিসেবে আমি জানতে পেরেছি। আমি আনন্দিত এই ভেবে যে এই তিনজনই কাকতালীয় ভাবে আমার তালিকায় আছেন। কিন্তু বিখ্যাত মানুষের বন্ধু তালিকায় রাখলেও তারা বাস্তবে দেখলেও চিনতে পারেন না। আর সামাজিক মাধ্যমে তো নয়ই। আরো মজার ব্যপার হচ্ছে আমরা একই রাজ্যে জীবনযাপন করছি। তাই না চিনতে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অবস্থান থেকে মানুষের জন্য কাজ করছি। আজকের লেখাটি তাদের নিয়ে যতটা তার চেয়ে বেশি ভবিষ্যৎ দিন গুলো নিয়ে জরুরি মনে করছি। আসুন সরাসরি মূল আলোচনাতে যাই।

নির্বাচনের রাত অনেক সময় দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত হিসাব তুলে ধরে। ক্যালিফোর্নিয়ার চিনো, মন্টেবেলো ও পেরিসে তিন বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থীর ফলও তেমন একটি মুহূর্ত। তাঁদের প্রার্থিতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ: স্থানীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু প্রার্থী হওয়া আর ভোটারের আস্থা অর্জন করা এক বিষয় নয়। ফলাফলকে তাই কেবল জয়-পরাজয়ের খাতায় না রেখে একটি প্রশ্ন হিসেবে পড়া দরকার: কোনো সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে চাইলে নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই কী ধরনের সম্পর্ক, প্রস্তুতি ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে হয়?

সান বার্নার্ডিনো কাউন্টির নির্বাচনী ফলাফলে চিনো সিটি কাউন্সিলের ডিস্ট্রিক্ট ৩-এ এম. এস. আলম পেয়েছেন ১,০৪০ ভোট বা ৩২.১১ শতাংশ। মার্ক লুসিও পেয়েছেন ২,১৯৪ ভোট বা ৬৭.৭৪ শতাংশ। ওই ডিস্ট্রিক্টে ভোটদানের হার ছিল ২৬.০৮ শতাংশ। কাউন্টির ফলাফলে সব precinct-এর হিসাব এসেছে; তবে ফলকে এখনো চূড়ান্তভাবে প্রত্যয়িত বলা যাচ্ছে না।

মন্টেবেলোর ডিস্ট্রিক্ট ১-এ শাজিয়া হক পেয়েছেন ২১৩ ভোট—প্রায় ৫.৪ শতাংশ। জর্জিনা তামায়ো পেয়েছেন ২,০৫৬ ভোট বা ৫২.১৭ শতাংশ। এই ফলও লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির নির্বাচনী ফলের তালিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

পেরিসের ডিস্ট্রিক্ট ১-এ মোহাম্মদ কে. রহমানের ফল নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা আছে। ৬ নভেম্বর দেখা রিভারসাইড কাউন্টির ফলতালিকায় লুপে গোমেজ ৯৬৩ ভোটে এগিয়ে; রহমান ও হুয়ান কার্লোস “জে.সি.” ফ্রাঙ্কো দুজনেরই ৬৬৯ ভোট, অর্থাৎ ২৯.০৭ শতাংশ করে। এই হিসাব অনুযায়ী রহমান বিজয়ী নন; তবে ভোটের সংখ্যা বদলাতে পারে এবং চূড়ান্ত প্রত্যয়নের আগে ফলকে আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত বলা উচিত নয়।

তিনজনের ফল এক নয়, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধরনও এক নয়। বিশেষ করে পেরিসে রহমান ও ফ্রাঙ্কোর সমান ভোট দেখায় কেন নির্বাচনের রাতের প্রাথমিক সংখ্যাকে শেষ কথা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। তাঁদের পরাজয়ের কারণও ফলের সংখ্যা দেখে নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। প্রচারের মাঠের তথ্য, ভোটার-সংযোগ, ব্যয়ের হিসাব, স্থানীয় সমর্থন ও প্রার্থীদের নিজেদের মূল্যায়ন ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা হবে অনুমান।

বাংলাদেশি পরিচয় প্রার্থীকে একটি কমিউনিটির কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দেয়। কিন্তু নির্বাচনী এলাকার ভোটাররা শুধু জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোট দেবেন—এমন ধরে নেওয়া ভুল। নাগরিকেরা সাধারণত বিচার করেন: প্রার্থীকে চেনেন কি না, তিনি এলাকার সমস্যা বোঝেন কি না, তাঁর প্রস্তাব বিশ্বাসযোগ্য কি না, এবং নির্বাচনের পর তাঁকে জবাবদিহির মধ্যে পাওয়া যাবে কি না।

জনসংখ্যার সংখ্যাও প্রার্থীর ভোটভিত্তি সরাসরি বলে দেয় না। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণনা ব্যুরোর হিসাবে চিনো শহরে এশীয় পরিচয় দেওয়া মানুষের অংশ ১৯ শতাংশ, মন্টেবেলোতে ১৪.৩ শতাংশ এবং পেরিসে ৩.৮ শতাংশ। এই শহরব্যাপী হিসাব কোনো নির্দিষ্ট কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্টে বাংলাদেশি-আমেরিকান বা ভোটার-যোগ্য বাংলাদেশি মানুষের সংখ্যা জানায় না। জনগণনা ব্যুরোর তথ্যেও নির্বাচনী ডিস্ট্রিক্টভিত্তিক বাংলাদেশি-আমেরিকান ভোটারের সংখ্যা আলাদা করে এখানে দেওয়া নেই। তাই “বাংলাদেশি ভোট কত”—এমন অনুমানকে যাচাই করা তথ্য হিসেবে চালানো যাবে না।

আরেকটি বাস্তবতা হলো, এশীয় ভোটারও একক রাজনৈতিক গোষ্ঠী নন। তাঁদের ভাষা, অভিবাসনের অভিজ্ঞতা, পেশা, বয়স, আবাসন ও রাজনৈতিক অগ্রাধিকার আলাদা। একইভাবে শহরের লাতিনো, কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, এশীয় ও অন্যান্য বাসিন্দাদেরও একক অবস্থান আছে ধরে নেওয়া যায় না। সফল প্রচারকে এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করে প্রত্যেক পাড়ার বাস্তব সমস্যা বুঝতে হয়।

মাঠপর্যায়ের যোগাযোগ কার্যকর হতে পারে—এ নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা আছে। তবে একটি নির্দিষ্ট স্থানের গবেষণাকে প্রত্যেক নির্বাচনের ফলের নিশ্চয়তা হিসেবে দেখা যায় না। শেখার বিষয়টি সহজ: দরজায় কড়া নাড়া, পরিচিতির বাইরের ভোটারের সঙ্গে কথা বলা এবং ভোটের আগে আবার যোগাযোগ করা—এসব শুধু প্রচারসজ্জা নয়; এগুলো ভোটারকে প্রার্থী ও নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করার বাস্তব পদ্ধতি।



শহর কাউন্সিলের ক্ষমতা ও দায়িত্ব জাতীয় রাজনীতির মতো নয়। আবাসন, জমি ব্যবহার, সড়ক ও ট্রাফিক, জননিরাপত্তা, পার্ক, ব্যবসার অনুমতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিংবা শহরের বাজেট —কোন বিষয় কাউন্সিলের হাতে, কোনটি কাউন্টি বা রাজ্যের—তা পরিষ্কার করে বলতে হয়। “পরিবর্তন আনব” বলার চেয়ে একটি নির্দিষ্ট রাস্তার নিরাপত্তা, ভাড়াটেদের উদ্বেগ, ছোট ব্যবসার লাইসেন্স বা শহরের পরিষেবা নিয়ে বাস্তব পরিকল্পনা ভোটারের কাছে বেশি অর্থবহ।

প্রার্থীকে তাই আগে শুনতে হবে। নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই কাউন্সিল সভায় উপস্থিত থাকা, পাড়ার সংগঠন ও ছোট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলা, বাসিন্দাদের অভিযোগ নথিবদ্ধ করা এবং সেগুলোর অগ্রগতি প্রকাশ করা—এসব কাজ ভোটের মৌসুমের জন্য নয়; এগুলো জনসেবার প্রস্তুতি। ভোটারকে শুধু ভোট চাওয়ার সময় দেখা গেলে সম্পর্ক তৈরি হয় না। দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক উপস্থিতি সেই দূরত্ব কমাতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্থানীয় নির্বাচনে ভোটদানের হার নিয়ে পাবলিক পলিসি ইনস্টিটিউট অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণায় কম অংশগ্রহণের কথা বহু আগে থেকেই আলোচিত হয়েছে। পরে American Journal of Political Science-এ প্রকাশিত ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক গবেষণা দেখিয়েছে, স্থানীয় নির্বাচন সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে হলে কিছু সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব বাড়তে পারে—যদিও ফল গোষ্ঠী ও পরিস্থিতিভেদে আলাদা। অর্থাৎ প্রার্থী শুধু নিজের পরিচিত সমর্থক খুঁজলেই হবে না; ভোটারকে নির্বাচনে অংশ নিতে উৎসাহিত করাও প্রচারের অংশ।

প্রার্থীদের জন্য কয়েকটি কাজ বিশেষভাবে জরুরি:

1. দীর্ঘ প্রস্তুতি: নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই নিয়মিত জনসভা, কাউন্সিল মিটিং, পাড়ার অনুষ্ঠান ও স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হবে।
2. এলাকাভিত্তিক শ্রবণ: ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন পাড়ায় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অগ্রাধিকার আলাদা করে বুঝতে হবে।
3. স্পষ্ট কর্মসূচি: কয়েকটি বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিতে হবে—কী করা যাবে, কার সঙ্গে করতে হবে, এবং অগ্রগতি কীভাবে জানানো হবে।
4. বহু-সম্প্রদায়ের জোট: বাংলাদেশি সংগঠনের পাশাপাশি প্রতিবেশী সংগঠন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ভাড়াটে, শ্রমিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করতে হবে।
5. দৃশ্যমান ও জবাবদিহিমূলক প্রচার: ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট যথেষ্ট নয়; দরজায় দরজায় যোগাযোগ, ফোন, স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় সভায় উপস্থিতির ধারাবাহিকতা দরকার।
6. বাস্তব মূল্যায়ন: ভোটের আগে সমর্থক, স্বেচ্ছাসেবক, অনুদান, এলাকাভিত্তিক পরিচিতি এবং ভোটার-যোগাযোগের হিসাব নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রচারের অর্থায়নও স্বচ্ছতা ও আস্থার অংশ। ক্যালিফোর্নিয়ায় শহর পর্যায়ের প্রার্থীদের প্রচার-অর্থের নথি সাধারণত সংশ্লিষ্ট সিটি ক্লার্কের কাছে জমা হয়; কোন নথি দেখতে হবে, তা জানা ভোটার ও প্রার্থী—দুজনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

পরাজয়ের পর প্রার্থীরা যদি পাড়া ছেড়ে চলে যান, তাহলে তাঁদের প্রচারের দাবি ও কাজের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। আর যদি তাঁরা ভোটের পরও এলাকার মানুষের পাশে থাকেন, সমস্যার অগ্রগতি জানান, কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন—তাহলে পরের নির্বাচনের আগে তাঁদের পরিচয় নতুন করে শুরু করতে হবে না।

বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থীদের জন্য আমার বিনীত পরামর্শ, নিজেদের পরিচয়কে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরুন, কিন্তু সেটিকে একমাত্র নির্বাচনী যুক্তি করবেন না। ভোটারকে বোঝান—আপনি তাঁদের শহর, তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা ও তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী করতে চান। সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবি তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তা বৃহত্তর জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়।

একটি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া সাহসের কাজ। আপনাদের সাহস অনেক মানুষ কে এগিয়ে আসতে আলোকবর্তিকা হয়ে যেতে পারে।কিন্তু মানুষের আস্থা অর্জন দীর্ঘ কাজ। এই তিনটি প্রচারকে তাই ব্যর্থতার শেষ অধ্যায় হিসেবে নয়, পরবর্তী জনসম্পৃক্ততার শুরু হিসেবে দেখা যেতে পারে—যদি প্রার্থীরা ফল থেকে শিক্ষা নেন, নিজেদের সংগঠনকে মূল্যায়ন করেন এবং ভোটের বাইরেও মানুষের পাশে থাকেন

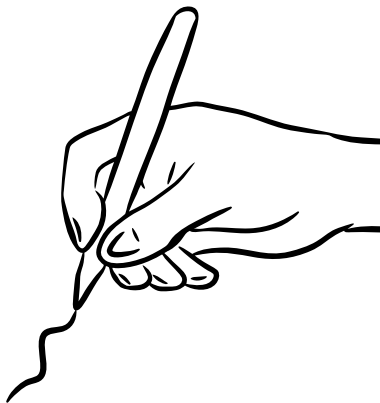


ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

PRINGLES

RELAXING WITH EVERY BITE.



পূর্ণ প্রতিবেদন

মাহফুজ আহমেদ। প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

রোগ নির্ণয়ে Microsoft-এর AI ৮৩.২% সঠিক—তবে পরীক্ষাটি বাস্তব রোগীর ওপর নয়

MAI-DxO জটিল চিকিৎসা-ঘটনার সিমুলেশনে সাধারণ চিকিৎসকদের চেয়ে এগিয়ে; ফলকে আশাব্যঞ্জক বলছেন গবেষকেরা, কিন্তু ক্লিনিক্যাল কার্যকারিতা এখনো প্রমাণিত নয়।

Microsoft-এর MAI-DxO নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা জটিল চিকিৎসা-ঘটনার একটি পরীক্ষায় ৮৩.২ শতাংশ ক্ষেত্রে সঠিক রোগ নির্ণয় করেছে। তুলনায়, একই ধরনের কেসে সার্চ ও রেফারেন্স উপকরণ ব্যবহার করা সাধারণ চিকিৎসকদের গড় নির্ভুলতা ছিল ৩৬.১ শতাংশ। তবে এই ফলকে “AI চিকিৎসকদের চেয়ে ভালো”—এমন সরল সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা যাবে না: গবেষণাটি ছিল পাঠ্যভিত্তিক সিমুলেশন, বাস্তব রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার পরীক্ষা নয়। গবেষণাটি ২২ অক্টোবর Science সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

কী পরীক্ষা করা হয়েছে

গবেষকেরা Sequential Diagnosis Benchmark বা SDBench নামে একটি মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করেছেন। এতে ছিল New England Journal of Medicine–এ প্রকাশিত ৩০৪টি জটিল চিকিৎসা-ঘটনা এবং MIMIC-IV-ED ডেটাবেস থেকে নেওয়া জরুরি বিভাগের ৩২৫টি কেস। প্রতিটি কেসে রোগনির্ণয়কারীকে শুরুতে সীমিত তথ্য দেওয়া হয়; এরপর তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়—কী প্রশ্ন করবে, কোন পরীক্ষা চাইবে, এবং কখন রোগ নির্ণয়ে পৌঁছানোর মতো তথ্য পাওয়া গেছে। MAI-DxO একবারে একটি উত্তর দেওয়া চ্যাটবটের মতো কাজ করে না। এটি একটি সমন্বয়কারী ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক AI-ভূমিকাকে কাজে লাগায়—তারা সম্ভাব্য রোগের তালিকা তৈরি করে, পরীক্ষার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে এবং নতুন তথ্যের ভিত্তিতে আগের ধারণা সংশোধন করে। গবেষণার প্রধান ফলাফলে সিস্টেমটি OpenAI-এর GPT-5 ব্যবহার করেছে। পরীক্ষায় এর কাজের ধরন ছিল ধাপে ধাপে প্রশ্ন ও পরীক্ষা বেছে নেওয়া; এটি নিজে কোনো রোগীর সঙ্গে চিকিৎসা-পরামর্শের কথোপকথন চালায়নি।

সংখ্যাগুলোর অর্থ কী

জটিল NEJM কেসে AI-এর ৮৩.২ শতাংশ ফলের বিপরীতে চিকিৎসকেরা রেফারেন্স ছাড়া ২২.৩ শতাংশ এবং সার্চ বা রেফারেন্স-সহ ৩৬.১ শতাংশ নির্ভুলতা দেখিয়েছেন। জরুরি বিভাগের কেসে AI-এর নির্ভুলতা ছিল ৮০.৩ শতাংশ; চিকিৎসকদের ছিল ৪৬.৮ শতাংশ। এই ফলগুলো পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেস ও গবেষণার নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ—সব ধরনের রোগ, হাসপাতাল বা চিকিৎসা-পরিস্থিতির জন্য এগুলোকে সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরা যায় না।

পরীক্ষায় AI-কে প্রতিটি কেসের জন্য কী কী তথ্য বা পরীক্ষা চাইছে, সেটিও হিসাব করা হয়েছে। Microsoft বলছে, কিছু ব্যয়-সাশ্রয়ী সেটিংয়ে MAI-DxO কম খরচের পরীক্ষাপথ বেছে নিয়েও উচ্চ নির্ভুলতা বজায় রেখেছে। তবে এখানে খরচ বলতে বাস্তব রোগীর সম্পূর্ণ চিকিৎসা-ব্যয় বোঝানো হয়নি; এটি পরীক্ষার সময় চাওয়া চিকিৎসা-সেবার আনুমানিক মূল্যভিত্তিক হিসাব।

কেন ফলটি এখনো চূড়ান্ত উত্তর নয়

গবেষণায় চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ ছিল, কিন্তু এটি ছিল নিয়ন্ত্রিত ও পাঠ্যভিত্তিক মূল্যায়ন। বাস্তব চিকিৎসায় রোগীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, শারীরিক পরীক্ষা, চিকিৎসার ইতিহাস যাচাই, ইমেজিং দেখা, জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং রোগীর পছন্দ বা পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হয়। এই পরীক্ষার ফল একা প্রমাণ করে না যে MAI-DxO বাস্তব হাসপাতালে একই নির্ভুলতা বা নিরাপত্তা দেখাবে। তুলনাটিও ছিল সাধারণ চিকিৎসকদের সঙ্গে; বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল বা সম্পূর্ণ ক্লিনিক্যাল টিমের সঙ্গে নয়।

Microsoft জানিয়েছে, পরবর্তী ধাপে বোস্টনের Beth Israel Deaconess Medical Center-এর সঙ্গে জরুরি বিভাগের ওয়েটিং রুমে রোগী বাছাইয়ের সক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে। অর্থাৎ বাস্তব পরিবেশে রোগীর সঙ্গে ব্যবহারের মূল্যায়ন সামনে রয়েছে; এখনকার ফল সেই পর্যায়ের বিকল্প নয়।

এই গবেষণা দেখায়, AI-কে রোগনির্ণয়ের ধাপগুলোতে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা নিয়ে আরও পরীক্ষা করা দরকার। তবে চিকিৎসা-সিদ্ধান্তে নিরাপত্তা, ভুল নির্ণয়ের ঝুঁকি এবং চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানের প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত রোগীর চিকিৎসায় এর ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত দাবি করা আগেভাগে হবে।

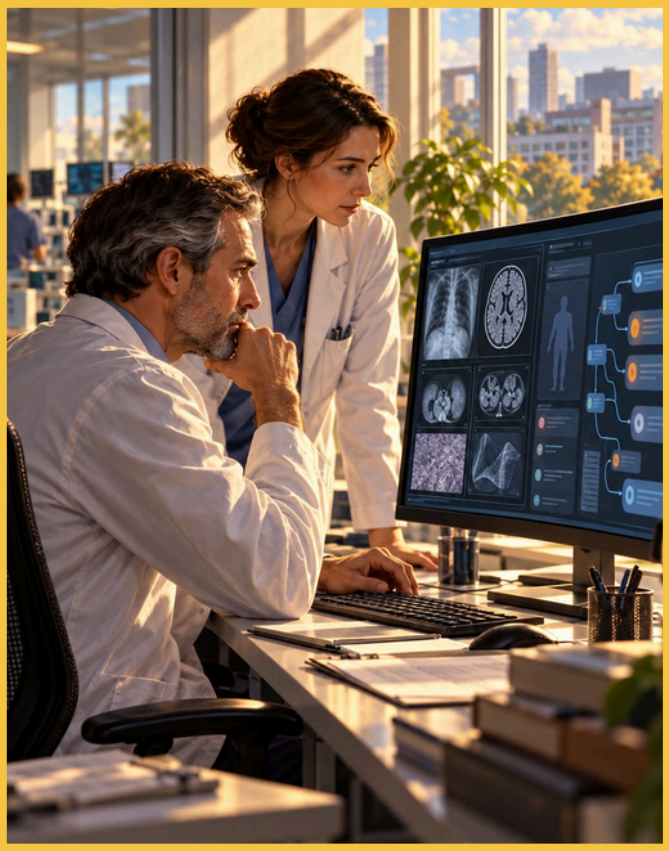



“ রোগ নির্ণয়ে Microsoft-এর AI ৮৩.২% সঠিক—তবে পরীক্ষাটি বাস্তব রোগীর ওপর নয়। ”





DOCTOR X AI





পূর্ণ প্রতিবেদন

মাহফুজ আহমেদ। প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

Globalstar কিনতে Amazon-কে FCC-র অনুমোদন, Starlink-এর সঙ্গে আকাশে নতুন প্রতিযোগিতা।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন (FCC) ২৭ অক্টোবর Amazon-এর স্যাটেলাইট বিভাগ Amazon Leo-কে স্যাটেলাইট অপারেটর Globalstar অধিগ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে। প্রায় ১১.৫ বিলিয়ন ডলারের এই চুক্তিতে Globalstar-এর স্যাটেলাইট, অবকাঠামো ও মোবাইল-স্যাটেলাইট স্পেকট্রাম Amazon-এর হাতে যাওয়ার কথা। Amazon-এর লক্ষ্য Starlink-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাড়ানো; তবে অনুমোদন পাওয়া আর অধিগ্রহণ সম্পন্ন হওয়া এক বিষয় নয়। কোম্পানি দুটির ভাষ্য অনুযায়ী, চুক্তি ২০২৭ সালে সম্পন্ন হতে পারে।

Apple-এর iPhone-এ Globalstar-এর ভূমিকা

iPhone-এর Emergency SOS via satellite, Find My এবং Apple-এর আরও কিছু স্যাটেলাইট সুবিধায় Globalstar-এর নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়। Apple-এর সহায়তা পাতাও জানায়, তার স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক Globalstar ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। ২০২৪ সালে Apple Globalstar-এ প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে এবং ২০ শতাংশ মালিকানা পায়। Reuters-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে Globalstar-এর আয়ের প্রায় ৬৩ শতাংশ এসেছিল Apple থেকে। প্রস্তাবিত চুক্তিতে Apple-এর অংশও Amazon অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করছে।

Amazon ও Apple আলাদা একটি চুক্তিও করেছে: Amazon Leo ভবিষ্যতে সমর্থিত iPhone ও Apple Watch-এর স্যাটেলাইট সুবিধা চালাতে সহায়তা করবে। কোম্পানিগুলো বলেছে, বর্তমান সেবাগুলো চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে এই অধিগ্রহণের অর্থ Apple-এর জরুরি বার্তা-সেবা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়; তবে চুক্তি সম্পন্ন হওয়া ও ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন এখনো বাকি।

“ফোনে স্যাটেলাইট” মানে সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ইন্টারনেট নয়

সরাসরি ফোনে স্যাটেলাইট সংযোগ বা Direct-to-Device (D2D) প্রযুক্তিতে উপযুক্ত মোবাইল ফোন আকাশের স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। নির্দিষ্ট সেবায় আলাদা ডিশ লাগে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যেকোনো ফোনে, যেকোনো স্থানে, সাধারণ মোবাইল ব্রডব্যান্ডের মতো দ্রুত ইন্টারনেট পাওয়া যাবে। কী ধরনের বার্তা, ডেটা বা ভয়েস সেবা চলবে, তা নির্ভর করে স্যাটেলাইট, ব্যবহৃত স্পেকট্রাম, মোবাইল অপারেটরের সঙ্গে চুক্তি এবং দেশের নিয়মকানুনের ওপর।

FCC বলছে, Globalstar-এর প্রায় ২৫ মেগাহার্টজ মোবাইল-স্যাটেলাইট স্পেকট্রাম ও অন্যান্য সম্পদ Amazon Leo-কে D2D বাজারে প্রবেশে সাহায্য করবে। কোম্পানির পরিকল্পনা অনুযায়ী, Amazon-এর নিজস্ব পরবর্তী প্রজন্মের D2D স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ২০২৮ থেকে স্থাপন শুরু হবে। এটি ২০২৬ সালের শেষ দিকে চালুর লক্ষ্য রাখা Amazon Leo ব্রডব্যান্ড সেবার থেকে আলাদা সময়সূচি।

Globalstar-এর বিদ্যমান স্যাটেলাইট বহর প্রায় দুই ডজন। Apple-এর অর্থায়নে নির্মাণাধীন নতুন স্যাটেলাইট যুক্ত হলে বহরটি ৫৪-এ পৌঁছানোর পরিকল্পনা আছে বলে Reuters জানিয়েছে। FCC-র অনুমোদন Amazon-কে এই সম্পদ ও স্পেকট্রাম অধিগ্রহণের পথে এগিয়ে নিয়েছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রক অনুমোদনই চুক্তির সব শর্ত পূরণের নিশ্চয়তা নয়। Globalstar-এর নথিতে ২০২৭ সালের সম্ভাব্য সমাপ্তির পাশাপাশি অন্যান্য নিয়ন্ত্রক অনুমোদন ও নতুন স্যাটেলাইট-সংক্রান্ত শর্তের কথা আছে।

Starlink-এর ব্যবধান এখনো বড়

Reuters-এর হিসাবে, Starlink-এর পূর্ণ নেটওয়ার্কে ১১ হাজারের বেশি স্যাটেলাইট রয়েছে। অন্যদিকে Amazon Leo ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে প্রায় ৪০০টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে বলে Reuters জানিয়েছে। Amazon-এর ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের লক্ষ্য ২০২৯ সালের মধ্যে হাজার হাজার স্যাটেলাইটে পৌঁছানো; কোম্পানি Leo-তে ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। এই সংখ্যা সরাসরি তুলনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে, Starlink-এর মোট ব্রডব্যান্ড বহর ও ফোনে-স্যাটেলাইট ব্যবস্থার উপগ্রহ একই ধরনের সেবা বা একই পরিমাপ নয়।

প্রতিযোগিতা শুধু Amazon ও SpaceX-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; মোবাইল অপারেটররাও স্যাটেলাইট কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারত্ব করে নেটওয়ার্কের বাইরে সংযোগ পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রে FCC ২৯ অক্টোবর D2D-র জন্য স্পেকট্রাম নিলাম ও নিয়ম আধুনিকায়নের প্রস্তাব এগিয়ে নেওয়ার বিষয় বিবেচনা করেছে। এটি নিলাম সম্পন্ন হওয়া নয় —প্রস্তাবিত নিয়ম ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থার ওপর আরও প্রক্রিয়া বাকি।

বাংলাদেশে Starlink Mobile-এর শুরু, Amazon-এর ঘোষণা নেই

বাংলাদেশে Banglalink ৮ অক্টোবর Starlink-চালিত satellite-to-mobile সেবা চালুর কথা জানায়। প্রতিষ্ঠানটির ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রচলিত মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে থাকলেও গ্রাহকেরা নির্দিষ্ট অ্যাপ ও অবস্থান-সংক্রান্ত সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন; প্রয়োজন 4G-সমর্থিত ফোন ও Banglalink SIM। কোম্পানির ঘোষণায় প্রতি মাসে পাঁচটি বিনা মূল্যের SMS-এর কথাও আছে। এই সেবাকে সাধারণ স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড বা সব ফোনে পূর্ণাঙ্গ মোবাইল ইন্টারনেট হিসেবে বর্ণনা করা ঠিক হবে না।

এখানে Amazon-এর সম্ভাব্য তাৎপর্য ভবিষ্যতের। একাধিক স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক বাজারে এলে মোবাইল অপারেটরদের অংশীদার বাছাই ও ভর্তুকি-পরিকল্পনায় বিকল্প বাড়তে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতা হলেই দাম কমবে বা বাংলাদেশের দুর্গম এলাকা, সমুদ্র ও দুর্যোগে নতুন সেবা পৌঁছে যাবে—এমন নিশ্চয়তা নেই। Amazon Leo বাংলাদেশে কবে বা আদৌ সেবা দেবে, এ বিষয়ে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায়নি। স্থানীয় অনুমোদন, স্পেকট্রাম, অপারেটর-চুক্তি ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভাব্য সেবার সময় বলা যায় না।

Apple-এর Emergency SOS নিয়েও একই সতর্কতা জরুরি। Apple-এর বর্তমান তালিকায় বাংলাদেশ ও ভারত নেই; সেবাটি নির্দিষ্ট দেশ ও অঞ্চলে, নির্দিষ্ট iPhone মডেলে এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের অধীনে চালু। তাই বিদেশে থাকা ব্যবহারকারীর জন্যও প্রাপ্যতা নির্ভর করে তিনি কোথায় আছেন ও কোন দেশের জন্য তৈরি ডিভাইস ব্যবহার করছেন তার ওপর।

Amazon-এর অধিগ্রহণ পরিকল্পনা ফোনে স্যাটেলাইট সংযোগের প্রতিযোগিতাকে আরও বড় করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রাহকের জন্য নিকটতম বাস্তব উদাহরণ এখন Banglalink–Starlink-এর সীমিত satellite-to-mobile সেবা; Amazon Leo-র সম্ভাব্য প্রবেশ এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।





দুই ঘণ্টায় নিজের YouTube বানালেন কারপাথি—এআই কি এবার সফটওয়্যার তৈরির ক্ষমতা ছড়িয়ে দিচ্ছে?





পূর্ণ প্রতিবেদন

মাহফুজ আহমেদ। এ আই বিষয়ক প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

ইউটিউব খুলে পছন্দের ভিডিও খুঁজতে গিয়ে কারও কারও মনে হয়, পর্দায় সাজানো পরামর্শগুলো যেন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। এ অভিজ্ঞতা থেকেই এআই গবেষক Andrej Karpathy তৈরি করেছেন HackerTube—ইউটিউবের মতো দেখতে একটি ভিডিও-খোঁজার সাইট, যার সংগ্রহ গড়ে উঠেছে Hacker News-এ বহু বছরের আলোচনায় বারবার সুপারিশ করা ভিডিও থেকে।

কারপাথি নিজের হিসাবে, Claude Code ও Opus 5.5 ব্যবহার করে কাজটি করতে তাঁর লেগেছে প্রায় দুই ঘণ্টা। তবে “কোডের একটি লাইনও লেখেননি”—এই বর্ণনাটির অর্থ, তিনি হাতে কোড লেখেননি; প্রকল্পটি নিজে থেকে কোনো নির্দেশনা ছাড়া তৈরি হয়নি। তাঁকে কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ, ফলাফল পর্যালোচনা এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি ব্যবস্থা করতে হয়েছে। প্রকল্পের সময় ও প্রক্রিয়ার বিবরণও তাঁর নিজের দেওয়া—স্বাধীনভাবে মাপা কোনো উৎপাদনশীলতা পরীক্ষা নয়।

কারপাথি OpenAI-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন, পরে Tesla-তে AI বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতাকে একেবারে নতুন কোনো ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার সমান ধরে নেওয়া যায় না। OpenAI-র ২০১৫ সালের ঘোষণাতেও তাঁকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই ঘণ্টার পেছনের কাজ

কারপাথি জানিয়েছেন, তিনি Mac-এর Claude Code অ্যাপে Opus 5.5-কে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ভিডিওর তথ্য আনতে Google Cloud থেকে API key তৈরি করা, একটি VPS সার্ভার চালু করা এবং ডোমেইন কেনা—এই কাজগুলো তিনি নিজে করেছেন। এরপর সার্ভারের ঠিকানা দিয়ে Claude-কে কোড আপডেট, সুরক্ষিত, স্থাপন ও দ্রুত করার নির্দেশ দেন। তাঁর ভাষায়, কাজের বেশির ভাগই করেছে Claude; তিনি প্রক্রিয়ায় পাশাপাশি নির্দেশনা দিয়েছেন ও ফলাফল দেখেছেন।

এখানে “কোড না লিখে বানানো” কথাটি আকর্ষণীয়, কিন্তু কিছুটা অসম্পূর্ণও হতে পারে। সফটওয়্যার তৈরির কাজ শুধু কোড টাইপ করা নয়। কোন সমস্যা সমাধান করতে হবে, কোন তথ্য ব্যবহার করা যাবে, ফলাফল ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সার্ভার ও API কীভাবে চালু হবে—এসব সিদ্ধান্তও নির্মাণের অংশ। কারপাথির ক্ষেত্রে সেগুলো সামলানোর মতো প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। নতুন ব্যবহারকারীও এআইকে দিয়ে কাজ করাতে পারেন, কিন্তু সমস্যাকে ছোট ধাপে ভাঙা, নির্দেশনা পরিষ্কার করা এবং ভুল ধরার দক্ষতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

HackerTube কীভাবে ভিডিও বেছে নেয়

কারপাথির ৩১ অক্টোবরের ব্লগ পোস্টে বলা হয়েছে, Claude Hacker News-এর মন্তব্যের বড় সংগ্রহ থেকে স্প্যাম ও অপ্রাসঙ্গিক লেখা ছেঁকে প্রায় ৪০ হাজার ভিডিও-সুপারিশের মন্তব্য বেছে নেয়। সেখান থেকে তৈরি হয় ৬,৪৫৪টি ভিডিওর তালিকা, যা ২০০৭–২০২৬ সময়ের Hacker News আলোচনার ওপর ভিত্তি করে। X-এ কারপাথি প্রক্রিয়াটির পরিসর ব্যাখ্যা করতে ২০ বছরের ৪ কোটি ৩০ লাখ মন্তব্যের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ৪ কোটি ৩০ লাখ মন্তব্যই সুপারিশ ছিল না; সেগুলো ছিল বিশ্লেষণের বৃহত্তর উৎস, যেখান থেকে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলো আলাদা করা হয়েছে।

এই পার্থক্যটি প্রকল্পটির মূল ধারণা বোঝায়। HackerTube নতুন করে লাখো ভিডিও তৈরি করেনি, কিংবা ইউটিউবের বিকল্প ভিডিও হোস্টিং পরিষেবা চালু করেনি। এটি ইউটিউবে থাকা ভিডিও খুঁজে দেখার আরেকটি পথ: Hacker News-এর আলোচনায় মানুষ যে লিংকগুলো বারবার একে অন্যকে দিয়েছে, সেগুলোর একটি সাজানো ক্যাটালগ।

কারপাথির বর্ণনা অনুযায়ী, সাইটে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ছাড়াই সুপারিশ দেখা যায়, আর ব্যবহারকারীর দেখার ইতিহাস ও পছন্দের মতো তথ্য ব্রাউজারের স্থানীয় সেশনে রাখা হয়। প্রতিটি ভিডিওর থাম্বনেইলও আপলোডকারীর বেছে দেওয়া প্রচ্ছদ নয়; ভিডিওর মাঝামাঝি অংশের একটি দৃশ্য। “HackerTube Longs” বিভাগে এক ঘণ্টার বেশি দৈর্ঘ্যের ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকল্পের তথ্যের ZIP ফাইলও দেওয়া হয়েছে, যাতে অন্য কেউ সেই ডেটা দিয়ে নিজের ইন্টারফেস বা সাজেশন-ব্যবস্থা বানানোর চেষ্টা করতে পারেন।

তবে “অ্যালগরিদম নেই” বলা ঠিক হবে না। HackerTube-ও ভিডিও সাজায় এবং সুপারিশ তৈরি করে; পার্থক্য হলো, এর সংগ্রহের ভিত্তি বড় প্ল্যাটফর্মের ব্যক্তিগত দেখার-আচরণের তথ্যের বদলে Hacker News-এ প্রকাশ্য আলোচনায় দেওয়া পুনরাবৃত্ত সুপারিশ। আর ভিডিও চলার ক্ষেত্রে দর্শক ইউটিউবের ভিডিওই দেখেন—HackerTube মূলত অনুসন্ধান ও নির্বাচনের একটি বিকল্প স্তর।

ব্যক্তিগতকৃত সাজেশন বনাম জনসমাজের সুপারিশ

ইউটিউবের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তার হোমপেজের সুপারিশে দেখা-ইতিহাস প্রধান সংকেতগুলোর একটি; পাশাপাশি অনুসন্ধান, সাবস্ক্রিপশন, লাইক, অপছন্দ এবং দর্শকের সন্তুষ্টির মতো তথ্যও ব্যবহৃত হয়। এমন ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো প্রতিটি দর্শকের জন্য প্রাসঙ্গিক ভিডিও খুঁজে দেওয়া।

HackerTube অন্য ধরনের প্রশ্ন করছে: “আমার মতো মানুষ আগে কী দেখেছেন?”—এর বদলে “একটি প্রযুক্তি-আলোচনায় মানুষ কোন ভিডিওগুলো বারবার সুপারিশ করেছেন?” এতে আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা বদলাতে পারে।

তবে Hacker News-এর পাঠকগোষ্ঠী মূলত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানমুখী; তাদের পছন্দকে সবার পছন্দ বা নিরপেক্ষ মানদণ্ড বলা যায় না। ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য ও বিষয়ভিত্তিক ঝোঁকও তালিকাটিকে সীমিত করে। এ কারণে HackerTube কিছু দর্শকের কাছে চমৎকার আবিষ্কারের জায়গা হতে পারে, আবার অন্যদের কাছে অপ্রাসঙ্গিকও লাগতে পারে।

থাম্বনেইল বদলের ধারণাটিও ছোট হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারপাথি বলেছেন, ভিডিওর মাঝের একটি দৃশ্য ব্যবহার করলে ক্লিক টানার জন্য তৈরি করা অতিরঞ্জিত প্রচ্ছদের প্রভাব কমতে পারে। কিন্তু একটি মাত্র ফ্রেমও ভিডিওর প্রকৃত মান, প্রেক্ষাপট বা বিষয়বস্তুর পূর্ণ পরিচয় দেয় না। নকশা পাল্টায়; নির্বাচন করার কাজটি থেকেই যায়।

এআই দিয়ে বানানো মানেই সহজ বা নির্ভুল নয়

কারপাথির প্রকল্পটি দেখায়, একজন দক্ষ ব্যবহারকারী এআই এজেন্টকে দিয়ে ডেটা ছাঁকানো, ওয়েব ইন্টারফেস তৈরি এবং সার্ভারে স্থাপনের মতো একাধিক ধাপ একত্রে করতে পারেন। এতে ছোট উপযোগী সফটওয়্যার বানানোর প্রবেশদ্বার নিচু হচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, ফ্রিল্যান্সার বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও পড়ার তালিকা, দোকানের হিসাব, স্থানীয় তথ্যভান্ডার কিংবা একটি নির্দিষ্ট কাজে লাগবে এমন ওয়েব টুলের প্রাথমিক সংস্করণ তৈরি করে দেখতে পারেন।

কিন্তু এই উদাহরণ একাই প্রমাণ করে না যে এআই সব ধরনের সফটওয়্যার কাজ দ্রুত করে দেয়। METR-এর ২০২৫ সালের একটি নিয়ন্ত্রিত গবেষণায় ১৬ জন অভিজ্ঞ ওপেন-সোর্স ডেভেলপার তাঁদের পরিচিত বড় কোডভিত্তিতে ২৪৬টি কাজ করেন। সেই নির্দিষ্ট পরীক্ষায় এআই ব্যবহারে কাজ শেষ করতে গড়ে ১৯ শতাংশ বেশি সময় লেগেছিল। গবেষকেরা স্পষ্ট করেছেন, ফলটি তাঁদের পরীক্ষার নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য; এটি নতুন ব্যবহারকারী বা ছোট, নতুন প্রকল্পে এআইয়ের সম্ভাব্য উপকার নাকচ করে না। অন্যদিকে, GitHub Copilot নিয়ে ভিন্ন ধরনের একটি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং কাজ ৫৫.৮ শতাংশ দ্রুত শেষ করেছিলেন। কাজের ধরন ও পরীক্ষার পদ্ধতির পার্থক্যই মনে করিয়ে দেয়—“এআই কাজ দ্রুত করে” কথাটির উত্তর প্রসঙ্গনির্ভর।

আরেকটি সীমা তথ্যের মান। HackerTube-এ মন্তব্য দেখে কোন ভিডিও সত্যিকারের সুপারিশ, তা শ্রেণিবিন্যাসে এআই ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যঙ্গ, উদ্ধৃতি, সমালোচনা বা প্রসঙ্গহীন লিংক ভুলভাবে ধরা পড়তে পারে। কারপাথির পোস্ট প্রকল্পের প্রক্রিয়া জানায়, কিন্তু তালিকার প্রতিটি সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছে—এমন নিশ্চয়তা দেয় না। উন্মুক্ত ডেটা অন্যদের পরীক্ষা ও পুনর্ব্যবহারের সুযোগ দেয়, কিন্তু ডেটার মধ্যে থাকা ভুলও ছড়াতে পারে।

বড় প্রশ্ন: নিজের প্রযুক্তি নিজে বানানো কতটা বাস্তব?

HackerTube-কে ইউটিউবের প্রতিদ্বন্দ্বী বলা বাড়াবাড়ি হবে। তবে এটি একটি ব্যবহারযোগ্য নমুনা—বড় প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভর না করে কেউ নির্দিষ্ট কমিউনিটির সুপারিশ নিয়ে নিজের ছোট্ট অনুসন্ধানী ব্যবস্থা বানাতে পারে। এতে সফটওয়্যার তৈরির ক্ষমতা কিছুটা বেশি মানুষের হাতে আসে।

তবে ডোমেইন, সার্ভার, API, নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অদৃশ্য হয়ে যায় না; এআই সেগুলোতে সাহায্য করে, কিন্তু ব্যবহারকারীর পক্ষ থেকে সব ঝুঁকি দূর করে না। তাই শুরু করার ভালো উপায় হলো ছোট একটি সমস্যায় কাজ করা, প্রতিটি ধাপ চালিয়ে দেখা, ভুল হলে ব্যাখ্যা চাওয়া এবং API key বা পাসওয়ার্ড গোপন রাখা।

STARLINK



মাস্কের পরবর্তী চাল: SpaceX–Tesla একীভূতকরণ নিয়ে আলোচনা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই



বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

মাহফুজ আহমেদ। প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

SpaceX ও Tesla-র স্বাধীন পরিচালকদের কমিটি সম্ভাব্য একীভূতকরণ পর্যালোচনা করছে। একই সময়ে SpaceX এআই অবকাঠামোয় ৪০ বিলিয়ন ডলারের লিজ-অর্থায়নে যাচ্ছে, আর Tesla-র আয় বাড়লেও গাড়ি বিক্রি ও মুনাফায় চাপ রয়ে গেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস, ১ নভেম্বর ২০২৬: ইলন মাস্কের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—তাঁর মহাকাশ ও বৈদ্যুতিক গাড়ির দুই প্রতিষ্ঠান, SpaceX এবং Tesla, এক ছাতার নিচে আসবে কি না। আলোচনা আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে গেছে: দুই প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন পরিচালকদের নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু কোনো চুক্তির শর্ত ঠিক হয়নি, আর মাস্ক নিজেই বলেছেন, একীভূতকরণ নিশ্চিত ধরে নেওয়া ভুল হবে। এরই মধ্যে SpaceX-এর আয়ের বড় চালক হয়ে উঠছে এআই কম্পিউটিং। ২৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটি জানায়, Apollo Global Management-সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান এআই চিপ ও সার্ভার সরঞ্জাম কিনে SpaceX-কে লিজ দেবে। চুক্তির মূল অর্থপ্রদানের পরিমাণ প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার; সরঞ্জাম পৌঁছানোর পর লিজের মেয়াদ হবে পাঁচ বছরের কিছু বেশি। SpaceX বলছে, চুক্তি বছরের শেষ নাগাদ চূড়ান্ত করার লক্ষ্য রয়েছে, আর লিজ ২০২৭ সালের প্রথমার্ধে শুরু হতে পারে।

SpaceX–Tesla চুক্তি এখনো সম্ভাবনা, সিদ্ধান্ত নয়

২০ অক্টোবর SpaceX-এর বিনিয়োগকারী আলোচনায় মাস্ক বলেন, Tesla-র সঙ্গে একীভূতকরণ “ভালো ধারণা” হতে পারে। তবে তিনি জানান, দুই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কমিটি এখনো কোনো শর্তে একমত হয়নি; আলোচনা ব্যর্থও হতে পারে। তিনি স্বার্থের সংঘাতের কারণে কমিটির আলোচনায় অংশ নেবেন না বলেও জানান। সম্ভাব্য চুক্তির জন্য শেষ পর্যন্ত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন লাগবে।

রয়টার্সের ২৩ অক্টোবরের প্রতিবেদন বলছে, আলোচনাটি প্রাথমিক পর্যায়ে এবং সম্ভাব্য কাঠামোর মধ্যে SpaceX-এর Tesla অধিগ্রহণ কিংবা নতুন হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে একীভূতকরণ—দুই পথই বিবেচনায় রয়েছে। তবে কোনো বিনিময় অনুপাত বা চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হয়েছে—এমন প্রকাশ্য তথ্য নেই

এখানেই শাসনব্যবস্থা ও ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। মাস্ক Tesla-র প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এবং SpaceX-এর প্রায় অর্ধেকের মালিক; সম্ভাব্য একীভূত প্রতিষ্ঠানে তাঁর নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়তে পারে। Tesla-র স্বাধীন শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা হবে, তাঁরা SpaceX-এর শেয়ারের বিনিময়ে যথাযথ মূল্য পাবেন কি না, এবং মাস্ক দুই প্রতিষ্ঠানের সিইও ও বড় শেয়ারহোল্ডার হওয়ায় সিদ্ধান্ত কতটা নিরপেক্ষ হবে—এসব প্রশ্ন বিনিয়োগকারী ও আইনজ্ঞদের আলোচনায় এসেছে। ২০১৬ সালে Tesla-র SolarCity অধিগ্রহণ নিয়ে দীর্ঘ আইনি বিরোধও সম্ভাব্য নতুন চুক্তির ক্ষেত্রে তুলনা হিসেবে সামনে এসেছে।

রয়টার্সে উদ্ধৃত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপক এরিক ট্যালির মতে, একীভূতকরণ মাস্কের দুই প্রতিষ্ঠানে সময় ভাগ করার চাপ কমাতে পারে; তবে শেষ পর্যন্ত আইনি ঝুঁকি নির্ভর করবে চুক্তির শর্তে—বিশেষ করে কোন পক্ষ কতটা সুবিধা পাচ্ছে তার ওপর। এটি বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ; সম্ভাব্য চুক্তির ন্যায্যতা নিয়ে কোনো আদালতের সিদ্ধান্ত নয়।

SpaceX-এর আয় বাড়ছে, কিন্তু ব্যয়ও দ্রুত বাড়ছে

SpaceX ২০২৬ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ১৪ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে—আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬১ শতাংশ বেশি। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এআই-সম্পর্কিত আয় বেড়ে ৭ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যার বড় অংশ এসেছে গ্রাহকদের কাছে ডেটা-সেন্টার কম্পিউটিং ক্ষমতা ভাড়া দেওয়া থেকে। একই প্রান্তিকে মূলধনী ব্যয় প্রায় তিন গুণ বেড়ে ১৯ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। SpaceX-এর অর্থপ্রধান চলতি প্রান্তিকে ৩৫–৪০ বিলিয়ন ডলার মূলধনী ব্যয়ের পূর্বাভাস দিয়েছেন। এআই অবকাঠামোর পাশাপাশি SpaceX-এর মহাকাশ কর্মসূচিও বড় বিনিয়োগ দাবি করছে। কোম্পানি বলছে, এআই কম্পিউটিংয়ের চাহিদা কাজে লাগিয়ে তারা চাঁদ ও মঙ্গল অভিযানের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে অর্থায়ন করতে চায়। ৪০ বিলিয়ন ডলারের Apollo-সংশ্লিষ্ট লিজ চুক্তি সেই পরিকল্পনার আর্থিক মাত্রা স্পষ্ট করে; তবে এটি সরঞ্জাম কেনার সরাসরি নগদ ব্যয় নয়—Apollo-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরঞ্জাম কিনে SpaceX-কে লিজ দেবে।

Tesla-র ৩৫তে থাকা আয়, কমতে থাকা মুনাফা

Tesla-র তৃতীয় প্রান্তিকের আয় ছিল ২৮ দশমিক ০৫ বিলিয়ন ডলার—বিশ্লেষকদের পূর্বাভাসের চেয়ে সামান্য বেশি, তবে এক বছর আগের ২৮ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় প্রায় অপরিবর্তিত। কোম্পানির নিট আয় কমে ৭৮৭ মিলিয়ন ডলারে নেমেছে; আগের বছরের একই প্রান্তিকে তা ছিল ১ দশমিক ৩৭৩ বিলিয়ন ডলার। গাড়ি সরবরাহ ৪ লাখ ৮৬ হাজার ৫৩১টি—পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি হলেও এক বছরের তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কম।

Tesla-র কৌশলও বদলাচ্ছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক নথিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে Cybercab উন্মোচন করা হয়েছে এবং Optimus মানবসদৃশ রোবটের বৃহৎ পরিসরে উৎপাদনের প্রস্তুতি চলছে। একই নথিতে Tesla সতর্ক করেছে, স্বয়ংচালিত ব্যবস্থার সম্প্রসারণে নিয়ন্ত্রণবিধি, কম্পিউটিং সম্পদ, উৎপাদনক্ষমতা ও অবকাঠামো—সবই বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ রোবট্যাক্সি ও রোবটের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কোম্পানির পরিকল্পনার কেন্দ্রে থাকলেও, তা এখনো নিশ্চিত আয়ের উৎস হয়ে ওঠেনি।

‘সব শিশুকে SpaceX শেয়ার’—ঘোষণা ও বাস্তব উদ্যোগ আলাদা

মাস্ক অক্টোবরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পরের বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শিশুকে SpaceX-এর একটি করে শেয়ার দেবেন; কিন্তু কীভাবে, কোন আইনি কাঠামোয় বা কোন অর্থায়নে তা করা হবে—সে বিষয়ে তখন বিস্তারিত দেননি। ৩০ অক্টোবর SpaceX-এর প্রেসিডেন্ট গুইন শটওয়েল জানান, ডিসেম্বর থেকে যোগ্য শিশুদের Trump Accounts-এ দুই মিলিয়নের বেশি SpaceX শেয়ার বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। Reuters-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট আয়ের সীমার ZIP কোডে বসবাসকারী ১১–১৭ বছর বয়সী শিশুরা এই বরাদ্দের আওতায় পড়বে। তাই এটিকে মাস্কের “প্রতিটি শিশুকে একটি শেয়ার” প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়েছে—এভাবে বলা যাবে না; ঘোষিত বিতরণটি যোগ্যতার শর্তযুক্ত এবং আলাদা উদ্যোগ।

পেন্টাগনের ভবিষ্যৎ-যুদ্ধ প্রকল্পেও মাস্ক

ব্যবসায়িক আলোচনার বাইরে মাস্কের সরকারি ভূমিকা নিয়েও নজর রয়েছে। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের ঘোষণায় মাস্ক পেন্টাগনের Project Meridian-এ সহ-নেতৃত্ব দেবেন। প্রকল্পটির লক্ষ্য ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্র এবং সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি নিয়ে সুপারিশ তৈরি করা; Anduril-এর প্রতিষ্ঠাতা পামার লাকি ও সাবেক প্রতিনিধি পরিষদ স্পিকার নিউট গিংরিচও এতে যুক্ত। মাস্কের কোম্পানিগুলো মহাকাশ, স্যাটেলাইট যোগাযোগ ও প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত কাজে যুক্ত হওয়ায় সরকারি পরামর্শদাতার ভূমিকা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের মধ্যকার সীমারেখা নিয়ে জনস্বার্থের প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে প্রকল্পে অংশগ্রহণ নিজে থেকে অনিয়মের প্রমাণ নয়।

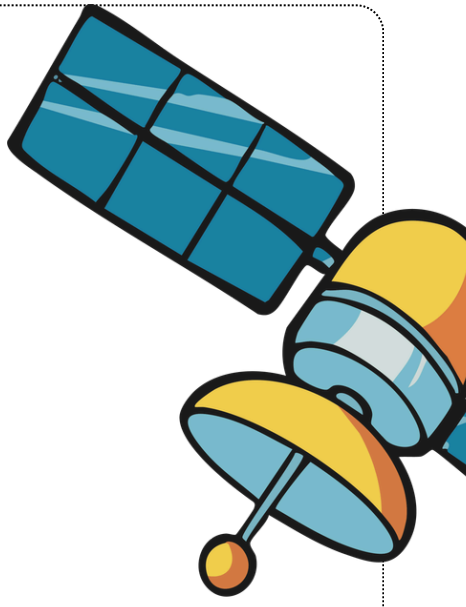

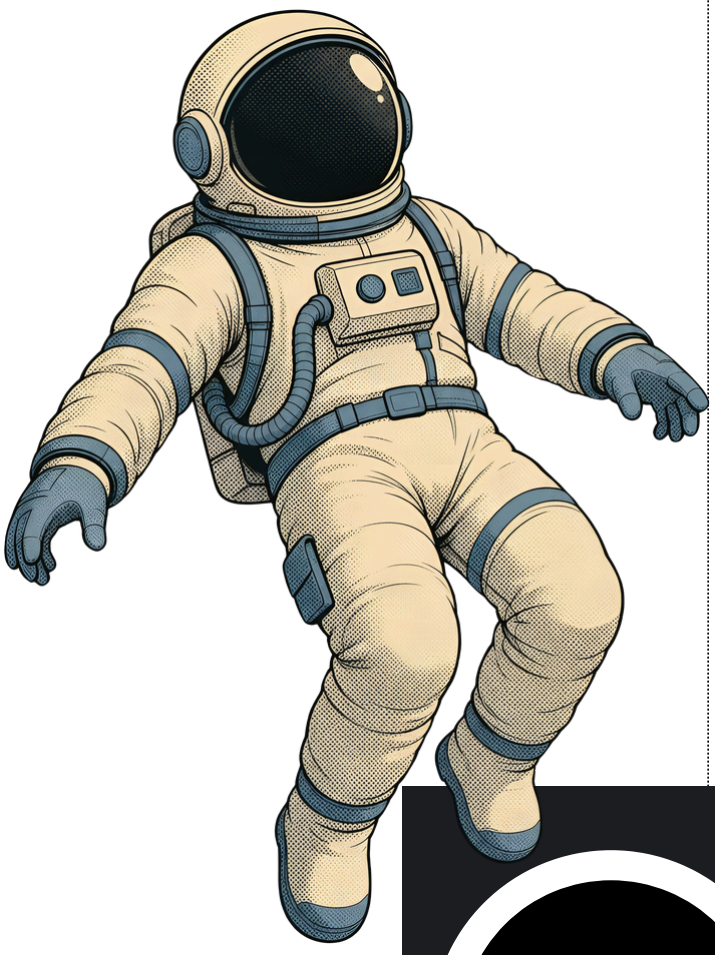



EAGLES BOOST
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE



AI কে এড়িয়ে নয় ❌

সাথে নিয়ে করুন ✅

সুপার ক্যারিয়ার

স্কিল শিখুন, প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করুন
নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ুন!

আয় দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু খরচের অঙ্গীকার আরও বড়: Anthropic-এর IPO নথিতে কী আছে

মাহফুজ আহমেদ। প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

Anthropic-এর নথি অনুযায়ী, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত তিন মাসে কোম্পানির আয় ছিল প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার। বছরের প্রথম নয় মাসে আয় দাঁড়ায় ৩৩.২ বিলিয়ন ডলারে; ২০২৫ সালের একই সময়ে ছিল ২.৫ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। অর্থাৎ, বৃদ্ধির গতি অসাধারণ—তবে এই বৃদ্ধি ধরে রাখতে কত খরচ হচ্ছে, সেটিও হিসাবের অংশ।

প্রান্তিকের নিট লোকসান ২৩.৩ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু সেই অঙ্ককে সরাসরি “ব্যবসা থেকে এত নগদ বেরিয়ে গেছে” বলে পড়া ভুল হবে। Anthropic-এর হিসাব অনুযায়ী, প্রথম নয় মাসের ১০৪ বিলিয়ন ডলারের নিট লোকসানের মধ্যে ৯৪.৩ বিলিয়ন এসেছে রূপান্তরযোগ্য নোট, ডেরিভেটিভ দায় এবং SAFE-সহ কিছু আর্থিক উপকরণের ন্যায্যমূল্য পুনর্মূল্যায়ন থেকে। কোম্পানির মূল্যায়ন বাড়লে এসব উপকরণের হিসাবি মূল্যও বদলাতে পারে; সেই পরিবর্তন আয়-ব্যয়ের হিসাবে লোকসান হিসেবে দেখা যায়, যদিও তা একই পরিমাণ নগদ পরিশোধের সমান নয়।

তবে “হিসাবি লোকসান” বলেই আর্থিক চাপকে উপেক্ষা করা যায় না। তৃতীয় প্রান্তিকে মূল ব্যবসায়—অর্থাৎ পরিচালন পর্যায়ে—Anthropic-এর লোকসান ছিল ৫৬৭ মিলিয়ন ডলার। এর আগের প্রান্তিকে পরিচালন মুনাফা ছিল ৯৭৪ মিলিয়ন ডলার। কোম্পানি বলেছে, বেশি খরচের স্বল্পমেয়াদি কম্পিউটিং চুক্তি এবং কর্মীদের অনুদানের সঙ্গে মেলানো অনুদান কর্মসূচির চার্জ এই পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। Anthropic-এর নিজস্ব সমন্বিত হিসাবে একই প্রান্তিকে পরিচালন আয় ছিল ২.৫ বিলিয়ন ডলার; কিন্তু এটি কোম্পানির নির্ধারিত non-GAAP মাপকাঠি, যা নিয়মিত হিসাবের পরিচালন ফলের বিকল্প নয়।

৮৯৫ বিলিয়ন ডলার: এক বছরের বিল নয়

সবচেয়ে বড় অঙ্কটি হলো মোট ৮৯৫.৪ বিলিয়ন ডলারের “committed spend”—কেনাকাটার প্রতিশ্রুতি ও লিজ-চুক্তির ব্যয়। কোম্পানি বলছে, এর বড় অংশ কম্পিউটিং ক্ষমতা ও অবকাঠামোর জন্য। প্রায় ৪৪৭.৫ বিলিয়ন ডলার ২০৩০ সালের শেষের মধ্যে ব্যয়ের কথা; এর মধ্যে প্রায় ৬৯.৮ বিলিয়ন ডলার ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী ১২ মাসে পরিশোধযোগ্য। ২০৩১ থেকে ২০৪৫ সালের মধ্যে পড়ে বাকি অঙ্কের বড় অংশ।

এটি ৮৯৫ বিলিয়ন ডলারের তাৎক্ষণিক নগদ বিল নয়। চুক্তিগুলোর মধ্যে ভবিষ্যতে শুরু হবে এমন লিজও আছে, এবং কোম্পানির হিসাবেই ব্যয়ের সময়সীমা বহু বছরজুড়ে। তাই ৮৯৫ বিলিয়ন ডলারকে এক বছরের আয়ের সঙ্গে ভাগ করে ঝুঁকির মাত্রা বোঝা গেলেও, সেটিকে এক বছরের দেনা হিসেবে উপস্থাপন করা ঠিক হবে না।

Anthropic জানিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ তার নগদ ও নগদসমতুল্য অর্থ ছিল ৯৫.৬ বিলিয়ন ডলার; স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ ছিল ৩৬.৩ বিলিয়ন ডলার এবং ঋণসুবিধায় আরও ১৪.৮ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার সুযোগ ছিল। সব মিলিয়ে কোম্পানি ১৪৬.৬ বিলিয়ন ডলারের তারল্য দেখিয়েছে। কৌশলগত অংশীদারদের কাছ থেকে সম্ভাব্য অর্থায়নও রয়েছে—কিন্তু অংশীদারদের ঋণসুবিধা, ভবিষ্যৎ IPO আয় ও হাতে থাকা নগদ একই ধরনের অর্থ নয়।

বৃদ্ধির ভিত্তি: করপোরেট গ্রাহক

আয়ের বৃদ্ধির পেছনে ব্যবসায়িক গ্রাহকদের চাহিদা বড় ভূমিকা রাখছে। Anthropic-এর নথিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর শেষে গত ১২ মাসে অন্তত ১ লাখ ডলারের আয় এনেছে—এমন গ্রাহকের সংখ্যা ১১,৯০০ ছাড়িয়েছে; এক বছর আগে এ সংখ্যা ছিল ৯৫০-এর কিছু বেশি। প্রথম নয় মাসে এই গ্রাহকগোষ্ঠী থেকে এসেছে মোট আয়ের প্রায় ৭৪ শতাংশ। এটি শক্তিশালী বাজার-গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত, একই সঙ্গে দেখায় যে আয়ের বড় অংশ প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত।

AI-এর এই সম্প্রসারণের পেছনে রয়েছে চিপ, ডেটা সেন্টার, বিদ্যুৎ ও নেটওয়ার্কের বাস্তব ব্যয়। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (IEA) বলছে, ২০২৫ সালে ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎ ব্যবহার ১৭ শতাংশ বেড়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে। এই বৈশ্বিক পূর্বাভাস Anthropic-এর নির্দিষ্ট ব্যয় নির্ধারণ করে না, তবে AI সেবার প্রসারের সঙ্গে জ্বালানি ও অবকাঠামোর চাহিদা কেন বাড়ছে, তা বোঝায়।

IPO নিয়ে কী নিশ্চিত, কী নয়

SEC-তে জমা নথিতে Anthropic-এর শেয়ার Nasdaq-এ “ANT” প্রতীকে তালিকাভুক্ত করার আবেদন রয়েছে। তবে নথিতে এখনো শেয়ারের চূড়ান্ত দাম, বিক্রির পরিমাণ বা IPO থেকে কত অর্থ উঠবে—তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। Bloomberg-এর বরাতে The Next Web জানিয়েছে, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ১.৪–১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্ভাব্য মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেটি বাজার-আলোচনা, SEC নথিতে নিশ্চিত করা চূড়ান্ত মূল্য নয়। IPO-র সময়সূচিও পরিবর্তিত হতে পারে।

কোম্পানিটি নিজেকে Public Benefit Corporation হিসেবে গড়েছে এবং AI-এর নিরাপত্তা ও জনস্বার্থকে তার ঘোষিত উদ্দেশ্যের অংশ বলেছে। একই নথিতে প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য ৫০.১ শতাংশ ভোটাধিকারযুক্ত বিশেষ শেয়ারের কাঠামোও রয়েছে। ফলে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রশ্নটি শুধু কোম্পানির মূল্যায়ন বা প্রবৃদ্ধি নয়; জনস্বার্থের অঙ্গীকার, প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ন্ত্রণ এবং শেয়ারধারীদের প্রভাব—এসবের ভারসাম্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সার, শিক্ষার্থী ও ডেভেলপারদের জন্য এই হিসাবের ব্যবহারিক দিক আছে। Anthropic-এর ব্যয় তাদের Claude-এর সাবস্ক্রিপশন বা ব্যবহারের সীমা বদলাবে—এমন কোনো ঘোষণা এই নথিতে নেই। তবে কম্পিউটিংয়ের খরচ ও চাহিদা AI কোম্পানিগুলোর মূল্য নির্ধারণ, ব্যবহারের সীমা এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে। সুনির্দিষ্ট প্রভাব নির্ভর করবে প্রতিযোগিতা, দক্ষতা, গ্রাহকের চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ চুক্তির ওপর।

Anthropic-এর নথি তাই একই সঙ্গে দ্রুত বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধি, মূল ব্যবসায় লাভ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ এবং দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো-নির্ভরতার ছবি তুলে ধরে। আয় যে বাড়ছে, তা পরিষ্কার। কিন্তু সেই আয় দিয়ে প্রতিশ্রুত ব্যয় কতটা টেকসই হবে—তার উত্তর এখনো ভবিষ্যতের।





সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

SpaceX কি Boost Mobile কিনতে চায়? Starlink-এর মোবাইল পরিকল্পনার সামনে বড় বাধা?





SPACEX

বিজনেস ডেক্স। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

মোবাইল ফোনে সিগন্যাল আসছে কোথা থেকে—মাটির টাওয়ার, নাকি মহাকাশের স্যাটেলাইট? ইলন মাস্কের SpaceX এমন এক মোবাইল সেবা গড়তে চাইছে, যেখানে দুই ব্যবস্থাই কাজে লাগবে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে EchoStar-এর Boost Mobile কেনা বা তার নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে ২ নভেম্বর The Washington Post জানিয়েছে। খবরটি আলোচনার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের সূত্রে প্রকাশিত; SpaceX বা EchoStar কোনো চুক্তি নিশ্চিত করেনি।

Reuters খবরটি পুনঃপ্রকাশ করেছে, তবে জানিয়েছে—তারা নিজস্বভাবে আলোচনার বিষয়টি যাচাই করতে পারেনি। ফলে আপাতত এটিকে সম্ভাব্য ব্যবসায়িক আলোচনা হিসেবেই দেখা উচিত, সম্পন্ন লেনদেন বা নিশ্চিত চুক্তি হিসেবে নয়।

কেন Boost Mobile?

EchoStar-এর দ্বিতীয় প্রান্তিকের ২০২৬ আর্থিক প্রতিবেদনে ৩০ জুন পর্যন্ত তাদের ৭৩ লাখ ৮০ হাজার ওয়্যারলেস গ্রাহকের কথা বলা হয়েছে। সংখ্যাটি শুধু Boost Mobile-এর নয়; EchoStar-এর Boost Mobile ও Gen Mobile ব্র্যান্ড মিলিয়ে মোট গ্রাহকসংখ্যা। ওই প্রান্তিকে গ্রাহক কমেছে প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার—অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্রেতা একটি বড় গ্রাহকভিত্তি পেলেও সেটি ধরে রাখা ও বাড়ানোর চ্যালেঞ্জও পাবে।

আরেকটি আকর্ষণ হতে পারে Boost-এর পরিচিত ব্র্যান্ড, বিক্রয় ও গ্রাহকসেবা ব্যবস্থা। শূন্য থেকে গ্রাহক সংগ্রহের বদলে বিদ্যমান পরিষেবা কিনলে SpaceX দ্রুত বাজারে প্রবেশের একটি পথ পেতে পারে। তবে সেটি কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ভর করবে Boost-এর নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় SpaceX আসলে কী অধিকার পায় তার ওপর।

Boost-এর নেটওয়ার্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন

Boost-কে কেবল AT&T ও T-Mobile-এর নেটওয়ার্ক ভাড়া করে চলা একটি সেবা হিসেবে বর্ণনা করলে বর্তমান কাঠামোটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। EchoStar-এর SEC-এ দাখিল করা ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের প্রতিবেদন বলছে, প্রতিষ্ঠানটি এখন হাইব্রিড মোবাইল অপারেটর হিসেবে কাজ করে: তাদের নিজস্ব 5G নেটওয়ার্ক কোর রয়েছে এবং গ্রাহকের ট্রাফিক AT&T-এর নেটওয়ার্কে স্থানান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি, তারা আগের নেটওয়ার্ক-সেবা চুক্তির আওতায় MVNO পরিষেবাও চালায়। EchoStar জানায়, নিজস্ব 5G নেটওয়ার্ক থেকে AT&T-তে গ্রাহক ট্রাফিক স্থানান্তর ২০২৫ সালের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

তাই SpaceX Boost কিনলে শুধু “গ্রাহক ও টাওয়ার” পেয়ে যাবে—এমন ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। Boost-এর নিজস্ব কোর-নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক-পরিচালনার সক্ষমতা আছে; কিন্তু তাদের গ্রাহকের জন্য ব্যবহৃত রেডিও নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অন্য অপারেটরের ওপর নির্ভরশীল। আর বিদ্যমান নেটওয়ার্ক-চুক্তি মালিকানা বদলের পরও চলবে কি না, সেটি চুক্তির শর্ত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্মতির ওপর নির্ভর করবে।

The Washington Post-এর সূত্রগুলো বলেছে, AT&T ও T-Mobile-এর অনুমতি লাগতে পারে এবং এ ধরনের নেটওয়ার্ক-চুক্তি সাধারণত নতুন ক্রেতার কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হস্তান্তরযোগ্য নয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, Verizon, T-Mobile ও AT&T—তিন বড় অপারেটরই এর আগে SpaceX-কে নিজেদের নেটওয়ার্ক ব্যবহারের অনুরোধে সম্মতি দেয়নি।

স্যাটেলাইটের পাশাপাশি মাটির নেটওয়ার্ক কেন দরকার?

Starlink-এর Direct to Cell প্রযুক্তির লক্ষ্য হলো সাধারণ LTE-সমর্থিত ফোনকে স্যাটেলাইটের সঙ্গে যুক্ত করা। কিন্তু স্যাটেলাইট-টু-ফোন সংযোগ আর শহরের ভেতর স্থিতিশীল, উচ্চগতির মোবাইল সেবা একই জিনিস নয়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় একসঙ্গে অনেক ফোনকে সেবা দিতে টাওয়ার, রেডিও সরঞ্জাম, ব্যাকহল এবং স্থানীয় অবকাঠামো দরকার; ঘরের ভেতর স্যাটেলাইট সিগন্যালও সীমিত হতে পারে। The Washington Post-এর উদ্ধৃত স্যাটেলাইট বিশ্লেষক টিম ফারার বলেছেন, Boost-এর মতো অপারেটরের সঙ্গে চুক্তি SpaceX-কে প্রচলিত সেলুলার টাওয়ারের মাধ্যমে সেবা দিতে সাহায্য করতে পারে, যখন স্যাটেলাইট সক্ষমতা আরও বাড়ানো হচ্ছে।

SpaceX-এর মোবাইল পরিকল্পনার ভিত্তি অবশ্য নতুন নয়। EchoStar ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে AWS-4 ও H-Block স্পেকট্রাম লাইসেন্স SpaceX-এর কাছে প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলারে বিক্রির চুক্তি ঘোষণা করে। FCC ২০২৬ সালের মে মাসে সেই লেনদেন অনুমোদন করে। EchoStar-এর ঘোষণা অনুযায়ী, চুক্তির সঙ্গে Boost গ্রাহকদের ভবিষ্যতে Starlink Direct to Cell পরিষেবায় প্রবেশের ব্যবস্থাও যুক্ত ছিল।

এরপর ৮ অক্টোবর SpaceX, Grain Management-এর কাছ থেকে দেশব্যাপী 800 MHz স্পেকট্রাম পোর্টফোলিও কেনার চুক্তি করে। Grain-এর ঘোষণায় আর্থিক শর্ত প্রকাশ করা হয়নি; Reuters জানিয়েছে, The Wall Street Journal-এর সূত্রের হিসাবে লেনদেনটির মূল্য প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার। এই চুক্তিও FCC অনুমোদনসাপেক্ষ। স্পেকট্রাম—মোবাইল সিগন্যাল বহনের জন্য ব্যবহৃত বেতার তরঙ্গ—সংগ্রহ SpaceX-কে প্রযুক্তিগত সম্পদ দেয়, কিন্তু সেটি নিজে থেকে গ্রাহকসেবা, টাওয়ার, দোকান বা গ্রাহক সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি করে না।

ব্যবসায়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বনাম বাস্তব খরচ

The Washington Post মোবাইল বাজারের সম্ভাব্য মূল্য MoffettNathanson-এর হিসাবে ২৩৫ বিলিয়ন ডলার উল্লেখ করেছে। বাজারে প্রবেশের অর্থ শুধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ নয়—গ্রাহকসেবা, বিপণন, ফোনে ভর্তুকি, খুচরা বিক্রয়, নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও লাইসেন্সিংয়েরও খরচ। Verizon-এর প্রধান নির্বাহী ড্যান শুলম্যানের হিসাবে, পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সেলুলার নেটওয়ার্ক গড়তে SpaceX-এর চার থেকে ছয় বছর লাগতে পারে। মাস্ক অবশ্য এর প্রায় অর্ধেক সময়ের কথা বলেছেন—কিন্তু The Washington Post সতর্ক করেছে, তাঁর সময়সীমার পূর্বাভাস অতীতে প্রায়ই অতিরিক্ত আশাবাদী হয়েছে।

অন্যদিকে, বিদ্যমান অপারেটরদের ঝুঁকিও উপেক্ষা করা যায় না। SpaceX দ্রুত কোনো নেটওয়ার্ক-চুক্তি বা অংশীদারিত্ব পেলে গ্রাহকদের কাছে নতুন বিকল্প তৈরি হতে পারে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মূল্য ও সেবায় সাড়া দিতে চাপ পড়তে পারে। বিনিয়োগকারী ডু কাপসের মতে, কোনো বড় অপারেটর যদি মাস্কের সঙ্গে আগে অংশীদার হয়, সেটি প্রতিযোগিতায় সুবিধা পেতে পারে। তবে এ সম্ভাবনার বিপরীতে রয়েছে চুক্তি হস্তান্তরের বাধা, নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনা এবং অবকাঠামো গড়ার বিপুল ব্যয়।

বাংলাদেশের পাঠকের জন্য তাৎপর্য

এই সম্ভাব্য আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারকেন্দ্রিক; এখনই বাংলাদেশের গ্রাহকের সিম, মূল্য বা নেটওয়ার্কে কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই। তবে বৃহত্তর প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক: স্যাটেলাইট-ভিত্তিক কোম্পানি যখন প্রচলিত মোবাইল অপারেটর হতে চায়, তখন দুর্গম পাহাড়, চর বা সমুদ্রাঞ্চলে সংযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হয়। সেই সম্ভাবনা কতটা বাস্তব হবে, তা নির্ভর করবে প্রযুক্তির সক্ষমতা, স্থানীয় স্পেকট্রাম ও নিয়ন্ত্রক অনুমোদন, অংশীদার অপারেটর এবং ব্যবসায়িক খরচের ওপর।




SPACEX

২ ট্রিলিয়ন ডলারের মূল্যায়ন নেই S-1-এ, আছে আয়ের উল্লম্ফন ও কম্পিউটের বিশাল দায়

২৬ অক্টোবর SEC-তে জমা দেওয়া নথিতে Anthropic-এর শেয়ারসংখ্যা, দর বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন নেই। আছে দ্রুত বেড়ে চলা আয়, হিসাবের খাতায় বড় ক্ষতি, শত শত বিলিয়ন ডলারের কম্পিউটার চুক্তি এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বিস্তৃত ঝুঁকির তালিকা।

Anthropic-এর সম্ভাব্য শেয়ারবাজারে অভিষেক ঘিরে আলোচনায় সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি—২ ট্রিলিয়ন ডলার—কোম্পানির IPO আবেদনে নেই। সংখ্যাটি এসেছে বিনিয়োগকারীদের মূল্যায়ন নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে। অথচ ২৬ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে (SEC) প্রকাশ্যে জমা দেওয়া S-1 নথিতে এমন অনেক তথ্য আছে, যা AI ব্যবসার আর্থনীতি সম্পর্কে আরও কঠিন প্রশ্ন তোলে: রাজস্ব কত দ্রুত বাড়ছে, সেই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে কত কম্পিউটিং ক্ষমতা দরকার, আর কোম্পানির আর্থিক ক্ষতির কতটা নগদ ব্যয় আর কতটা হিসাবের মূল্যায়ন।

Nasdaq-এ ‘ANT’—কিন্তু দর এখনো অজানা

Claude-এর নির্মাতা Anthropic জানিয়েছে, তারা Nasdaq Global Select Market-এ ANT প্রতীকে Class A শেয়ার তালিকাভুক্ত করতে চায়। Goldman Sachs ও Morgan Stanley প্রধান আন্ডাররাইটারদের মধ্যে রয়েছে। তবে কত শেয়ার বিক্রি হবে, শেয়ারের দাম কত হবে—এসব এখনো নির্ধারিত নয়। SEC-তে নথি জমা পড়েছে, কিন্তু নিবন্ধন কার্যকর হয়নি; কার্যকর হওয়ার আগে শেয়ার বিক্রি বা কেনাবেচা করা যাবে না।

ছয় মাসে $16.3 বিলিয়ন আয়

নথি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে Anthropic-এর আয় ছিল $16.3 বিলিয়ন—২০২৫ সালের একই সময়ের প্রায় ১৪ গুণ। তুলনার জন্য, পুরো ২০২৫ সালে কোম্পানির আয় ছিল প্রায় $4.6 বিলিয়ন। এপ্রিল–জুন প্রান্তিকে আয় দাঁড়ায় প্রায় $11.6 বিলিয়নে।

অর্থাৎ মাত্র এক প্রান্তিকের আয় আগের পুরো বছরের দ্বিগুণেরও বেশি।

এই আয়ের বড় অংশ আসে সাবস্ক্রিপশন থেকে নয়, ব্যবহার অনুযায়ী বিল থেকে। S-1 অনুসারে, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে মোট আয়ের ৮০ শতাংশ—প্রায় $13.1 বিলিয়ন—ছিল ব্যবহারভিত্তিক, আর ২০ শতাংশ ছিল সাবস্ক্রিপশন থেকে। Anthropic-এর ভাষায়, গ্রাহকরা মডেল ও অ্যাপ ব্যবহার করে যে পরিমাণ “ইনটেলিজেন্স” নেন, তার ভিত্তিতেই এই বিল তৈরি হয়। ফলে Claude-সহ Anthropic-এর পণ্য যত বেশি ব্যবহার হবে, আয়ও তত বাড়তে পারে—কিন্তু সেই ব্যবহারের পেছনে কম্পিউটের খরচও আছে। দ্বিতীয় প্রান্তিকে কোম্পানি $974 মিলিয়ন পরিচালন মুনাফা দেখায়। তবে এই একটি প্রান্তিককে স্থায়ী লাভের প্রমাণ বলা যাবে না: প্রথম ছয় মাস মিলিয়ে Anthropic-এর পরিচালন ক্ষতি ছিল $693 মিলিয়ন। Reuters জানায়, একই সময়ে কোম্পানির সমন্বিত পরিচালন আয় (adjusted operating income) ছিল $1.62 বিলিয়ন—এটি কোম্পানির নিজস্ব সমন্বিত হিসাব, সাধারণ পরিচালন মুনাফার সমান নয়।

$80.7 বিলিয়ন ক্ষতি—পুরোটাই নগদ খরচ নয়

প্রথম ছয় মাসে Anthropic-এর নিট ক্ষতি ছিল $80.7 বিলিয়ন। এই সংখ্যার বড় অংশ এসেছে অর্থায়ন-সংক্রান্ত হিসাব থেকে: কোম্পানির কনভার্টিবল নোটসহ কিছু আর্থিক উপকরণের ন্যায্য মূল্য (fair value) বেড়ে যাওয়ায় নথিতে প্রায় $72.4 বিলিয়ন হিসাবি চার্জ দেখা গেছে। কনভার্টিবল নোট হলো এমন ঋণ, যা নির্দিষ্ট শর্তে পরে শেয়ারে রূপ নিতে পারে। কোম্পানির মূল্যায়ন বাড়লে ভবিষ্যৎ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য ঋণের হিসাবি মূল্যও বাড়তে পারে—তাতে আয়-ব্যয়ের হিসাবে বড় ক্ষতি দেখালেও একই অঙ্কের নগদ অর্থ তখনই খরচ হয়েছে, এমন নয়।

তবে “ক্ষতির বেশিরভাগই কাগজে-কলমে” বলেই ব্যয়ের চাপকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। প্রথম ছয় মাসে কম্পিউটিং ক্ষমতা ও অবকাঠামোতে Anthropic-এর ব্যয় ছিল প্রায় $8.9 বিলিয়ন, আগের বছরের একই সময়ের $2.3 বিলিয়নের প্রায় চার গুণ। প্রথমার্ধে পরিচালন ক্ষতিও ছিল। তাই নিট ক্ষতির হিসাব আর নগদ ব্যয়ের হিসাব এক নয়—কিন্তু AI মডেল চালানোর বাস্তব খরচ বড় এবং বাড়ছে।

আলোচনার কেন্দ্রে কম্পিউটের চুক্তি

আপনার দেওয়া চারটি বড় চুক্তির অঙ্ক—Broadcom-এর সঙ্গে প্রায় $161.2 বিলিয়ন, Google-এর সঙ্গে $114.5 বিলিয়ন, Amazon-এর সঙ্গে $110 বিলিয়ন এবং Microsoft-এর সঙ্গে $44.9 বিলিয়ন—যোগ করলে হয় প্রায় $430.6 বিলিয়ন। তবে এগুলো একই ধরনের চুক্তি নয়: কিছু নির্দিষ্ট ন্যূনতম ব্যয়ের অঙ্গীকার, আর Broadcom-এর অঙ্কটি মূলত যন্ত্রপাতির দীর্ঘমেয়াদি লিজ-ভাড়া। কিছু চুক্তিতে প্রকৃত ব্যবহার কম হলেও ন্যূনতম অর্থ দিতে হতে পারে; কিছু চুক্তিতে বাতিলের সুযোগ সীমিত। এ চারটি অঙ্কই Anthropic-এর সব কম্পিউট-সম্পর্কিত দায় নয়। SEC-তে জমা নথির অন্যান্য চুক্তিতে SpaceXAI, Nscale ও Lambda-র মতো সরবরাহকারীর কথাও আছে; Reuters-এর হিসাবে, অংশীদারদের সঙ্গে Anthropic-এর কম্পিউটিং চুক্তি $600 বিলিয়নের বেশি। তবে এসব অঙ্ককে একটিমাত্র “এখনই দিতে হবে” ঢঊঈ বিল হিসেবে পড়া যাবে না: চুক্তিগুলোর মেয়াদ, মূল্য নির্ধারণের ধরন ও ক্ষমতা সরবরাহের শর্ত আলাদা। চুক্তির মূল্য বড় হওয়া মানেই সব অর্থ একই সময়ে বা একই শর্তে পরিশোধ করতে হবে, এমন নয়। Anthropic নিজস্ব ডেটা সেন্টার অবকাঠামো গড়ার উদ্যোগকেও “Anthropic Direct” বলছে। এর লক্ষ্য, ক্লাউড সেবা কেনার পাশাপাশি সরাসরি কম্পিউটিং যন্ত্রপাতি ও ডেটা সেন্টারের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা করা। এতে সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি লিজ, মূলধনি বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত ঝুঁকিও বাড়ে। কোম্পানি নিজেই বলেছে, Amazon, Google ও Microsoft-এর মতো সীমিতসংখ্যক ক্লাউড সরবরাহকারী এবং Broadcom-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ সরবরাহকারীর ওপর নির্ভরতা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

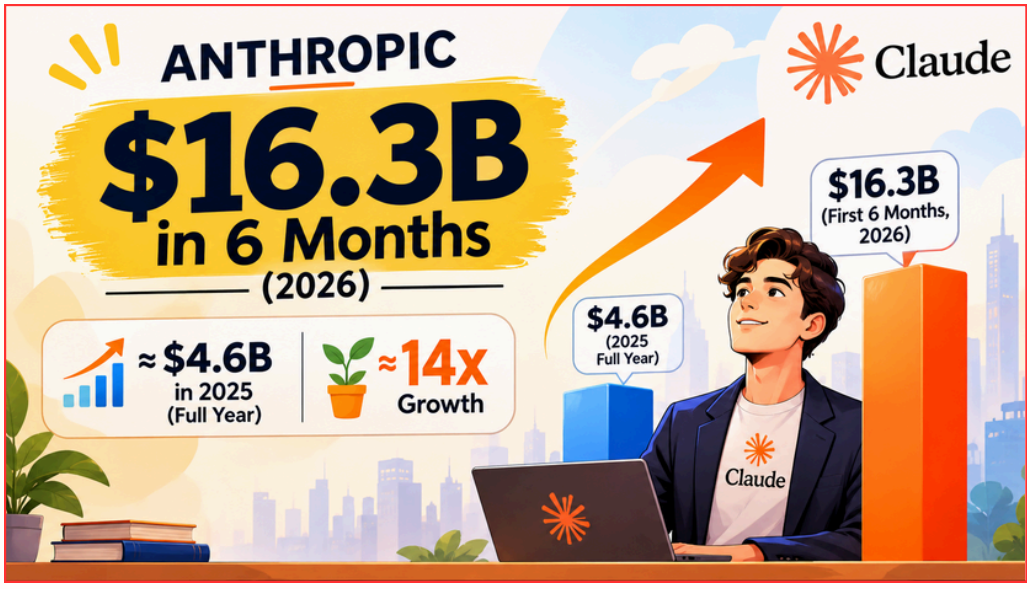

আলোচনার কেন্দ্রে কম্পিউটের চুক্তি

যুক্তরাষ্ট্র ডেক্স। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

শুধু অর্থ নয়, ক্ষমতা ও জবাবদিহির প্রশ্নও

Anthropic নিজেকে Public Benefit Corporation হিসেবে পরিচয় দেয়—এ কাঠামোতে শেয়ারহোল্ডারের আর্থিক স্বার্থের পাশাপাশি কোম্পানির ঘোষিত জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যও বিবেচনায় রাখার কথা। কিন্তু IPO-র প্রস্তাবিত শাসনব্যবস্থায় সাত প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়ে ৫০.১ শতাংশ ভোটাধিকার ধরে রাখবেন; Long-Term Benefit Trust-ও পরিচালনা পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নির্বাচনে ভূমিকা পাবে। এতে AI নিরাপত্তা ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যকে স্বল্পমেয়াদি বাজারচাপ থেকে রক্ষার যুক্তি আছে। একই সঙ্গে, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তে প্রভাব সীমিত হওয়ার প্রশ্নও ওঠে

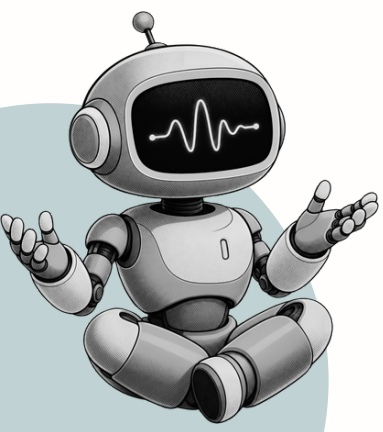

২ ট্রিলিয়ন ডলার কোথা থেকে এলো?

$2 ট্রিলিয়ন S-1-এ দেওয়া মূল্যায়ন নয়। এটি বিনিয়োগকারীদের সম্ভাব্য মূল্যায়ন নিয়ে আগের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল। Reuters-এর ২৬ অক্টোবরের প্রতিবেদন বলেছে, এক সপ্তাহ আগে আলোচনায় প্রায় $2 ট্রিলিয়ন থাকলেও সাম্প্রতিক আর্থিক তথ্য প্রকাশের পর কিছু বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী প্রায় $1.5 ট্রিলিয়ন মূল্যায়ন বিবেচনা করছিলেন। মে মাসের বিনিয়োগপর্বে Anthropic-এর মূল্যায়ন ছিল $965 বিলিয়ন। এসবই বিনিয়োগকারীদের মূল্যায়ন বা সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন; IPO-র চূড়ান্ত দাম নয়। আরেকটি সময়সীমার পার্থক্যও গুরুত্বপূর্ণ। S-1-এর আর্থিক ফলাফল ৩০ জুন পর্যন্ত ছয় মাসের। Reuters-এর প্রতিবেদনে বিনিয়োগকারীদের কাছে কোম্পানির উপস্থাপনার বরাতে বলা হয়েছে, তৃতীয় প্রান্তিকে আয় $16.8 বিলিয়নে পৌঁছেছিল; সেই তথ্য S-1-এর প্রথমার্ধের হিসাবের অংশ নয় এবং তা পৃথকভাবে উৎস-নির্ভর প্রতিবেদন।



MVSC PRESENTS

AGS

ANNUAL CULTURAL & SPORTS DAY 2026

PROTIC HASAN

DATE NOV 14TH,2026

VENUE : BOB GLASS GYM ADDRESS: 101 N D ST, PERRIS, CA 92570

INFORMATION

AL MASUK - (951) 550 6235 | SHAMEEM AHMED (951) 807-7952
POLASH RAHMAN (951) 581-6780 | DELWAR HOSSAIN (951) 850-6482
ANIS RAHMAN (213) 476-2038 | FAZLUL HAQUE MINTU (951) 850-0327

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

২০ মিনিটে Binance থেকে ৬৩০ কোটি ডলারের ক্রিপ্টো সরানোর অভিযোগ, উত্তর কোরিয়ার সংশ্লিষ্টতা এখনো তদন্তাধীন

Changpeng Zhao

CEO - Binance




HEINZ
57
VARIETIES
HEINZ
EST 1869
TOMATO
KETCHUP
HEINZ
America's Favorite Ketchup™
NET WT 14 OZ-397 GRAMS
HEINZ
1869
TOMATO
KETCHUP

২৯ অক্টোবরের হামলায় Binance-এর হট ওয়ালেট থেকে বিপুল পরিমাণ টোকেন বেরিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ব্লকচেইন বিশ্লেষকেরা উত্তর কোরিয়ার হ্যাকার গোষ্ঠী TraderTraitor-কে সন্দেহ করছেন; তবে হামলাকারীর পরিচয় ও ব্যবহৃত পদ্ধতি এখনো চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হয়নি।

বিজনেস ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

পূর্ণ প্রতিবেদন

ক্রিপ্টো বাজারে রেকর্ড আঘাতের দাবি

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Binance জানিয়েছে, ২৯ অক্টোবর তাদের ইন্টারনেট-সংযুক্ত হট ওয়ালেট থেকে প্রায় ৬৩০ কোটি ডলার মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদ অননুমোদিতভাবে সরানো হয়েছে। Binance-এর ভাষায়, এটি একটি “গুরুতর নিরাপত্তা ঘটনা”; প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকের ক্ষতি নিজের তহবিল থেকে পূরণ করার অঙ্গীকার করেছে। তবে অর্থের প্রকৃত পরিমাণ, আক্রমণের পূর্ণ পথ এবং কারা এর পেছনে ছিল—এসব প্রশ্নের তদন্ত এখনো চলছে।

ক্রিপ্টো-তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান TRM Labs বলছে, ২৯ অক্টোবর UTC সময় রাত ৮টা ৫ মিনিটের দিকে শুরু হওয়া মূল লেনদেনের বড় অংশ প্রায় ২০ মিনিটে সম্পন্ন হয়। তাদের হিসাবে, দশটি ব্লকচেইনে Binance-সংশ্লিষ্ট ওয়ালেট থেকে প্রায় ৬৩৬ কোটি ডলারের সম্পদ আক্রমণকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন ঠিকানায় যায়। AP-র প্রতিবেদনেও Binance-এর দেওয়া আনুমানিক ৬৩০ কোটি ডলারের হিসাব এবং প্রায় ৩০০ কোটি ডলার অন-চেইনে জব্দ হওয়ার কথা এসেছে।

তবে শিরোনামে প্রচারিত “মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যাংক ডাকাতি” কথাটি আক্ষরিকভাবে ঠিক নয়। Binance একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, প্রচলিত অর্থে ব্যাংক নয়; আর “ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চুরি” বলার ক্ষেত্রেও তুলনার পরিধি ও হিসাবের পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত এটিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি খাতের রেকর্ড মাত্রার চুরির ঘটনা বলে বিশ্লেষকেরা বর্ণনা করছেন—তদন্ত ও সম্পদ-উদ্ধার এগোলে মূল্যায়ন বদলাতে পারে।

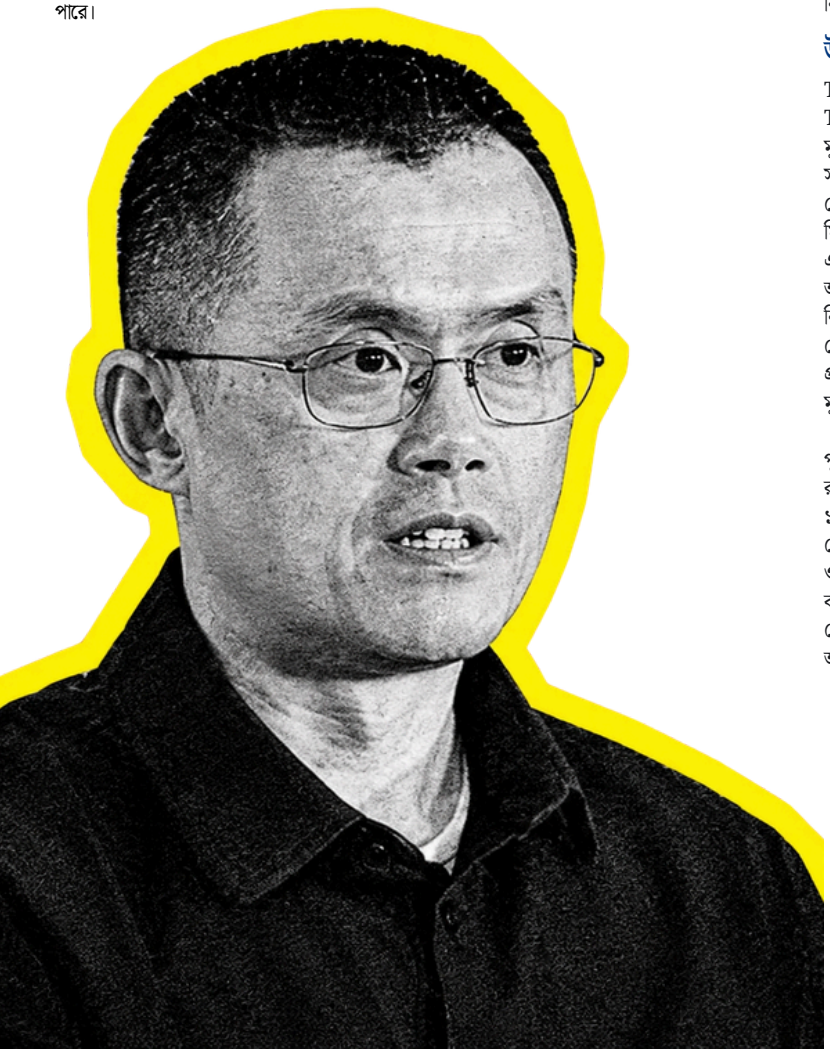

হট ওয়ালেট কেন ঝুঁকির জায়গা

হট ওয়ালেট হলো ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত ক্রিপ্টো ওয়ালেট, যা এক্সচেঞ্জকে দ্রুত গ্রাহকের লেনদেন পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এই সুবিধার বিনিময়ে এতে রাখা সম্পদ অনলাইন-ভিত্তিক আক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে। Binance-এর প্রাথমিক তদন্তে বলা হয়েছিল, কোনো DevOps প্রকৌশলীর ল্যাপটপ আক্রান্ত হয়ে আক্রমণকারী একটি সার্ভিস কনটেইনারে প্রবেশ করতে পারে এবং অননুমোদিত উত্তোলনের নির্দেশ দিতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছিল, ওয়ালেটের প্রাইভেট কি ফাঁস হওয়ার প্রমাণ তারা পায়নি। পরবর্তী আপডেটে Binance জানায়, তদন্তে আরও “ব্রিচ পয়েন্ট” পাওয়া গেছে; ফলে প্রাথমিক ব্যাখ্যাটি এখনো পূর্ণাঙ্গ কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাইভেট কি ফাঁস না হলেও, কোনো সেবার অনুমোদন-ব্যবস্থা বা লেনদেন অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার পেলে আক্রমণকারী সম্পদ সরানোর চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হয়েছে, কত স্তরের অনুমোদন ছিল, এবং প্রযুক্তিগত বা মানবিক দুর্বলতার কোন সমন্বয়ে ঘটনা ঘটেছে—Binance-এর পূর্ণ তদন্ত-প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

উত্তর কোরিয়ার সংশ্লিষ্টতা

TRM Labs হামলাটিকে উত্তর কোরিয়া-সংশ্লিষ্ট TraderTraitor গোষ্ঠীর কাজ বলে “উচ্চ আস্থায়” মূল্যায়ন করেছে। Chainalysis-ও একই গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতার সম্ভাবনা জানিয়েছে। তাদের বিশ্লেষণে লেনদেনের ধারা ও আগের হামলার সঙ্গে কিছু মিলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু Binance এখনো হামলাকারীকে শনাক্ত করেনি, এবং ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কোনো সরকারি তদন্তকারী সংস্থা এই নির্দিষ্ট ঘটনায় উত্তর কোরিয়াকে দায়ী করে চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়নি। তাই উত্তর কোরিয়ার সংশ্লিষ্টতাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে নয়, তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন হিসেবে উল্লেখ করাই যথাযথ।

পূর্ববর্তী একটি ঘটনায় অবশ্য সরকারি মূল্যায়ন রয়েছে। ২০২৫ সালের Bybit এক্সচেঞ্জ হামলায় প্রায় ১৫০ কোটি ডলারের ভার্চুয়াল সম্পদ চুরির জন্য উত্তর কোরিয়াকে দায়ী করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের FBI; সংস্থাটি ওই তৎপরতাকে TraderTraitor নামে চিহ্নিত করে। সেই নজির বর্তমান হামলার সন্দেহের প্রেক্ষাপট বুঝতে সাহায্য করে, কিন্তু এক ঘটনার দায় অন্য ঘটনায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ করে না।

জব্দ করা অর্থ

Binance জানিয়েছে, ব্লকচেইন অংশীদারদের সহায়তায় প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের সম্পদ জব্দ বা আটকে দেওয়া হয়েছে। TRM-এর আলাদা হিসাব অনুযায়ী, স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী ও নেটওয়ার্ক অংশীদারদের পদক্ষেপে প্রায় ২৭০ কোটি ডলারের সম্পদ জব্দ হয়েছিল; কিছু সম্পদ ইতিমধ্যে অন্য ক্রিপ্টোতে বদলে ফেলার চেষ্টা হয়েছে বলেও প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে। এই অঙ্কগুলো সময়, টোকেনের বাজারদর এবং “জব্দ”, “স্থির” বা “উদ্ধার”—কোন শব্দে হিসাব করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে বদলাতে পারে। জব্দ করা মানেই অর্থ Binance-এর কাছে ফেরত এসেছে—এমন নয়।

এখানেই ক্রিপ্টোর দ্বৈত চরিত্র স্পষ্ট হয়। অনেক ব্লকচেইনে লেনদেন সর্বসাধারণের জন্য দৃশ্যমান হওয়ায় গবেষকেরা অর্থের গতিপথ অনুসরণ করতে পারেন। একই সঙ্গে, কিছু সম্পদ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান চাইলে নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকা টোকেন স্থানান্তর আটকে দিতে পারে। কিন্তু বিকেন্দ্রীভূত নেটওয়ার্কে চলা সম্পদে এমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না; একবার সেগুলো অন্য টোকেনে বদলে বা বহু ঠিকানায় ছড়িয়ে দিলে ফেরত আনা আরও কঠিন হতে পারে।

Binance-এর প্রতিশ্রুতি এবং জবাবদিহির প্রশ্ন

Binance বলেছে, SAFU—গ্রাহকের সম্পদ সুরক্ষার জন্য গঠিত তহবিল—এবং করপোরেট তহবিল থেকে চুরি হওয়া অর্থের ক্ষতি তারা বহন করবে। ৩০ অক্টোবরের আপডেটে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ৬৩৪ কোটিরও বেশি ডলার সংরক্ষিত আছে, যার মধ্যে ৫০৯ কোটি ডলারের সমপরিমাণ আক্রান্ত টোকেন রয়েছে; কোম্পানির হিসাবে এতে প্রভাবিত অঙ্কের প্রায় ৮০ শতাংশ মেটানো হয়েছে এবং বাকি টোকেন সংগ্রহের কাজ চলছে। এটি Binance-এর নিজস্ব ঘোষণা—সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি না, তা স্বাধীন যাচাই ও পরবর্তী হিসাবের বিষয়।

ক্ষতি গ্রাহকের ওপর চাপানো হবে না—এই প্রতিশ্রুতি তাৎক্ষণিক আতঙ্ক কমাতে পারে। কিন্তু প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি প্রয়োজন স্বচ্ছ হিসাব: কোন ওয়ালেট আক্রান্ত হয়েছে, কত সম্পদ সরেছে, কতটা জব্দ হয়েছে, কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হয়েছে এবং কীভাবে একই ধরনের ঘটনা ঠেকানো হবে। Binance বলেছে, তদন্ত সম্পন্ন হলে আরও প্রযুক্তিগত তথ্য প্রকাশ করবে। এমন তথ্য ছাড়া বাইরের বিশেষজ্ঞ ও গ্রাহকের পক্ষে নিরাপত্তা-ব্যবস্থার কার্যকারিতা স্বাধীনভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন।

Reuters-এর প্রতিবেদনে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী, TraderTraitor-এর মতো গোষ্ঠী প্রযুক্তি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা সফটওয়্যার-উন্নয়ন ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। সেই বৃহত্তর ঝুঁকি ক্রিপ্টো খাতের বাইরেও প্রাসঙ্গিক: বড় সম্পদ-ব্যবস্থায় নিরাপত্তা কেবল গোপন কি রক্ষার বিষয় নয়; কর্মী-অ্যাকাউন্ট, সফটওয়্যার সরবরাহ-শৃঙ্খল, সেবা-অনুমতি এবং উত্তোলনের অনুমোদন—সব কটি স্তরের ওপর নির্ভর করে।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

বাজার ও গ্রাহকের জন্য তাৎপর্য

হামলার খবরের পর বিটকয়েনের দাম কমেছিল বলে AP জানিয়েছে। তবে স্বল্প সময়ের বাজার-দোলাচল থেকে পুরো ক্রিপ্টো বাজারে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা যায় না। Binance-এর গ্রাহকদের জন্য আরও সরাসরি প্রশ্ন হলো: অ্যাকাউন্টে প্রদর্শিত ব্যালান্স, উত্তোলনের সুযোগ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ—এসবের ওপর আস্থা কীভাবে বজায় থাকবে।

এই ঘটনা একটি পুরোনো বিতর্ককে নতুন করে সামনে এনেছে: ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলো কি শুধু প্রযুক্তি-ভিত্তিক বাজার, নাকি কোটি মানুষের সঞ্চয় ও লেনদেন পরিচালনাকারী আর্থিক অবকাঠামো? দ্বিতীয় ভূমিকায় থাকলে নিরাপত্তা-ঘটনার পর শুধু ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়; স্বাধীন নিরীক্ষা, স্পষ্ট ঝুঁকি-প্রকাশ এবং গ্রাহকের অর্থের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পদের পৃথক হিসাবও জনস্বার্থের অংশ হয়ে ওঠে।



নিউইয়র্কের ‘৪০ আন্ডার ৪০’ তালিকায়
বাংলাদেশি আমেরিকান

“জেমি কাজী”



পূর্ণ প্রতিবেদন

শ্রমিক সংগঠন তে রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে কাজ করছেন কুইন্সে বেড়ে ওঠা এই তরুণ

নিউইয়র্কের রাজনীতি ও জনসেবায় কাজ করা চল্লিশ বছরের কম বয়সী ৪০ জনের ২০২৬ সালের তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান জেমি কাজী। ১৩ অক্টোবর তালিকাটি প্রকাশ করেছে City & State New York।

কুইন্সে বেড়ে ওঠা কাজী বর্তমানে শ্রমিক সংগঠন এর স্টেট ও ফেডারেল পলিটিক্যাল কো-অর্ডিনেটর। সংগঠনটির রাজনৈতিক কৌশল এবং নির্বাচনে প্রার্থীদের সমর্থনের কাজে তিনি যুক্ত। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ভবন রক্ষণাবেক্ষণকর্মী, নিরাপত্তাকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে । City & State-কে কাজী বলেছেন, অভিবাসী কমিউনিটির কথা শোনা যায় যখন মানুষ সংগঠিত হয়ে সম্মিলিত শক্তি গড়ে তোলেন।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে এবং অঙ্গরাজ্যের অ্যাসেম্বলি সদস্য ডেভিড ওয়েপ্রিন ও ক্যাটালিনা ক্রুজের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। ক্রুজের দপ্তরে আইনবিষয়ক পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময় Wage Theft Accountability Act ও Clean Slate Act এগিয়ে নেওয়ার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কুইন্সের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪-এর ডেমোক্রেটিক স্টেট কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

এই স্বীকৃতি তাঁর পেশাগত অগ্রযাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। একই সঙ্গে এটি বাংলাদেশি আমেরিকান তরুণদের জন্যও অনুপ্রেরণার: রাজনীতি, জননীতি ও শ্রমিকের অধিকার নিয়ে কাজ করার পথ তাঁদের সামনে আরও দৃশ্যমান হয়।

প্রবাসে সন্তানের বেড়ে ওঠা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে পরিবারের সময়, শ্রম ও ত্যাগের গল্প থাকে। একজন তরুণ যখন নিজের যোগ্যতায় দায়িত্বশীল অবস্থানে পৌঁছান, সেই অর্জনের আনন্দ পরিবার ছাড়িয়ে বৃহত্তর কমিউনিটিতেও ছড়িয়ে পড়ে।

এ ধরনের সাফল্য উদ্‌যাপনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের জন্য সুযোগ তৈরি করাও জরুরি। পড়াশোনায় পরামর্শ, ইন্টার্নশিপের তথ্য, পেশাগত যোগাযোগ এবং অভিজ্ঞদের সহযোগিতা তরুণদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি হলে এক প্রজন্মের অর্জন পরের প্রজন্মের পথচলার পাথেয় হয়ে ওঠে।

জেমি কাজীর স্বীকৃতি সেই সম্ভাবনার একটি উদাহরণ। বাংলাদেশি আমেরিকানরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে এগিয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের জনজীবনে কমিউনিটির অংশগ্রহণ আরও বাড়বে—আর পরস্পরকে এগিয়ে দেওয়ার চর্চা কমিউনিটিকে করবে আরও সংযুক্ত ও শক্তিশালী।

Coca-Cola



Not just a drink. The King of Every Thirst.

প্রাণ

মচমচে স্ন্যাক,
মুহূর্ত হোক জমজমাট!



চায়ের সাথে পারফেক্ট

আলুর আসল স্বাদ

মচমচে ও মজাদার

সাহিত্য সাময়িকী

ভূপেন হাজারিকা ১০০ : অসমের মাটি থেকে মানবতার বিশ্বজনীন সুর



পূর্ণ প্রতিবেদন

২০২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ভূপেন হাজারিকার জন্মের একশ বছর পূর্ণ হয়েছে। অসমিয়া ভাষা ও ব্রহ্মপুত্রের জীবন থেকে উঠে আসা তাঁর গান বাংলা, হিন্দি ও অন্য ভাষায় ছড়িয়ে দিয়ে নদী, সামাজিক ন্যায় ও মানুষের পারস্পরিক দায়ের কথা বলেছে।

ভূপেন হাজারিকা at 100: অসমের মাটি থেকে মানবতার বিশ্বজনীন সুর

একটি কণ্ঠ কখনো কেবল গায়কের থাকে না। মানুষের দুঃসময়ে, দেশভাগের স্মৃতিতে, সীমান্তের দুই পারে কিংবা নদীর ধারে জীবনের লড়াইয়ে—সেই কণ্ঠ হয়ে ওঠে বহু মানুষের নিজস্ব সম্পদ। ভূপেন হাজারিকার গানও তেমনই। ২০২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মের একশ বছর পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু তাঁর গানের প্রশ্ন—মানুষ কি মানুষের পাশে দাঁড়াবে—এখনও পুরোনো হয়নি।

নদী থেকে উঠে আসা কণ্ঠ

১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অসমের সাদিয়ায় জন্ম ভূপেন হাজারিকার। তিনি শুধু গায়ক বা সুরকার ছিলেন না; চলচ্চিত্র নির্মাতা, গীতিকার, লেখক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবেও কাজ করেছেন। অসমের নদী, জনজীবন ও লোকসংগীত তাঁর শিল্পের গভীর ভিত্তি হয়ে ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শতবর্ষের শ্রদ্ধাবার্তাতেও তাঁর কণ্ঠকে অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের আত্মপরিচয় দেশজুড়ে পৌঁছে দেওয়ার শক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাজারিকার গানকে শুধু “মানবতার গান” বলে সারলে তাঁর শিল্পের আঞ্চলিক শিকড় আড়াল হয়ে যায়। তাঁর কাছে ব্রহ্মপুত্র কোনো সাজানো প্রতীক ছিল না; নদীটি ছিল অসমের ভূগোল, মানুষের জীবিকা এবং সামাজিক স্মৃতির অংশ। বিশ্বব্যাংকের The Restless River গ্রন্থে লেখক সঞ্জয় হাজারিকা তাঁর গানকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জীবন, সাম্য ও মানবিক সংহতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর গান “Joi Joi Nobo Joto Bangladesh”-এর কথাও উল্লেখ আছে।

স্থানীয় ভাষা, বহু মানুষের গান

হাজারিকার সংগীতের বিস্তার ঘটেছে ভাষা বদলে, কিন্তু সেই বিস্তার মানে নিজের শিকড় ছেড়ে যাওয়া নয়। অসমিয়া গান “Manuhe Manuhar Babe” বাংলায় পরিচিত হয় “মানুষ মানুষের জন্য” নামে। ভাষান্তর নিয়ে Translation Today সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণায় বাংলা রূপটির অনুবাদক হিসেবে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বিবিসি বাংলার “সর্বকালের সেরা বাংলা গান” শ্রোতা-জরিপে গানটি দ্বিতীয় হয়েছিল—এটি জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পছন্দের ফল, কোনো চূড়ান্ত বা বৈজ্ঞানিক র‍্যাঙ্কিং নয়।

এই সাফল্যের পেছনে ছিল অনুবাদ ও পরিবেশনার যৌথ কাজ। গানটি অসমিয়া ভাষায় লেখা হয়েছিল; বাংলা সংস্করণে নতুন শ্রোতা ও নতুন আবেগের কাছে পৌঁছায়। গবেষক দীপাঞ্জলি বড়ুয়ার বিশ্লেষণে, অনুবাদ শুধু শব্দের স্থানান্তর নয়—এটি দুই ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সেতু তৈরির কাজও করে। তাই হাজারিকার গান বাংলায় জনপ্রিয় হওয়ার গল্পে তাঁর কণ্ঠের পাশাপাশি অনুবাদকের অবদানও মনে রাখা দরকার।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে তাঁর সুর

বাংলাদেশের সঙ্গে হাজারিকার সম্পর্ক কেবল জনপ্রিয়তার ছিল না; তাঁর সংগীত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক স্মৃতির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিষয়ক তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ২০২২ সালে বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় হাজারিকার গান মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। বিশ্বব্যাংকের গ্রন্থেও তাঁর “Joi Joi Nobo Joto Bangladesh” গানটির কথা মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এসেছে।

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্কের আরেক পরিচিত গান “গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা”। এখানে একটি তথ্যগত সূক্ষ্মতা জরুরি: জাতীয় অনুবাদ মিশনের সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, গানটির বাংলা কথা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের; ভূপেন হাজারিকা গানটি গেয়েছেন এবং এর অসমিয়া রূপও করেছেন। ফলে গানটিকে তাঁর সংগীতজগতের অংশ বলা যথার্থ, তবে কথার কৃতিত্বও যথাযথভাবে উল্লেখ করা উচিত।

গঙ্গা ও পদ্মাকে পাশাপাশি আনার মধ্যে রাজনৈতিক সীমারেখা মুছে যাওয়ার দাবি নেই; আছে দুই নদীঘেরা সমাজের সাংস্কৃতিক আত্মীয়তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। গানটি সেই আত্মীয়তার একটি জনপ্রিয় প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মানুষের কথা, সময়ের অস্থিরতা

“মানুষ মানুষের জন্য” কেবল বিমূর্ত নীতিবাক্য নয়। ২০০৬ সালের বিবিসি জরিপ নিয়ে দ্য ডেইলি স্টার-এর প্রতিবেদনে হাজারিকার বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে: গানটি তিনি অসম ও নাগাল্যান্ডের ষাটের দশকের শেষভাগের সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিলেন। এই প্রেক্ষাপট গানটির মানবিক আবেদনকে আরও নির্দিষ্ট করে—সহমর্মিতা এখানে সংঘাতের বিপরীতে দাঁড়ানোর আহ্বান।

অসমের বাইরে তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাও সংগীতচিন্তায় প্রভাব ফেলেছিল। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিতে বলা হয়েছে, তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ১৯৫২ সালে পিএইচডি অর্জন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে নাগরিক অধিকারকর্মী ও সংগীতশিল্পী পল রোবসনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রোবসনের শিল্পভাবনা—সংগীতকে সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে দেখা—হাজারিকার কাজের সঙ্গে মিলে যায়।

পুরস্কারের বাইরে যে উত্তরাধিকার

হাজারিকা ১৯৯২ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান। ২০১৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্নে সম্মানিত করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট সম্মাননাও তাঁর উত্তরাধিকারের অংশ. তবে পুরস্কারের তালিকা তাঁর সাংস্কৃতিক প্রভাবের পূর্ণ পরিমাপ নয়: গানের ভাষান্তর, বাংলাদেশে শ্রোতাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং অসমের লোকঐতিহ্যকে বৃহত্তর শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও সেই ইতিহাসের অংশ।

শতবর্ষ উপলক্ষে ভারতে সরকারি স্মরণানুষ্ঠান হয়েছে, আর অসমে বছরব্যাপী আয়োজনের সমাপনী অনুষ্ঠান ২৯ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই উদ্‌যাপন তাঁর স্মৃতিকে জনপরিসরে ফিরিয়ে আনে; একই সঙ্গে প্রশ্নও রাখে—তাঁর গানের মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আজকের সাংস্কৃতিক জীবনে কতটা বেঁচে আছে?

এক শতাব্দী পেরিয়ে ভূপেন হাজারিকার গানের উত্তর আধুনিকতার কোনো জটিল সূত্রে নয়। তার উত্তর নদীর মতোই সহজে শোনা যায়: মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা, অন্যের কষ্টকে নিজের সমাজের প্রশ্ন বলে মানা, আর ভাষা ও সীমান্তের ওপারেও শ্রোতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়া। তাঁর জন্মশতবর্ষ তাই শুধু এক শিল্পীর স্মরণ নয়; মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সেই অসমাপ্ত আহ্বানটিকে আবার শোনার উপলক্ষ।

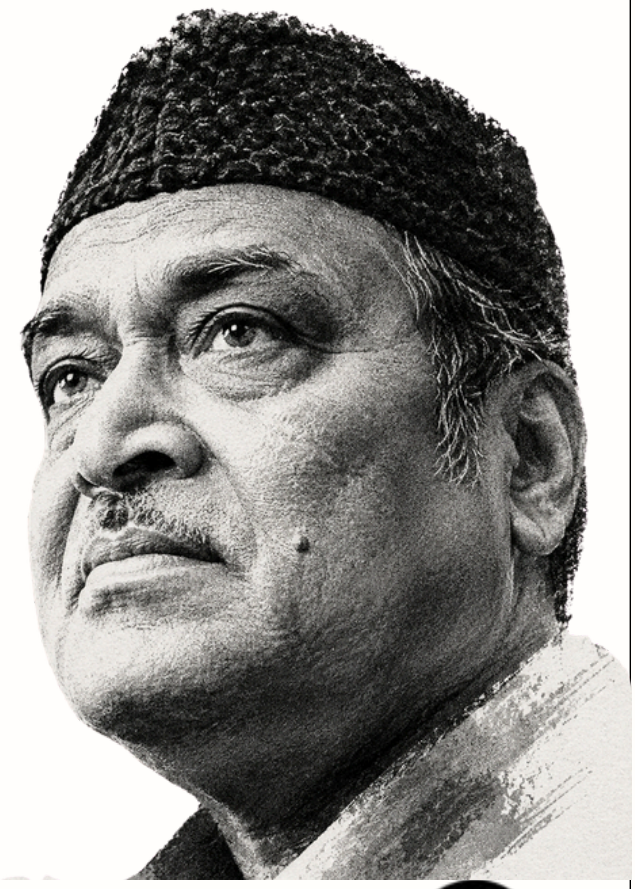

শ্রদ্ধাঞ্জলি



বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের সন্তান

“ রুমান আলম ”

এক উপন্যাসে জাতি, শ্রেণি ও বিপর্যয়ের অস্বস্তি

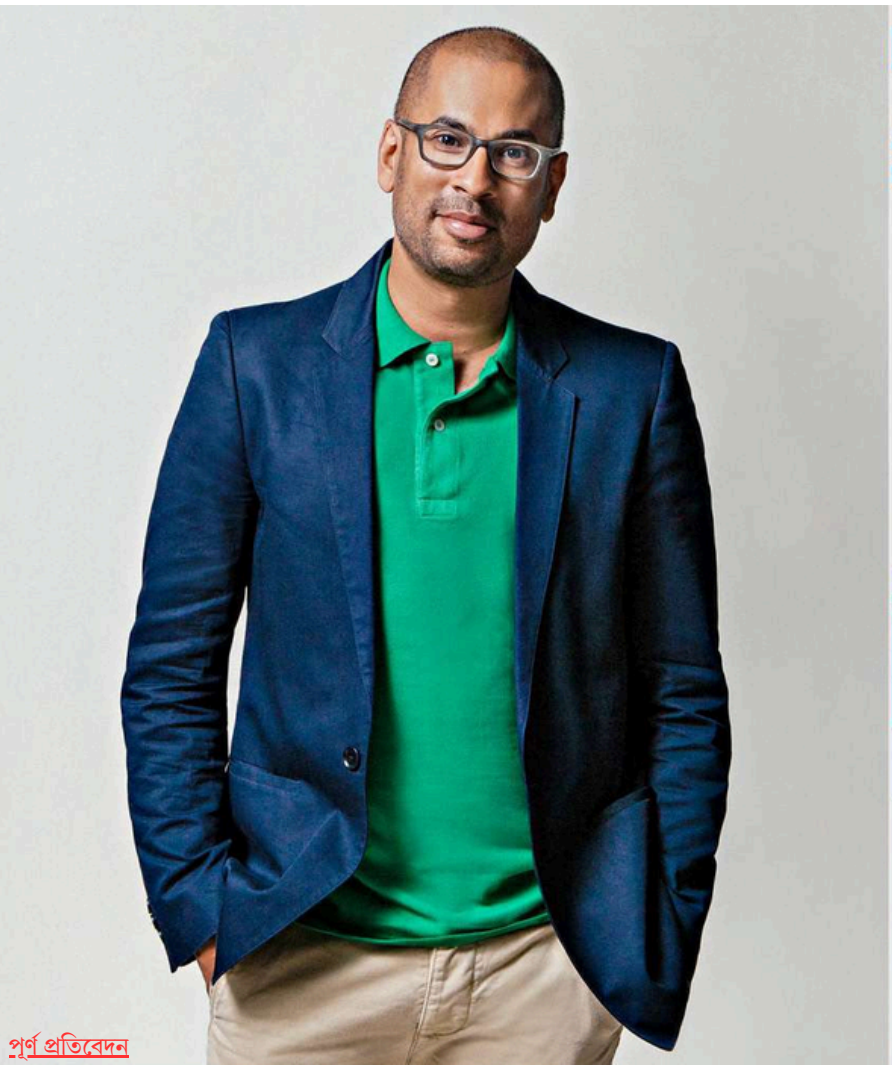



পূর্ণ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী এক পরিবারের সন্তান রুমান আলমের Leave the World Behind ২০২০ সালের ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডের ফাইনালিস্ট হয়। নেটফ্লিক্সে চলচ্চিত্র হওয়া বইটি শুধু বিপর্যয়ের গল্প নয়—এটি জাতি, শ্রেণি, নিরাপত্তা ও সামাজিক আস্থার ভঙ্গুরতা নিয়ে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন। দরজার ওপাশে কী ঘটছে—উপন্যাসের চরিত্রেরা তা জানে না। পাঠকেরাও জানেন না। বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও দৈনন্দিন নিশ্চয়তা একে একে ভেঙে পড়ে; কিন্তু বিপর্যয়ের কারণ স্পষ্ট হয় না। রুমান আলমের Leave the World Behind এই অজানাকে রহস্যের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে, আবার পাঠককে এমন এক সমাজের মুখোমুখি দাঁড় করায়, যেখানে সংকটের আগেই মানুষ পরস্পরকে সন্দেহ করতে শিখেছে। বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের সন্তান আলমের লেখা উপন্যাসটি ২০২০ সালের ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডের ফিকশন বিভাগে ফাইনালিস্ট হয়। পরে নেটফ্লিক্সে একই নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়; অভিনয়ে ছিলেন জুলিয়া রবার্টস, মাহেরশালা আলী ও ইথান হক। তবে বইটির তাৎপর্য কেবল পুরস্কার, তারকা-অভিনয় বা পর্দায় রূপান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর কেন্দ্রে আছে জাতি, শ্রেণি, সম্পদ এবং বিপদের সময় মানুষ কাকে বিশ্বাস করে—সেই প্রশ্ন।

বাংলাদেশি শিকড়, আমেরিকান অভিজ্ঞতা

আলমের বাবা-মা ১৯৭০-এর দশকে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যান। তাঁর বাবা ছিলেন স্থপতি, মা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। আলম ওয়াশিংটন ডিসির শহরতলিতে বেড়ে ওঠেন এবং ওবারলিন কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়েন। দ্য গার্ডিয়ানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তাঁর বাবা-মায়ের কাছে বাংলাদেশ ছিল গভীরভাবে অর্থবহ; অথচ ছোটবেলায় সেখানে গেলে তিনি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দূরত্ব অনুভব করতেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রেও তাঁকে প্রায়ই মনে করিয়ে দেওয়া হতো যে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো নন। এই দ্বৈত অনুভূতি তাঁর পরিচয়ের একটি অংশ, যদিও তাঁর সাহিত্যকে শুধু অভিবাসী পরিচয়ের প্রতিফলন হিসেবে পড়লে তার পরিসর সংকুচিত হয়। আলমের চারটি উপন্যাস—Rich and Pretty (২০১৬), That Kind of Mother (২০১৮), Leave the World Behind (২০২০) এবং Entitlement (২০২৪)। গল্প বলার ক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই এমন চরিত্র ও সামাজিক পরিসর বেছে নেন, যা তাঁর নিজের জীবনের সরাসরি প্রতিচ্ছবি নয়। তাঁর লেখায় পরিবার, আকাঙ্ক্ষা, শ্রেণি ও জাতিগত পরিচয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়।

অজানা বিপর্যয়, পরিচিত সামাজিক বিভাজন

Leave the World Behind-এ ব্রুকলিনের এক শ্বেতাঙ্গ পরিবার লং আইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে যায়। রাতের মধ্যে বাড়ির মালিক পরিচয় দেওয়া এক কৃষ্ণাঙ্গ দম্পতি এসে জানায়, নিউইয়র্কে বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটেছে। এরপর যোগাযোগব্যবস্থা ও স্বাভাবিক জীবন ভেঙে পড়তে থাকে। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে, উপন্যাস তা সহজে ব্যাখ্যা করে না।

এই অনিশ্চয়তা গল্পের দুর্বলতা নয়; বরং আলমের নির্মাণের একটি সচেতন কৌশল। যখন নিশ্চিত তথ্য নেই, তখন চরিত্রেরা নিজেদের পূর্বধারণা, ভয় ও সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। কার কথা বিশ্বাসযোগ্য, কার উপস্থিতি বিপদের সংকেত—এসব সিদ্ধান্তে জাতি ও শ্রেণির ধারণা নীরবে কাজ করে। দ্য গার্ডিয়ানের বই-পর্যালোচনা উপন্যাসটিকে এমন এক বিপর্যয়কাহিনি হিসেবে দেখেছে, যেখানে মহামারি, জলবায়ু-উদ্বেগ, বর্ণবাদ, বৈষম্য ও প্রযুক্তিনির্ভরতার ভয় একে অন্যের সঙ্গে মিশে যায়। তবে বইটি ভবিষ্যৎ মহামারির পূর্বাভাস ছিল—এমন দাবি করা ঠিক হবে না। উপন্যাসটি কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর আগেই লেখা হয়েছিল; আলম নিজেও দ্য প্যারিস রিভিউ-কে বলেছেন, ঘরে আটকে পড়া মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বইটির মিল ছিল সময়ের এক অদ্ভুত সমাপতন। মহামারি বইটির পাঠকে নতুন অর্থ দিয়েছে, কিন্তু সেই পরবর্তী অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখকের মূল উদ্দেশ্যকে নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

পুরস্কার ও পর্দায় রূপান্তর

ন্যাশনাল বুক ফাউন্ডেশনের তালিকায় Leave the World Behind ২০২০ সালের ফিকশন ফাইনালিস্ট। বারাক ওবামার ২০২১ সালের গ্রীষ্মকালীন পাঠতালিকাতেও বইটি ছিল। নেটফ্লিক্সের চলচ্চিত্রটি ২০২৩ সালে মুক্তি পায়; পরিচালনা ও চিত্রনাট্য স্যাম এসমেইলের। চলচ্চিত্রটির নির্বাহী প্রযোজকদের মধ্যে ছিলেন বারাক ও মিশেল ওবামাও।

বই ও চলচ্চিত্রের মাধ্যম আলাদা, তাই একই গল্পের প্রভাবও এক নয়। উপন্যাসে অজানা বিপর্যয়, চরিত্রের চিন্তা ও সামাজিক অস্বস্তি ভাষার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে তৈরি হয়। চলচ্চিত্রে সেই অস্বস্তি দৃশ্য, শব্দ ও অভিনয়ের ওপর নির্ভর করে। দুই সংস্করণই শেষ পর্যন্ত দর্শক-পাঠককে সব উত্তর দেয় না—এবং সেই অসম্পূর্ণতাই গল্পটির আলোচনার একটি কারণ।



পূর্ণ প্রতিবেদন

ইতিহাসের পাতায় অমর বিয়র্নস্তিয়ের্নে বিয়র্নসন ও ‘Synnøve Solbakken’



লেখকঃ মাঈন আহমেদ

নরওয়ের জাতীয় সাহিত্য, গ্রামীণ জীবনের গল্প এবং এক জেদি তরুণের আত্মগঠনের আখ্যান —‘Synnøve Solbakken’ কীভাবে বিয়র্নসনকে এনে দিয়েছিল প্রথম বড় পরিচিতি

বিয়র্নস্তিয়ের্নে মার্টিনুস বিয়র্নসন (Bjørnstjerne Martinius Bjørnson) ছিলেন কবি, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী। নরওয়ের জাতীয় সংগীত Ja, vi elsker dette landet–এর কথা তাঁরই লেখা। ১৯০৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের গোড়ায় রয়েছে ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত একটি ছোট্ট গ্রামীণ আখ্যান—Synnøve Solbakken। বইটি তাঁকে শুধু লেখক হিসেবে পরিচিত করেনি; নরওয়ের নিজস্ব সাহিত্যভাষা ও জাতীয় পরিচয় নির্মাণের আলোচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে দিয়েছে।

শিরোনামে ‘Synnøve’ থাকলেও গল্পটির কেন্দ্রে আসলে তরুণ কৃষকপুত্র টরবিয়র্ন গ্রানলিয়েন (Torbjørn Granlien)। তার বেড়ে ওঠা ছায়াচ্ছন্ন গ্রানলিয়েন খামারে; আর তার কল্পনার টান রৌদ্রোজ্জ্বল সোলবাক্কেনের দিকে—যেখানে থাকে তার সমবয়সী সিন্নোভে। টরবিয়র্নের গল্প তাই প্রেমের পাশাপাশি আত্মগঠন, পারিবারিক প্রত্যাশা এবং নিজের স্বভাবের সঙ্গে লড়াইয়ের গল্পও।

শৈশব, শিক্ষা ও জাতীয় সাহিত্যের সন্ধান

বিয়র্নসনের জন্ম ১৮৩২ সালের ৮ ডিসেম্বর নরওয়ের কভিকনে। তাঁর বাবা পেদার বিয়র্নসন ছিলেন ধর্মযাজক। পরিবার পরে নেসেটে চলে গেলে তাঁর শৈশব কাটে রমসদালের গ্রামীণ পরিবেশে। ছোটবেলাতেই লেখালেখি ও জনজীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। ১৮৪৮ সালের ইউরোপীয় রাজনৈতিক আলোড়নের সময়, মাত্র ১৬ বছর বয়সে, তিনি একটি রাজনৈতিক নিবন্ধ লেখেন। পরে ১৮৫০ সালে ক্রিস্তিয়ানিয়ায়—বর্তমান অসলো—গিয়ে লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

সে সময় নরওয়ের সাহিত্যজগৎ দীর্ঘদিনের ড্যানিশ প্রভাব থেকে বেরিয়ে নিজস্ব কণ্ঠ খুঁজছিল। বিয়র্নসন এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সক্রিয় অংশ ছিলেন। তিনি শুধু নরওয়ের অতীত নিয়ে লেখেননি; ভাষা, মঞ্চ ও সাহিত্যে নরওয়েজীয় অভিজ্ঞতাকে সামনে আনার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যে তাই জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নটি বারবার ফিরে আসে।

‘Synnøve Solbakken’: ধারাবাহিক থেকে বই

* Synnøve Solbakken* প্রথমে ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মে Illustreret Folkeblad–এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তখন বিয়র্নসন পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। একই বছরের সেপ্টেম্বরে গল্পটি বই আকারে বের হয়। প্রথম সংস্করণের হাজার কপি অল্প সময়েই বিক্রি হয়ে যায়; বইটি ডেনমার্কেও পাঠক পায়।

রচনাটিকে একক কোনো ঘরানায় বাঁধা কঠিন। বিয়র্নসন নিজে একে bondefortelling—কৃষকজীবনের গল্প—বলেছিলেন। আধুনিক সাহিত্যবিশ্লেষণে একে ছোট উপন্যাস বা দীর্ঘ গল্প, এমনকি আত্মগঠনমূলক আখ্যান হিসেবেও পড়া হয়। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির কাঠামো টরবিয়র্নের শৈশব, কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের পরিবর্তনকে অনুসরণ করে।

টরবিয়র্নের স্বভাব, সংগ্রাম ও বদলে ওঠা

গ্রানলিয়েনের উত্তরাধিকারী টরবিয়র্নকে তার বাবা সেমুন্ড কঠোর হাতে বড় করেন। পরিবারে পুরোনো এক বিশ্বাস—টরবিয়র্ন নামধারী জ্যেষ্ঠ পুত্রদের ভাগ্যে নাকি সুখ জোটে না—সেমুন্ডের আচরণেও ছায়া ফেলে। টরবিয়র্নের ভেতরে যেমন স্বপ্ন ও স্নেহ আছে, তেমনি আছে রাগ, জেদ এবং মারামারির প্রবণতা। এই অস্থিরতাকে উসকে দেয় খামারের কর্মচারী আসলাকের সঙ্গে তার টানাপোড়েন।

সিন্নোভের সঙ্গে টরবিয়র্নের সম্পর্ক শৈশবের পরিচয় থেকে ধীরে ধীরে গভীর হয়। কিন্তু শুধু ভালোবাসা তার সংকট মেটায় না। এক বিয়ের অনুষ্ঠানে মারামারিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর তাকে নিজের আচরণের পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়। সুস্থ হয়ে ওঠার পর গল্পের শেষদিকে তার বাবা সেমুন্ড সোলবাক্কেনে গিয়ে সিন্নোভের হাত চান। সমাপ্তিটি তাই কেবল প্রেমের পরিণতি নয়; টরবিয়র্নের বদলে ওঠারও স্বীকৃতি।

গ্রামজীবনের সৌন্দর্য এবং তার অস্বস্তিকর দিক

গল্পটির গ্রামীণ জগৎ রোমান্টিক সৌন্দর্যে ভরা—খামার, পাহাড়ি পথ, ঋতু, গান ও পারিবারিক রীতি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিয়র্নসন গ্রামকে নিখুঁত স্বর্গ হিসেবে দেখাননি। তাঁর লেখায় মদ্যপান, ভণ্ডামি, কঠোর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ এবং অসুখী দাম্পত্যের মতো সমস্যাও উপস্থিত। ফলে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সামাজিক বাস্তবতা পাশাপাশি থাকে।

গল্পে গান ও লোককথার ছায়াও লক্ষণীয়। সিন্নোভের গাওয়া গান, ছড়া ও কথ্য ভাষা আখ্যানকে শুধু কাহিনির বাহন রাখে না; এগুলো চরিত্রদের আবেগ এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে। দৃশ্যনির্ভর, সংযত বর্ণনা এবং কথোপকথনের ভেতর দিয়ে লেখক অনেক সময় চরিত্রের মনের অবস্থা প্রকাশ করেন।

একটি কাহিনি, একটি জাতীয় সাহিত্য

* Synnøve Solbakken*–এর সাহিত্যিক গুরুত্ব কেবল তার জনপ্রিয়তায় নয়। উনিশ শতকের নরওয়ে যখন নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণের চেষ্টা করছে, তখন বিয়র্নসন সাধারণ কৃষকজীবনকে সাহিত্যের কেন্দ্রে আনেন। তাঁর কৃষকচরিত্রগুলোকে তিনি নরওয়ের গণতান্ত্রিক জাতীয় আদর্শের বাহক হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন—যদিও সেই গ্রামীণ সমাজকে তিনি একই সঙ্গে কিছুটা আদর্শায়িতও করেছেন।

প্রকাশনার পরবর্তী সংস্করণগুলোতে বিয়র্নসন ভাষা ও বাক্যগঠন সংশোধন করেন। গবেষকেরা এই পরিবর্তনের মধ্যে ভাষাকে আরও নরওয়েজীয় করে তোলার প্রবণতা দেখেছেন। বইটি তাই শুধু একটি প্রেম ও আত্মগঠনের গল্প নয়; নরওয়ের সাহিত্যিক আত্মপরিচয় গড়ে ওঠারও একটি দলিল।

লেখক থেকে জনজীবনের কণ্ঠ

বিয়র্নসনের কাজ Synnøve Solbakken–এ থেমে থাকেনি। Arne (১৮৫৯) ও En glad gut (১৮৬০)–এর মতো গ্রামীণ আখ্যানের পাশাপাশি তিনি ঐতিহাসিক নাটক, আধুনিক সামাজিক নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। নরওয়ের জাতীয় সংগীত Ja, vi elsker dette landet–এর কথাও তাঁর লেখা; এর সুর রিকার্ড নূরদ্রাকের।

তিনি থিয়েটার পরিচালনা করেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং রাজনৈতিক বিতর্কে সক্রিয় থেকেছেন। পরবর্তী জীবনে সামাজিক সমস্যা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, ধর্ম ও নৈতিকতা নিয়ে তাঁর নাটক ও লেখায় বিতর্ক তৈরি হয়। নরওয়ের বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও মানবিক প্রশ্নেও তিনি মত প্রকাশ করেন। তাঁর সাহিত্য ও নাগরিক ভূমিকা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

নোবেল স্বীকৃতি ও উত্তরাধিকার

১৯০৩ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিয়র্নসনকে দেওয়া হয় তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য। নোবেল পুরস্কারের ঘোষণায় তাঁর “মহৎ, উজ্জ্বল ও বহুমুখী কবিতা” এবং তার প্রেরণার সতেজতা ও আত্মার বিশুদ্ধতার প্রশংসা করা হয়। তাই পুরস্কারটি Synnøve Solbakken–এর জন্য আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল—এভাবে বলা ঠিক হবে না; বরং এটি ছিল তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের স্বীকৃতি।

বিয়র্নসন ১৯১০ সালের ২৬ এপ্রিল প্যারিসে মারা যান। তাঁর সময়ে তিনি নরওয়ের সবচেয়ে পরিচিত সাহিত্যিকদের একজন ছিলেন। পরবর্তী শতকে তাঁর জাতীয় কবির মর্যাদা নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠেছে, আর তাঁর কিছু আদর্শ আজকের পাঠকের কাছে দূরবর্তীও মনে হতে পারে। তবু তাঁর রচনাকে নতুন করে পড়া ও বিশ্লেষণ করার আগ্রহ গবেষকদের মধ্যে রয়ে গেছে।

উপসংহার

বিয়র্নসনকে স্মরণ করার অর্থ শুধু নোবেলজয়ী লেখক বা জাতীয় সংগীতের গীতিকারকে স্মরণ করা নয়। তাঁর সাহিত্য দেখায়, একটি জাতি যখন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয় নির্মাণ করে, তখন সাধারণ মানুষের জীবনও ইতিহাসের কেন্দ্রে উঠে আসতে পারে। আর সেই জীবনকে শিল্পে রূপ দিতে পারলে একটি ছোট গ্রামীণ গল্পও জাতীয় সাহিত্যের দীর্ঘ অধ্যায় হয়ে ওঠে।





নিউইয়র্কে অভিবাসী দিবসে সম্মাননা পেলেন সাতজন

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র: অভিবাসীদের অর্জন ও সমাজে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিতে সাতজনকে সম্মাননা দিয়েছে ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল। বুধবার, ২৮ অক্টোবর, কুইন্সের উডসাইডে কুইন্স প্যালেসে National Immigrants Day উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন বিচারপতি ক্যারেন গোপী ও ক্যাসান্দ্রা জনসন, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) ইনস্পেক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ ও আদেল রানা, রিয়েল এস্টেট পেশাজীবী রব চৌধুরী, চিকিৎসক মোহাম্মদ এনামুল হক এবং জ্যাকসন হাইটস ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শিব দাস।

আগামীর সময়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক মঈন চৌধুরী, এসকিউ অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি অভিবাসীদের পাশে দাঁড়ানো, কমিউনিটিতে অবদান রাখা ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেওয়া এবং নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করার কাজ করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের প্রশাসনিক পরিচালক তরিকুল ইসলাম মিঠু।

সন্ধ্যার আয়োজনে গান পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, প্রেমা রহমান, মিটুল হক ও নাসির। নৃত্য পরিবেশন করেন লিয়ানা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন রকি আলিয়ান ও বাবু জামান। কেক কাটা, নৈশভোজ ও পরিচয় বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আয়োজন শেষ হয়।

সম্মাননাপ্রাপ্তদের পেশা ও কমিউনিটি-ভূমিকা ভিন্ন হলেও তাঁদের কাজের ক্ষেত্র এক জায়গায় মেলে—নিউইয়র্কের বহুজাতিক সমাজে অবদান রাখা। আয়োজকদের এই স্বীকৃতি অভিবাসী জীবনের সাফল্য ও জনসেবার গল্পগুলোকে সামনে আনার একটি উপলক্ষ হয়ে উঠেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

স্বাস্থ্য

বংশগত বধিরতার নির্দিষ্ট ধরনে জিন-থেরাপি অনুমোদন দিল যুক্তরাষ্ট্র

বধিরতার সব ধরন নয়, একটি বিরল জিনগত কারণের চিকিৎসা

কোনো শিশুর জন্মগত শ্রবণহানির কারণ যদি OTOF জিনের দুই কপির নির্দিষ্ট ত্রুটি হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রে এখন তার জন্য অনুমোদিত জিন-থেরাপি আছে। ২০২৬ সালের ২৩ এপ্রিল দেশটির খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন FDA Otarmeni (জেনেরিক নাম lunsotogene parvec-cwha) অনুমোদন করে। এটি জিনগত শ্রবণহানির জন্য FDA-অনুমোদিত প্রথম জিন-থেরাপি। তবে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো পোস্টটির ভাষার মতো এটি “সব জন্মগত ও বংশগত বধিরতার নতুন ওষুধ” নয়। চিকিৎসাটি খুব নির্দিষ্ট রোগী-গোষ্ঠীর জন্য।

FDA-র অনুমোদন অনুযায়ী, প্রার্থী রোগীর শ্রবণহানি গুরুতর বা গভীর হতে হবে, OTOF জিনের দুই কপিতেই নিশ্চিত রোগসংশ্লিষ্ট ভিন্নতা থাকতে হবে, ভেতরের কানের নির্দিষ্ট কোষের কার্যকারিতা সংরক্ষিত থাকতে হবে, এবং যে কানে চিকিৎসা দেওয়া হবে সেখানে আগে ককলিয়ার ইমপ্লান্ট বসানো থাকা চলবে না। এসব শর্ত পূরণ না হলে Otarmeni উপযুক্ত চিকিৎসা—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ভিত্তি নেই।

শব্দ কানে পৌঁছালেও মস্তিষ্কে সংকেত যায় না কেন

শ্রবণ কেবল কানে শব্দ ঢোকার বিষয় নয়। ভেতরের কানের সংবেদনশীল কোষ শব্দকে স্নায়বিক সংকেতে রূপান্তর করে; সেই সংকেত শ্রবণ-স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। OTOF জিন থেকে তৈরি ওটোফেরলিন নামের প্রোটিন এই সংকেত আদান-প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জিনটির দুই কপিতে ক্ষতিকর ভিন্নতা থাকলে ওটোফেরলিনের উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ফলে কানের কিছু অংশ কাজ করলেও শব্দের সংকেত স্নায়ুতে পৌঁছানোর ধাপটি ঠিকমতো সম্পন্ন হয় না।

Otarmeni ককলিয়ায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। এতে অ্যাডেনো-অ্যাসোসিয়েটেড ভাইরাসের (AAV) দুটি পরিবর্তিত বাহক ব্যবহার করে OTOF জিনের একটি কার্যকর অনুলিপি ভেতরের কানের কোষে পৌঁছে দেওয়া হয়। লক্ষ্য হলো, কোষগুলো যেন ওটোফেরলিন তৈরি করতে পারে এবং শব্দের সংকেত শ্রবণ-স্নায়ুতে পাঠাতে পারে। এটি কোনো সাধারণ ট্যাবলেট বা নতুন আবিষ্কৃত রাসায়নিক ওষুধ নয়; এটি একবার দেওয়ার জন্য তৈরি একটি অস্ত্রোপচার-নির্ভর জিন-থেরাপি।

পরীক্ষায় কী দেখা গেছে

FDA-র অনুমোদনের ভিত্তি ছিল চলমান, বহু-কেন্দ্রিক কিন্তু একক-দলভিত্তিক একটি ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা। এতে ১০ মাস থেকে ১৬ বছর বয়সী ২৪ জন শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ২৪ সপ্তাহে কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য ছিল ২০ জনের। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন ৮০ শ্রবণ-পরীক্ষায় FDA-নির্ধারিত উন্নতির সীমা অর্জন করেন।

তবে “উন্নতি” মানেই স্বাভাবিক শ্রবণ নয়: ২০ জনের মধ্যে ৯ জন নরম কথোপকথনের মাত্রার শব্দ শুনতে পারার পর্যায়ে পৌঁছান, আর ৩ জনের পরীক্ষার ফল স্বাভাবিক শ্রবণসীমায় আসে।

এ ফল আশাব্যঞ্জক, কিন্তু সংখ্যাগুলোকে তাদের প্রেক্ষাপটে পড়া জরুরি। গবেষণাটি ছোট, নিয়ন্ত্রণ-দল ছিল না, আর FDA-র কার্যকারিতা বিশ্লেষণে ২৪ জনের সবাই অন্তর্ভুক্ত হননি। FDA বলেছে, এই নির্দিষ্ট রোগের স্বাভাবিক গতিতে চিকিৎসা ছাড়া এমন শ্রবণ-উন্নতি প্রত্যাশিত নয়; তবু চিকিৎসার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব, কথাবার্তা ও ভাষা বিকাশে প্রভাব এবং জীবনমানের পরিবর্তন নিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। অনুমোদনটি “accelerated approval” পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে; এর অব্যাহত অনুমোদন পরবর্তী নিশ্চিতকরণমূলক তথ্যের ওপর নির্ভর করতে পারে।

ফলের পাশাপাশি আছে অস্ত্রোপচার ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন

FDA-র পণ্যের তথ্যপত্রে কানের সংক্রমণ, বমি, বমিভাব, মাথা ঘোরা এবং অস্ত্রোপচার-সংক্রান্ত ব্যথাকে পরীক্ষায় দেখা সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রাখা হয়েছে। ভারসাম্যজনিত সমস্যা, চোখের অনৈচ্ছিক নড়াচড়া এবং অস্ত্রোপচারের ক্ষত-সংক্রান্ত জটিলতাও নথিভুক্ত হয়েছে। ভেতরের কানে পৌঁছানোর শারীরিক পথ নিরাপদ না হলে এই চিকিৎসা সুপারিশ করা হয় না। তাই “একবারের চিকিৎসা”—এই বৈশিষ্ট্যটি সহজ বা ঝুঁকিহীন চিকিৎসা বোঝায় না।

গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমা হলো, শ্রবণ-পরীক্ষার উন্নতি নিজে থেকেই শিশুর ভাষা, শিক্ষা বা দৈনন্দিন যোগাযোগের সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। FDA-র পরবর্তী পর্যবেক্ষণে শ্রবণক্ষমতার পাশাপাশি বয়স-উপযোগী ভাষা ও কথাবার্তার ফল, জীবনমান এবং চিকিৎসার স্থায়িত্ব যাচাই করার কথা রয়েছে।

চিকিৎসা, ভাষা ও পরিচয়—একটি বৃহত্তর আলোচনাও আছে

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্রবণক্ষমতা ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা অনেক পরিবারের কাছে অর্থবহ—বিশেষত এমন শিশুর ক্ষেত্রে, যার শ্রবণহানির কারণ নির্দিষ্ট জিনগত ত্রুটি এবং যার জন্য আগে রোগ-পরিবর্তনকারী চিকিৎসা ছিল না। কিন্তু বধির মানুষের অভিজ্ঞতা একরকম নয়। অনেক মানুষ নিজেকে কেবল চিকিৎসাযোগ্য রোগের বাহক হিসেবে নয়, বরং সাইন ভাষা, সামাজিক সম্পর্ক ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখেন। Nature–এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এই সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়েছে।
ককলিয়ার ইমপ্লান্ট নিয়ে চিকিৎসা-নৈতিকতার গবেষণায়ও বলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত ও অবহিত সম্মতিতে বধির মানুষের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি। সেই নীতিটি জিন-থেরাপির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক: পরিবারকে সম্ভাব্য চিকিৎসা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পাশাপাশি সাইন ভাষা, শিক্ষা ও বধির সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ সম্পর্কেও পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে হবে।

এই চিকিৎসার আরেকটি বাস্তব প্রশ্ন হলো—কারা এর জন্য পরীক্ষা করাতে ও চিকিৎসা পেতে পারবেন? যোগ্যতা নির্ধারণে নির্দিষ্ট জিনগত পরীক্ষা এবং বিশেষায়িত অস্ত্রোপচার দরকার। ফলে অনুমোদনের পরও জেনেটিক ডায়াগনসিস, চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার, খরচ ও দীর্ঘমেয়াদি অনুসরণের সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এ প্রতিবেদন তৈরির সময় এসব বিষয়ে সব দেশের জন্য একক, সর্বজনীন প্রবেশাধিকার বা খরচের তথ্য প্রতিষ্ঠিত নয়।

সামাজিক মাধ্যমের দাবিটি কতটা সঠিক?

পোস্টটির মূল বক্তব্য—জিনগত শ্রবণহানির একটি নির্দিষ্ট ধরনে নতুন চিকিৎসায় কিছু শিশু শব্দ শুনতে পারছে—যাচাইকৃত। কিন্তু “নতুন ওষুধ” বলা অসম্পূর্ণ, কারণ এটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেওয়া জিন-থেরাপি। “জন্মগত ও বংশগত শ্রবণহীন শিশুদের” ব্যাপকভাবে এ চিকিৎসার আওতায় দেখানোও ভুল ধারণা দিতে পারে: FDA-র অনুমোদন কেবল OTOF জিনের দুই কপিতে নিশ্চিত ভিন্নতা-সহ নির্দিষ্ট রোগীদের জন্য।





আন্তর্জাতিক
California

ইসরায়েলে সরকার গঠনের অঙ্কে অচলাবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী থাকছেন নেতানিয়াহু



Red Bull

Red Bull Energy Cells.



Grab your pack. Stay charged with Red Bull.

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে নেতানিয়াহুর লিকুদ সবচেয়ে বড় দল হলেও কোনো জোটই ১২০ আসনের নেসেটে সরকার গঠনের মতো ৬১ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। নতুন সরকার না হওয়া পর্যন্ত নেতানিয়াহুর বিদায়ী সরকার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্বে থাকবে।

ইসরায়েলের নির্বাচনে ভোটগণনা শেষ হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতার সমীকরণ মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোট ৫৩টি আসন পেয়েছে; তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী গাদি আইজেনকটের বিরোধী জোট পেয়েছে ৪৮টি। আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোর সম্মিলিত আসন ১৯—যা তাদের সরকার গঠনের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু কোনো পক্ষই একা সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ৬১ আসনে পৌঁছায়নি।

২৭ অক্টোবরের ভোটের চূড়ান্ত গণনা ৩০ অক্টোবর প্রকাশ করে ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি। এতে নেতানিয়াহুর লিকুদ পেয়েছে ২৭ আসন, আইজেনকটের ইয়াশার ২১, এবং ‘বিয়াখাদ’ ১২। যৌথ তালিকা ১১ ও রা’আম ৮ আসন পেয়েছে। ভোটার উপস্থিতি ছিল ৭৭.৯ শতাংশ—সাম্প্রতিক কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে ফল এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হারজগের কাছে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায়; নির্বাচন কমিটির ঘোষিত হিসাবই এই প্রতিবেদনের ভিত্তি।

“অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী” নয়, বিদায়ী সরকারের তত্ত্বাবধায়ক প্রধান

ছবিতে ব্যবহৃত “অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে নেতানিয়াহু” বাক্যটি পাঠককে এমন ধারণা দিতে পারে যেন তিনি নতুন করে এ পদে আসছেন। বাস্তবে নেতানিয়াহু এখনো প্রধানমন্ত্রী, এবং নতুন সরকার শপথ নেওয়া পর্যন্ত তাঁর বিদায়ী সরকার তত্ত্বাবধায়ক ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ নির্বাচনের পর তাঁর অবস্থান বদলে “অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী” হওয়ার ঘটনা ঘটেনি; নতুন সরকার গঠনের অপেক্ষায় তিনি বর্তমান সরকারপ্রধান হিসেবেই থাকছেন।

ইসরায়েলের সংসদীয় ব্যবস্থায় ভোটাররা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন না; তারা দলকে ভোট দেন। এরপর বিভিন্ন দল জোট গড়ে নেসেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। ফল আনুষ্ঠানিকভাবে পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে একজন নেসেট সদস্যকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। আইন অনুযায়ী, তাঁকে সাধারণত ২৮ দিনের মধ্যে সরকার গঠন করতে হয়; রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে আরও সর্বোচ্চ ১৪ দিন সময় দিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির ফল রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ ৪ নভেম্বর। এরপর সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এগোবে। ফলে নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দলটির নেতাই যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথমে সরকার গঠনের দায়িত্ব পাবেন—এমন নিশ্চয়তা নেই; রাষ্ট্রপতির পরামর্শ-প্রক্রিয়া ও সম্ভাব্য সমর্থনের হিসাবও বিবেচ্য।

১৯ আসন নিয়ে আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলো

নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ফল আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোর সম্মিলিত ১৯ আসন। আগের নির্বাচনে এ দলগুলোর আসন ছিল ১০। তাদের বাড়তি প্রতিনিধিত্ব এসেছে আরব ভোটারদের উচ্চ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে ভোটারদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহু সরকারের নীতিতে ক্ষোভ ভোট দিতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

তবে ১৯ আসন থাকলেই আরব দলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকার গঠনের জোটে যুক্ত হবে—এমন নয়; অন্য দলগুলোর সঙ্গে তাদের সহযোগিতা নিয়ে রাজনৈতিক ও আদর্শগত আপত্তি রয়েছে।

আইজেনকটের জোট ৪৮ আসন নিয়ে নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইলে আরব দলগুলোর সমর্থন বা অন্য পক্ষের কিছু সদস্যের সমর্থন দরকার হতে পারে। কিন্তু বিরোধী শিবিরের সব দল আরব দলগুলোর সঙ্গে সরকার গঠন বা সংসদীয় সমর্থন নিতে সম্মত নয়। একই সঙ্গে নেতানিয়াহুর ৫৩ আসনের জোটও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ, সম্ভাব্য জোট-আলোচনা, দলের ভেতরের মতপার্থক্য এবং কোনো সদস্যের অবস্থান বদল—সবই পরবর্তী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

ভোটের পেছনে ছিল নেতৃত্ব, নিরাপত্তা ও দৈনন্দিন জীবন

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নির্বাচনী পূর্ববর্তী বিশ্লেষণে প্রচারের প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে নেতানিয়াহুর নেতৃত্ব, ৭ অক্টোবরের নিরাপত্তা ব্যর্থতার রাজনৈতিক দায়, অতি-অর্থোডক্স ইহুদি পুরুষদের সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক সেবা থেকে অব্যাহতি, এবং ২০২৩ সালের বিচারব্যবস্থা সংস্কার পরিকল্পনা। নেতানিয়াহু তাঁর সরকারের সামরিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন; সমালোচকেরা বিচারিক পরিবর্তনকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের জন্য ঝুঁকি হিসেবে দেখেছেন। অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ও ভোটারদের উদ্বেগের অংশ ছিল।

নির্বাচনের ফলকে তাই শুধু নেতানিয়াহুর জয় বা পরাজয় হিসেবে পড়লে পুরো ছবিটি ধরা পড়ে না। লিকুদ সবচেয়ে বড় দল, কিন্তু তার জোট আগের সংসদের ৬৮ আসনের অবস্থান থেকে নেমে ৫৩-তে এসেছে। অন্যদিকে, বিরোধী জোটও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ভোটে স্পষ্ট হয়েছে—দুই শিবিরেরই উল্লেখযোগ্য সমর্থন আছে, কিন্তু এককভাবে সরকার চালানোর মতো সংসদীয় ভিত্তি কোনো পক্ষের নেই।

অভিযোগ, তদন্ত এবং প্রমাণের সীমা

নির্বাচনের পর লিকুদ আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলোর ভোট ও বিদেশি অর্থায়ন নিয়ে অভিযোগ তুলেছে। তবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, লিকুদ অভিযোগের সমর্থনে প্রকাশ্যে প্রমাণ দেয়নি। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক বলেছেন, নির্বাচনের ফল চূড়ান্ত জমায় প্রভাব ফেলবে—এমন তথ্য নেই এবং কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে ঘিরে তদন্ত চলছে, এমন দাবিও ভিত্তিহীন। তাই অভিযোগকে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনী জালিয়াতি হিসেবে উপস্থাপন করার মতো যাচাইকৃত প্রমাণ এখনো

সামনে কী

রাষ্ট্রপতি হারজগের সামনে এখন কঠিন হিসাব: কোন সংসদ সদস্যের পক্ষে সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট সমর্থন জোগাড় করা সম্ভব? কোনো জোট গঠিত হলে তার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে ভিন্ন স্বার্থের দলগুলো কতটা সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে তার ওপর। আলোচনায় ব্যর্থতা ঘটলে আবার নির্বাচন হতে পারে—যা ইসরায়েলকে আরও এক দফা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেবে।

নির্বাচনের পর প্রশ্নটি এখন শুধু কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, তা নয়। আরব নাগরিকদের বাড়তি প্রতিনিধিত্ব সংসদীয় সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলবে, বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা ও বিচারব্যবস্থা নিয়ে বিভাজন কীভাবে সামলানো হবে, এবং নিরাপত্তা ও অর্থনীতি নিয়ে দলগুলোর অঙ্গীকার সরকার গঠনের দর-কষাকষিতে কতটা জায়গা পাবে—এসবই নির্ধারণ করবে পরবর্তী সরকারের চরিত্র। আপাতত নেতানিয়াহু দায়িত্বে আছেন, কিন্তু নতুন সরকারের রূপরেখা এখনো অনির্ধারিত।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



DOMINO'S PIZZA

DOMINO'S

HOT & FRESH • FRESHLY BAKED



ORIGINAL HAND-TOSSED

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



নোয়াখালী থেকে ভার্জিনিয়া সিনেট: সালিমের রাজনৈতিক যাত্রা ও জনদায়বদ্ধতার পরীক্ষা

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ৩৭তম সিনেট ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করেন সাদ্দাম আজলান সালিম —নোয়াখালীতে জন্ম নেওয়া একজন ডেমোক্র্যাট রাজনীতিক। তিনি ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটর; যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সিনেটের সদস্য নন। রাজ্যের সরকারি সিনেট-তথ্য অনুযায়ী, তাঁর জেলা ফেয়ারফ্যাক্স সিটি ও ফলস চার্চ সিটির পুরোটা এবং ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত।

সালিমের গল্পে নোয়াখালীর জন্মপরিচয় যেমন আছে, তেমনি আছে উত্তর ভার্জিনিয়ার অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় রাজনীতিতে সংগঠনের কাজ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী লড়াই। তাঁর নির্বাচিত হওয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য গর্বের খবর হতে পারে। কিন্তু একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির রাজনৈতিক তাৎপর্য কেবল তাঁর পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা নির্ভর করে তিনি যে মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের জন্য কী সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই সিদ্ধান্তের ফল কী হয়—তার ওপরও।

নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০২৩ সালে, দায়িত্ব নেন ২০২৪-এ

ভার্জিনিয়া সিনেটের সরকারি জীবনপঞ্জি বলছে, সালিমের জন্ম ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের নোয়াখালীতে। তিনি জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সরকারি নথিতে তাঁর পেশা হিসেবে আর্থিক পরামর্শকের কথা উল্লেখ আছে।

তাঁর নির্বাচনী জীবনের সূচনা ২০২৩ সালে। সে বছরের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে তিনি দীর্ঘদিনের সিনেটর চ্যাপ পিটারসেনকে হারিয়ে দলীয় মনোনয়ন পান। ফলস চার্চ নিউজ-প্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পিটারসেন ছিলেন ১৬ বছর ধরে দায়িত্বে থাকা একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক। সালিমের এই প্রাইমারি জয় স্থানীয় রাজনীতিতে বড় অঘটন হিসেবে দেখা হয়েছিল।

নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে সালিম রিপাবলিকান কেন রিডকে পরাজিত করেন। ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির সরকারি ফলাফলে কাউন্টির অংশে সালিম পেয়েছিলেন ৩২ হাজার ৯০ ভোট; রিড পেয়েছিলেন ১৪ হাজার ৭৫১। এই সংখ্যা কেবল ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির সরকারি ফল—জেলার পূর্ণাঙ্গ ফল নয়।

সালিম ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে শপথ নেন। তাই ছবির সঙ্গে থাকা পোস্টে তাঁর সিনেট-সদস্যপদ ২০২৪ সাল থেকে—এই তথ্য সঠিক; তবে তিনি ২০২৪ সালে নির্বাচিত হননি, নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০২৩ সালে। সরকারি নথি তাঁকে ২০২৪ সাল থেকে সিনেটের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা, নীতির অগ্রাধিকার

সালিমের প্রচারাভিযানের জীবনীতে বলা হয়েছে, তাঁর পরিবার ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসে। সেখানে তিনি পরিবারের আবাসন-অনিশ্চয়তা, নিম্ন আয়ের জীবন এবং সরকারি সহায়তায় পড়াশোনার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এগুলো তাঁর নিজের প্রচারাভিযানের বর্ণনা; সরকারি সিনেট-জীবনপঞ্জি এই ব্যক্তিগত ঘটনাগুলোর স্বাধীন যাচাই দেয় না।

তবে তাঁর আইনপ্রণয়নের অগ্রাধিকারে আবাসন-সাশ্রয়, জননিরাপত্তা ও বন্দুক-সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয় আছে। উদাহরণ হিসেবে, ২০২৫ সালে তিনি রাজ্যজুড়ে বাড়ির জমিতে আনুষঙ্গিক ছোট বাসস্থান —যেমন আলাদা প্রবেশপথের ছোট ইউনিট— তৈরির অনুমতি সহজ করার একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলটির পক্ষে যুক্তি ছিল, আবাসনের সরবরাহ বাড়লে ভাড়া ও বাড়ির দামের চাপে থাকা পরিবার কিছুটা বিকল্প পেতে পারে।

প্রস্তাবটি নিয়ে স্থানীয় সরকার ও আবাসন-নীতির প্রশ্নও উঠেছিল। ভার্জিনিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব কাউন্টিজ এবং ভার্জিনিয়া মিউনিসিপ্যাল লিগ আপত্তি জানায়: রাজ্যব্যাপী এক নিয়ম চাপালে স্থানীয় এলাকার ভূমি-ব্যবহার, অবকাঠামো, পার্কিং ও স্কুলের সক্ষমতা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমতে পারে। অর্থাৎ বিতর্কটি শুধু “আরও বাড়ি দরকার কি না” তা নয়; আবাসন-সংকট মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত রাজ্য নেবে, না স্থানীয় সরকার—সেই প্রশ্নও।

বন্দুক-নিরাপত্তা নিয়েও সালিম আইন প্রস্তাব করেছেন। ২০২৫ সালের এক প্রতিবেদনে তাঁর পাঁচ দিনের অপেক্ষাকাল চালুর প্রস্তাবের কথা উঠে আসে। সমর্থকেরা বলেন, কেনার সিদ্ধান্ত ও অস্ত্র হাতে পাওয়ার মধ্যে বিরতি আত্মহত্যা বা আকস্মিক সহিংসতার ঝুঁকি কমাতে পারে; বিরোধীরা সাধারণত এমন নিয়ন্ত্রণকে অস্ত্র রাখার সাংবিধানিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখেন। প্রস্তাবের সমর্থন বা বিরোধিতা—দুটিই নীতি-বিতর্কের অংশ; কোনো আইন প্রস্তাব নিজে থেকেই তার কার্যকারিতার প্রমাণ নয়।

প্রতিনিধিত্বের প্রতীক, কিন্তু পরিচয়ই পুরো গল্প নয়

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম FFXnow ২০২৩ সালের প্রাইমারি-পরবর্তী প্রতিবেদনে লিখেছিল, সাধারণ নির্বাচনে জিতলে সালিম ভার্জিনিয়া সিনেটে নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান হবেন—তথ্যটি তারা তাঁর প্রচারাভিযানের সূত্রে উল্লেখ করেছিল। এই পরিচয়গত অর্জন প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ; তবে সেটিকে যাচাইহীনভাবে বৃহত্তর কোনো “প্রথম” বা “বিশ্বে প্রথম” দাবিতে রূপ দেওয়া ঠিক হবে না।

একই সঙ্গে, অভিবাসী পটভূমি থাকা মানেই কোনো রাজনীতিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব অভিবাসীর প্রতিনিধি হয়ে যান না। একজন সিনেটরের কাজের বিচার হওয়া উচিত তাঁর ভোট, বিল, কমিটির কাজ, নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ এবং নীতির বাস্তব ফল দিয়ে। সালিমের ক্ষেত্রেও প্রশ্নগুলো তাই বাস্তব: আবাসন-সাশ্রয়ে তাঁর প্রস্তাব কতটা কার্যকর হবে? জননিরাপত্তার পদক্ষেপ নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে কীভাবে ভারসাম্য রাখবে? স্থানীয় সরকারের আপত্তির জবাব কী? এগুলোর উত্তর তাঁর পরিচয়ের চেয়ে তাঁর আইনপ্রণয়ন ও জনজবাবদিহির রেকর্ডেই পাওয়া যাবে।

ছবির পোস্টে তাঁর নাম “Selim” লেখা হলেও ভার্জিনিয়া সিনেটের সরকারি বানান Salim। পোস্টে দেওয়া কমিটির তালিকাটিও হালনাগাদ ধরে নেওয়া উচিত নয়: সিনেটের বর্তমান সদস্য-পাতায় তাঁর কমিটি হিসেবে কৃষি, সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ; আদালতবিষয়ক; এবং নির্বাচন ও বিশেষাধিকারবিষয়ক কমিটির নাম রয়েছে।

নোয়াখালীতে জন্ম থেকে উত্তর ভার্জিনিয়ার নির্বাচনী রাজনীতি—সালিমের পথচলা একটি প্রবাসী সাফল্যের কাহিনি। কিন্তু সেই কাহিনির পরের অধ্যায় লিখবে তাঁর ভোটাররা: প্রতিশ্রুতি, আইনপ্রণয়ন এবং তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাবের হিসাব ধরে।



Weekly
Californier Chithi
Weekly Digital



বই পড়ি, মনন গড়ি, সমাজে আলো ছড়াই

Pennsylvania Book Fair 2026

বইয়ের উৎসব, মানুষের মিলনমেলা

সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ

সাহিত্য, বই ও জ্ঞানপ্রেমী আমাদের প্রিয় কমিউমিটির সকলকে জানাই আন্তরিক আমন্ত্রণ।

আগামী ২১ ও ২২ নভেম্বর ২০২৬, শনিবার ও রবিবার আয়োজিত হতে যাচ্ছে Pennsylvania Book Fair 2026। লেখক, কবি, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও পাঠকদের এই মিলনমেলায় আপনিও পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে অংশগ্রহণ করুন।

তারিখ:
২১ ও ২২ নভেম্বর ২০২৬
শনিবার ও রবিবার

স্থান:
Dhaka Club Party Center
8925 West Chester Pike,
Upper Darby, PA 19082

আসুন, বইয়ের সঙ্গে সময় কাটাই
সাহিত্যকে উদযাপন করি।

Microsoft - এ ৬০ হাজার কর্মীর জন্য স্বেচ্ছায় বিদায়ের প্রস্তাব

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন



Microsoft যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ভারতের অংশগ্রহণকারী কিছু দলের প্রায় ৬০ হাজার কর্মীর জন্য স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। ২৬ অক্টোবর ঘোষিত এই কর্মসূচির আওতায় পড়তে পারেন কোম্পানির ২ লাখ ২৩ হাজার কর্মীর প্রায় ২৭ শতাংশ। তবে ৬০ হাজার কর্মী চলে যাচ্ছেন—এমন নয়; কতজন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন, Microsoft তা জানায়নি।

কারা যোগ্য?

প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ভারতের অংশগ্রহণকারী দলগুলোর ৭০ বা তার নিচের অভ্যন্তরীণ লেভেলের কর্মীদের জন্য। বয়স, চাকরির মেয়াদ বা পারফরম্যান্সের শর্ত নেই। কিছু জেনারেল ম্যানেজার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদমর্যাদার কর্মীও যোগ্য হতে পারেন; কর্পোরেট ভাইস প্রেসিডেন্টরা এর বাইরে। তবে সব বিভাগ এতে অংশ নিচ্ছে না—কিছু সেলস, ইঞ্জিনিয়ারিং ও করপোরেট দল বাদ রয়েছে। সিদ্ধান্ত জানানোর সময়সীমা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ।

প্যাকেজটি Microsoft-এর সাধারণ বিচ্ছেদ-সুবিধার কাছাকাছি: চাকরির মেয়াদ ও লেভেল অনুযায়ী বেতন, নির্দিষ্ট সময়ের স্বাস্থ্যবীমা, শেয়ার পাওয়া চালু থাকা এবং নতুন কাজ খোঁজার সহায়তা।

Microsoft কী বলছে?

কোম্পানির চিফ পিপল অফিসার অ্যামি কোলম্যানের ভাষ্য, কর্মীরা চাইলে সহায়তা নিয়ে কোম্পানির বাইরে নিজেদের পরবর্তী অধ্যায় বেছে নিতে পারবেন। অংশগ্রহণকারী বিভাগগুলোর জন্যও এটি কর্মীসংক্রান্ত পরিবর্তন সামলানোর আরেকটি উপায়। Microsoft-এর প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়েছে, কোন দল অংশ নেবে তা তাদের ব্যবসায়িক অগ্রাধিকার, গ্রাহকের প্রতিশ্রুতি ও কর্মী-চাহিদার ওপর নির্ভর করবে।

GeekWire-কে Microsoft জানিয়েছে, প্রস্তাবটি নিজে থেকে প্রমাণ করে না যে কোম্পানির কম কর্মী দরকার। প্রতিষ্ঠানটি আরও বলেছে, আগের স্বেচ্ছা অবসর কর্মসূচিতে যোগ্য কর্মীদের প্রায় ৩০ শতাংশ অংশ নিয়েছিলেন; এবার তার চেয়ে অনেক কম অংশগ্রহণ আশা করা হচ্ছে।

AI বিনিয়োগ ও কর্মীসংখ্যার সম্পর্ক

AI অবকাঠামোতে Microsoft-এর বিনিয়োগ বড়—তবে আপনার খসড়ায় থাকা ১৯০ বিলিয়ন ডলারের অনুমানটি এখন পুরোনো। অক্টোবরের ২৮ তারিখের প্রান্তিক ফল প্রকাশের সময় কোম্পানি ২০২৬ সালের মূলধনী ব্যয়ের প্রত্যাশা প্রায় ১৭৫ বিলিয়ন ডলার বলেছে। ওই প্রান্তিকে মূলধনী ব্যয় ছিল ৪৫.২ বিলিয়ন ডলার, যা কোম্পানির আগের ৫০ বিলিয়ন ডলারের অনুমানের চেয়ে কম; Microsoft বলেছে, কিছু সরঞ্জাম সরবরাহে দেরি হওয়ায় এমন হয়েছে।

কর্মীসংখ্যার দিকেও পরিবর্তন চলছে। Microsoft জুলাইয়ে প্রায় ৪,৮০০টি পদ বিলুপ্ত করেছে; ২০২৫ সালে ১৫ হাজারেরও বেশি চাকরি কমানোর খবর এসেছে। চলতি বছরের আগের স্বেচ্ছা অবসর কর্মসূচিতে যোগ্য প্রায় ৮,৭৫০ কর্মীর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ যোগ দিয়েছিলেন। GeekWire-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই কর্মসূচির জন্য কোম্পানি ৯০০ মিলিয়ন ডলারের ব্যয়ও জানিয়েছিল।

ভারত ও বাংলাদেশের প্রযুক্তিকর্মীদের জন্য বার্তা

ভারতে Microsoft-এর কিছু দল এই কর্মসূচিতে আছে, কিন্তু দেশটিতে কতজন যোগ্য বা কতজন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন, তা প্রকাশ করা হয়নি। বাংলাদেশের প্রযুক্তিকর্মীদের জন্য তাই এটিকে নিশ্চিত চাকরি-সংকোচনের ঘোষণা হিসেবে না দেখে বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর কর্মী ও বিনিয়োগ কৌশলের একটি সংকেত হিসেবে দেখা যুক্তিযুক্ত: AI অবকাঠামোতে বিপুল অর্থ যাচ্ছে, পাশাপাশি কিছু প্রতিষ্ঠান দক্ষতা ও দলের গঠন নতুন করে সাজাচ্ছে।

AI-সহায়ক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারা, সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ, যোগাযোগ, এবং এমন দক্ষতা গড়ে তোলা—যা সহজে স্বয়ংক্রিয় করা যায় না—চাকরির বাজারে সুবিধা দিতে পারে। তবে কোনো দক্ষতাই চাকরির নিশ্চয়তা দেয় না।

এক কথায়: ৬০ হাজার কর্মীকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে না; ৬০ হাজারের মতো কর্মীকে স্বেচ্ছায় যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে কতজন যাবেন, তা এখনো অজানা।


BILL GATES
He didn't just build a company.
He built a platform for a better tomorrow.
Microsoft
"Information technology and the world is changing."
- Bill Gates
Personal Computer (1980s)
A HEALTHIER PLANET. A BRIGHTER FUTURE.
MICROSOFT
EST. 1975
THINK
DIFFERENTLY.
Bill Gates



রিয়াদ বিমানবন্দর আংশিক চালু, হামলার ঝুঁকি রয়ে গেছে: ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পর কী ঘটল



আন্তর্জাতিক California

পূর্ণ প্রতিবেদন

রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আংশিকভাবে চালু হয়েছে, কিন্তু সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ঝুঁকি কাটেনি। ১০ অক্টোবরের প্রাণঘাতী হামলার পর বিমানবন্দরটি প্রায় দুই সপ্তাহ বন্ধ ছিল। পরে দুটি টার্মিনালে সীমিত পরিষেবা ফিরলেও হুতি গোষ্ঠী বিমানবন্দরটিকে সামরিক লক্ষ্য বলে হুমকি দিয়েছে। সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট অক্টোবরের শেষেও ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার দাবি করেছে—যার কয়েকটি হুতি পক্ষ অস্বীকার করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কঠোর প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দিলেও সরাসরি মার্কিন হামলার কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেননি।

বিমানবন্দর খুলেছে, স্বাভাবিক চলাচল ফেরেনি

১০ অক্টোবর রিয়াদের বিমানবন্দরে হামলায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের হিসাবে অমিল রয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষের তথ্য উদ্ধৃত করে আল জাজিরা প্রথমে ১২ জন নিহত ও ৩০৯ জন আহত হওয়ার কথা জানায়। রয়টার্স ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) পরে নিহতের সংখ্যা ১৩ বলে উল্লেখ করে। এই পার্থক্য সরকারি হিসাবে পরবর্তী সংশোধনের ফল কি না, প্রকাশ্য তথ্য থেকে তা স্পষ্ট নয়। পরদিন বিমানবন্দরের আরেকটি হামলায় একজন নিহত ও ১১ জন আহত হন বলে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানায়।

কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ২৫ অক্টোবর থেকে দুটি টার্মিনালে সীমিতভাবে পরিষেবা শুরু করে। টার্মিনাল ১ থেকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট এবং টার্মিনাল ২ থেকে সৌদি সংস্থাগুলোর নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার কথা জানানো হয়। তবে হুতিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বিমানবন্দরকে “সামরিক লক্ষ্য” বলে হুমকি দেন এবং বিমান সংস্থা, কর্মী ও যাত্রীদের সেখানে না যাওয়ার আহ্বান জানান। ফলে বিমানবন্দর খোলা হলেও পূর্ণ পরিষেবা বা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

বিমান চলাচলে বিঘ্নের মাত্রা ছিল ব্যাপক। Cirium-এর তথ্য অনুযায়ী, ৮ থেকে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে রিয়াদের বিমানবন্দরে নির্ধারিত ৪ হাজার ৭৩৬টি ফ্লাইটের মধ্যে ৪ হাজার ৭১টি বাতিল হয়—প্রায় ৮৬ শতাংশ। একই সময়ে সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোতে মোট বাতিল ফ্লাইটের সংখ্যা ৭ হাজার ৮০০ ছাড়ায়। দাম্মাম ও আবহা বিমানবন্দরেও ব্যাপক বাতিলের খবর পাওয়া যায়। কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা রিয়াদগামী পরিষেবা নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত বা সীমিত করেছে; ডেল্টা এয়ারলাইনস তাদের আটলান্টা–রিয়াদ রুট চালুর পরিকল্পনা পরের বছরে পিছিয়ে দিয়েছে।

নতুন হামলার দাবি, পাল্টাপাল্টি বক্তব্য

অক্টোবর ২৬-এ হুতি গোষ্ঠী রিয়াদের বিমানবন্দর ও সৌদি তেল পরিবহন অবকাঠামোতে হামলার দাবি করে। সৌদি কর্তৃপক্ষ ওই দাবিগুলো তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করেনি। একই দিনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানায়, তারা ইয়েমেনের সানায় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকেন্দ্র ও গুদামে হামলা চালিয়েছে। অর্থাৎ, উভয় পক্ষই সামরিক পদক্ষেপের কথা বলেছে; তবে সব দাবির স্বাধীন যাচাই সম্ভব হয়নি।

অক্টোবরের শেষ দিকে সৌদি জোট মক্কা ও মদিনা-সংলগ্ন অঞ্চলে ড্রোন প্রতিহত করার দাবি করে। হুতি মুখপাত্র এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং সৌদি ভূখণ্ডে ওই দিন কোনো অভিযান চালানো হয়নি বলে জানান। এসব দাবির ক্ষেত্রে পক্ষগুলোর বক্তব্য আলাদা করে উল্লেখ করা জরুরি: এখন পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার স্বাধীন নিশ্চিতকরণ প্রকাশিত হয়নি।

ট্রাম্পের বক্তব্য: হুঁশিয়ারি, নাকি আসন্ন সামরিক পদক্ষেপ?

১৩ অক্টোবর ট্রাম্প বলেন, হুতিরা “খুব খারাপ আচরণ করছে”। তিনি আরও অভিযোগ করেন, গোষ্ঠীটি ইরানের প্রভাবে আবার হামলা শুরু করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তেলের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এগুলো ট্রাম্পের অভিযোগ; হামলার উদ্দেশ্য কিংবা ইরানের সরাসরি নির্দেশের প্রমাণ হিসেবে এগুলোকে উপস্থাপন করা যায় না। রয়টার্সের প্রতিবেদনেও ওই উদ্দেশ্য স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়নি।

ট্রাম্প সৌদি আরবের স্বার্থ রক্ষায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সহায়তা চাইতে পারেন বলেও বলেছিলেন। তবে হুতিদের বিরুদ্ধে সরাসরি মার্কিন সামরিক অভিযানের কোনো সিদ্ধান্ত তিনি প্রকাশ করেননি। এপি জানিয়েছে, সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আরও সহায়তা চাইছিল এবং ওয়াশিংটন গোয়েন্দা তথ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা দিচ্ছিল। কিন্তু সরাসরি মার্কিন হামলা শুরু হয়েছে—এমন নিশ্চিত তথ্য ১ নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি।

যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে যোগ দিলে সংঘাত আরও বিস্তৃত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ইয়েমেনের উপকূলের কাছে বাব আল-মান্দাব প্রণালি আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ পথ। হুতিরা সেখানে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ব্যাহত করলে সৌদি আরবের বাইরেও জ্বালানি ও পরিবহন খাতে চাপ বাড়তে পারে। তাই সামরিক প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নটি শুধু সৌদি নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে আঞ্চলিক নৌপথ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঝুঁকিও জড়িত।

তেহরানে কূটনৈতিক যোগাযোগ

সামরিক উত্তেজনার মধ্যেই ২৬ অক্টোবর সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা তেহরানে ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈঠকটির উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা কমানো। তবে ওই বৈঠক থেকে সৌদি আরব ও হুতিদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে, কিংবা হামলা থামানোর কোনো চুক্তি হয়েছে—এমন ঘোষণা প্রকাশিত হয়নি। কূটনৈতিক যোগাযোগ চললেও সংঘাতের ঝুঁকি যে কমেনি, অক্টোবরের শেষের পাল্টাপাল্টি হামলার দাবি তা দেখায়।

এপি-র সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে সৌদি আরবসহ অঞ্চলের কয়েকটি সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থলের ওপর রুশ সামরিক ও সরকারি উপগ্রহের অবস্থান এবং হামলার সময়ের মধ্যে একটি মিলের কথা বলা হয়েছে। অনুসন্ধানকারীরা উপগ্রহ-তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন; সৌদি, হুতি ও গোয়েন্দা-বিশ্লেষকদের বক্তব্যও প্রকাশ করেছেন। তবে উপগ্রহের তথ্য সরাসরি হুতিদের কাছে পাঠানো হয়েছে—এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তারা পাননি। তাই এই তথ্য সম্ভাব্য নজরদারি বা সহায়তার ইঙ্গিত দিতে পারে, কিন্তু রাশিয়ার সরাসরি অংশগ্রহণের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়।

ইয়েমেনের যুদ্ধ ও বাড়তে থাকা মানবিক সংকট

হুতি গোষ্ঠী ২০১৪ সাল থেকে ইয়েমেনের রাজধানী সানা ও দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। ২০১৫ সালে সৌদি আরব ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের পক্ষে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে। ২০২২ সালের জাতিসংঘ-মধ্যস্থ যুদ্ধবিরতি সীমান্ত-পার হামলা অনেকটাই কমিয়েছিল; কিন্তু চলতি বছরের নতুন সংঘাত সেই আপেক্ষিক শান্তি ভেঙে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপট না জানলে সৌদি আরবে হামলাগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হতে পারে, যদিও সেগুলো ইয়েমেনের ভেতরের সামরিক সংঘাতেরই অংশ।

মানবিক সংকটও দ্রুত গভীর হচ্ছে। জাতিসংঘের ২০২৬ সালের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইয়েমেনে ২ কোটি ২০ লাখের বেশি মানুষের মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা প্রয়োজন; তাঁদের মধ্যে ৫২ লাখ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত। জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থার তথ্য উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের শুরুতে নতুন করে লড়াই শুরুর পর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দুই লাখেরও বেশি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। নতুন করে বিমান হামলা ও পাল্টা হামলা চলতে থাকলে খাদ্য, আশ্রয় ও জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন আরও বাড়তে পারে।

বেসামরিক বিমানবন্দর ও যুদ্ধের আইন

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে বেসামরিক স্থাপনা সাধারণত সামরিক লক্ষ্যবস্তু নয়। কোনো স্থাপনা সামরিক কাজে ব্যবহৃত হলে তার আইনি অবস্থার মূল্যায়ন বদলাতে পারে; তবুও হামলাকারী পক্ষকে বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করতে, নির্বিচার আক্রমণ এড়াতে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি কমাতে সতর্কতা নিতে হয়। কিং খালিদ বিমানবন্দরের সামরিক ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ প্রকাশিত হয়নি। তাই কোনো নির্দিষ্ট হামলাকে তদন্ত ছাড়া আইনগতভাবে চূড়ান্ত শ্রেণিতে ফেলা ঠিক হবে না। তবে বেসামরিক বিমানবন্দরে যাত্রী ও কর্মীদের প্রাণহানি স্বাধীন তদন্ত ও স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশের দাবি তোলে।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা ICAO সংঘাতপূর্ণ এলাকার কাছে উড়ানের ঝুঁকি নির্ধারণে সরাসরি হামলার পাশাপাশি ভুলবশত আঘাত, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ এবং বেসামরিক বিমানের ভুল শনাক্তকরণের আশঙ্কাও বিবেচনা করতে বলে। সৌদি আরবের আকাশপথে হামলার সতর্কতা ও ব্যাপক ফ্লাইট বাতিলের কারণে বিমান সংস্থাগুলোকে যাত্রীদের নিরাপত্তা, বিকল্প রুট ও পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নতুন করে মূল্যায়ন করতে হয়েছে।

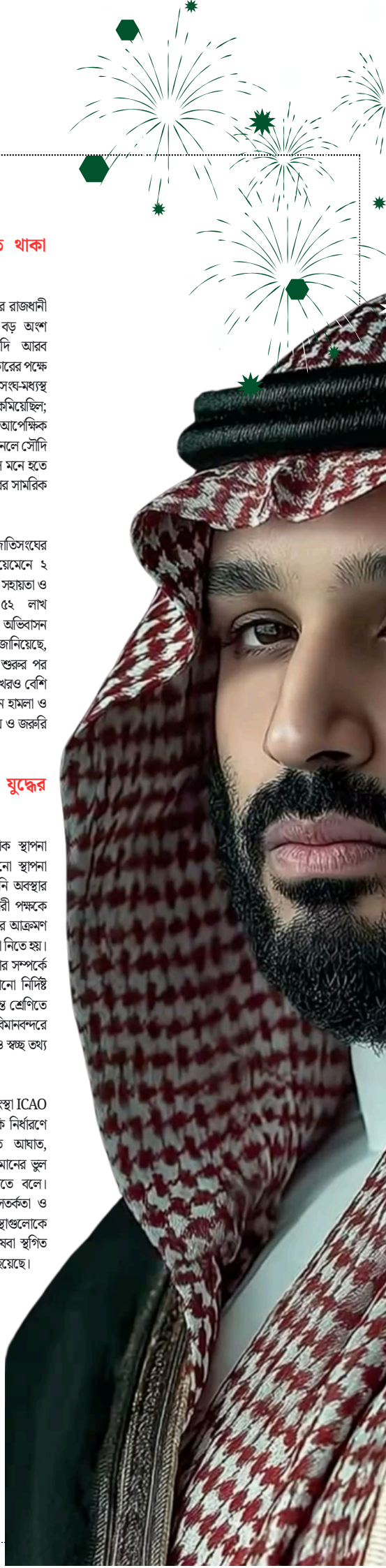

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

বরিশালের শিকড় থেকে বিশ্বশিক্ষার পরিসরে

স্যাল খানের “খান একাডেমি”



পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

এক চাচাতো বোনকে গণিত শেখানোর ছোট উদ্যোগ থেকে তৈরি হয়েছে এমন এক অনলাইন শিক্ষামঞ্চ, যা এখন ১৯০টির বেশি দেশে ব্যবহৃত হয়। সেই বিশ্বশিক্ষা উদ্যোগের বাংলা ভাষার যাত্রায় যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের তরুণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও।

একটি গণিতের সমস্যা বুঝতে পারছে না এক কিশোরী। দূরে থাকেন তাঁর চাচাতো ভাই—তাই সরাসরি বসে পড়ানোর উপায় নেই। ২০০৪ সালে সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে সালমান আমিন খান শুরু করেন অনলাইনে গণিত শেখানো। পরিবারের একজন শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি সেই পাঠ একদিন পৌঁছে যায় বিশ্বের কোটি মানুষের কাছে।

সাল খান নামে পরিচিত এই শিক্ষাবিদ ও উদ্যোক্তার বাবার পারিবারিক শিকড় বাংলাদেশের বরিশালে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খান একাডেমি আজ বিনা মূল্যে শিক্ষা উপকরণ দেয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের। সাল খানের গল্প তাই কেবল প্রযুক্তি বা উদ্যোক্তা হওয়ার গল্প নয়—এটি শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করার ভাবনা এবং সেই ভাবনার সঙ্গে বাংলাদেশের ভাষা ও মানুষের যুক্ত হওয়ার গল্প।

আত্মীয়কে পড়ানো থেকে ইউটিউবের পাঠ

সালমান আমিন খান ১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর লুইজিয়ানার মেটেরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিউ অর্লিন্স অঞ্চলে বেড়ে ওঠেন। তাঁর বাবা ফখরুল আমিন খান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর গ্রামের মানুষ; মা মাসুদা খানের পারিবারিক শিকড় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে। খান নিজেই বলেছেন, তাঁর বাবার পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল।

শিক্ষাজীবনে তিনি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি—এমআইটি—থেকে তিনটি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ অবশ্য খান একাডেমি প্রতিষ্ঠার আগেই শুরু হয়েছিল: এমআইটিতে পড়ার সময় শিশুদের জন্য গণিতের সফটওয়্যার তৈরি করেছিলেন, পরে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদেরও পড়িয়েছেন।

২০০৪ সালে চাচাতো বোন নাদিয়ার গণিতে সহায়তা করতে গিয়ে খান প্রথমে অনলাইনে পাঠ দিতে শুরু করেন। পরে আত্মীয় ও পরিচিতদের অনুরোধ বাড়লে তিনি নিজের ব্যাখ্যাগুলো ভিডিও করে ইউটিউবে প্রকাশ করেন। প্রথম ভিডিওগুলো আপলোড হয় ২০০৬ সালে। অর্থাৎ নাদিয়াকে পড়ানো, ভিডিও প্রকাশ এবং খান একাডেমি প্রতিষ্ঠা—তিনটি আলাদা ধাপ; খান একাডেমিকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয় ২০০৮ সালে।

ভিডিওগুলোর ধরন ছিল সরল: একটি ডিজিটাল বোর্ডে বিষয়টি ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা, যেন শিক্ষার্থী নিজের সুবিধামতো বিরতি দিতে পারে, আবার দেখতে পারে, কিংবা আগে থেকে জানা অংশ এড়িয়ে যেতে পারে। পরবর্তীকালে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয় অনুশীলনী, অগ্রগতি দেখার ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের জন্য নানা উপকরণ।

২০০৯ সালে আর্থিক বিশ্লেষকের চাকরি ছেড়ে খান পুরো সময় শিক্ষা উদ্যোগে দেন। খান একাডেমির লক্ষ্য—যে কেউ, যেকোনো জায়গা থেকে, বিনা মূল্যে মানসম্মত শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করতে পারবে। আজ প্ল্যাটফর্মটি ১৯০টির বেশি দেশ ও ৫৫টির বেশি ভাষায় পাওয়া যায়। ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে ১০ কোটি ৪৯ লাখ মানুষ এতে পড়াশোনা করেছেন বলে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলায় পৌঁছানোর উদ্যোগ

শিক্ষার উপকরণ কেবল অনলাইনে থাকলেই সবার কাছে পৌঁছায় না; ভাষাও একটি বড় বাধা। খান একাডেমির পাঠ বাংলায় আনার কাজ তাই শুধু অনুবাদ ছিল না—এটি বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষাসামগ্রীকে আরও ব্যবহারযোগ্য করে তোলার চেষ্টা।

আগামি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের তরুণদের সংগঠন ওয়ান ডিগ্রি ইনিশিয়েটিভ ২০১১ সালে ৮৮০টির বেশি গণিতের ভিডিও বাংলায় অনুবাদ করে। আগামির বার্ষিক প্রতিবেদনে এই উদ্যোগের অধীনে ৮৮৩টি গণিতের টিউটোরিয়াল অনুবাদের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নাসেনিয়া আইটিও জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের ভিডিও অনুবাদের কাজে যুক্ত হয়।

এরপর বাংলাদেশে খান একাডেমির বাংলা সংস্করণ ও স্থানীয় শিক্ষাসামগ্রী তৈরির উদ্যোগ আরও বিস্তৃত হয়। আগামির তথ্য অনুযায়ী, তাদের খান একাডেমি বাংলা কনটেন্ট ও অফলাইন শিক্ষামঞ্চ বর্তমানে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির ৭৬টি স্কুলে ব্যবহৃত হচ্ছে। খান একাডেমির ২০২৪–২৫ বার্ষিক প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের জন্য নতুন KhanX কর্মসূচি চালুর কথা বলা হয়েছে।

এই কাজের গুরুত্ব বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিশেষভাবে স্পষ্ট। অনেক শিক্ষার্থীর কাছে ভালো শিক্ষক, সহায়ক পাঠ বা পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ সব সময় থাকে না। ভিডিও ও অনলাইন অনুশীলন সেই ঘাটতি কমাতে পারে—যদিও ইন্টারনেট, উপযুক্ত যন্ত্র, বিদ্যুৎ ও ভাষাভিত্তিক সহায়তা না থাকলে ডিজিটাল শিক্ষা সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না।

নিজের গতিতে শেখা, তবে নিয়মিত সহায়তাও জরুরি

খান একাডেমির শিক্ষাপদ্ধতির একটি পরিচিত ধারণা হলো ‘মাস্টারি লার্নিং’: শিক্ষার্থী একটি দক্ষতা যথেষ্ট ভালোভাবে আয়ত্ত করার পর পরের ধাপে এগোবে। ভুলকে ব্যর্থতা হিসেবে না দেখে শেখার অংশ হিসেবে নেওয়া হয়; প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থী একই বিষয় আবার অনুশীলন করতে পারে।

তবে অনলাইন পাঠের সাফল্য শুধু ভিডিও দেখার ওপর নির্ভর করে না। ২০২৬ সালে Proceedings of the National Academy of Sciences–এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দুই লাখের বেশি শিক্ষার্থীর তিন বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষকেরা দেখেছেন, বছরে গড়ে ৬ দশমিক ৬ ঘণ্টা খান একাডেমিতে গণিত অনুশীলনের সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলে পরিমিত উন্নতির সম্পর্ক ছিল; সপ্তাহে ৩০ মিনিট অনুশীলনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উন্নতি আরও বেশি বলে গবেষণাটি অনুমান করে। ফলাফলটি মনে করিয়ে দেয়, ডিজিটাল পাঠ কাজে লাগাতে নিয়মিত অনুশীলন এবং শ্রেণিকক্ষের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো অনলাইন প্ল্যাটফর্মই শিক্ষক, সহপাঠী, শ্রেণিকক্ষের আলোচনা বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সহায়তার পূর্ণ বিকল্প নয়। খান একাডেমির শক্তি বরং শেখার উপকরণকে সহজে পাওয়া, বারবার ব্যবহার করা এবং নিজের গতিতে এগোনোর সুযোগে। বাস্তবে সেই সুযোগ কতটা কাজে লাগবে, তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, শিক্ষকের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের ওপর।

সাল খানের যাত্রা শুরু হয়েছিল একজন শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার ইচ্ছা থেকে। সেই উদ্যোগকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে প্রযুক্তি সহায়তা করেছে; আর বাংলায় অনুবাদ ও স্থানীয় প্রয়োগের কাজ তাকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আরও কাছে এনেছে। বরিশালের শিকড় আর বৈশ্বিক শিক্ষামঞ্চের মধ্যে সম্পর্কটি তাই কেবল একজন প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়—এটি ভাষা, জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া এবং শেখার সুযোগ বাড়ানোর এক যৌথ প্রচেষ্টা।

Gifts sure to hit the perfect note.

The best presents are the ones that will keep them grooving every day.

Shop Christmas Gifts




ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



> স্বল্পোন্নত দেশের ১০ সাংবাদিককে ২০২৭ সালে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের উন্নয়নবিষয়ক পর্যালোচনা কাভারের সুযোগ দেওয়া হবে। আবেদন করতে হবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে।

পূর্ণ প্রতিবেদন

জাতিসংঘের একটি পূর্ণ অর্থায়িত ফেলোশিপে আবেদন করতে পারবেন স্বল্পোন্নত দেশের সাংবাদিকেরা। নির্বাচিত ১০ জন সাংবাদিক ২০২৭ সালের ২৫–২৭ মার্চ কাতারের দোহায় অনুষ্ঠেয় দোহা কর্মসূচির মধ্যবর্তী পর্যালোচনা কাভার করবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩০ নভেম্বর ২০২৬।

জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ, স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ ও ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রবিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভের কার্যালয় (ইউএন-ওএইচআরএলএলএস) এ ফেলোশিপ দিচ্ছে। দোহা কর্মসূচির (Doha Programme of Action—DPoA) অগ্রগতি, ঘাটতি ও পরবর্তী করণীয় পর্যালোচনা করাই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে এবং জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত ৪৪টি স্বল্পোন্নত দেশের কোনো একটির নাগরিক হতে হবে। স্বীকৃত সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত কাজ এবং সাংবাদিকতায় অন্তত দুই বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতাও আবশ্যক।

নির্বাচিত ফেলোরা দোহায় যাতায়াতের ইকোনমি-শ্রেণির বিমানভাড়া এবং জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী আবাসন ও খাবারের জন্য দৈনিক ভাতা পাবেন। তাঁদের সম্মেলনের আগে, চলাকালে ও পরে—তিন পর্যায়ে অন্তত তিনটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশিত কাজের লিংক জমা দেওয়ার শেষ সময় ৩০ এপ্রিল ২০২৭।

আবেদনে সর্বোচ্চ ৩০০ শব্দের জীবনী, প্রকাশিত দুটি কাজের নমুনা এবং সর্বোচ্চ ৪০০ শব্দের প্রতিবেদন-প্রস্তাব দিতে হবে। দুটি নমুনার অন্তত একটি উন্নয়নবিষয়ক হওয়া প্রয়োজন। আবেদন ফি নেই; অসম্পূর্ণ বা দেরিতে পাঠানো আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

জাতিসংঘের ফেলোশিপ পেজে বাংলাদেশকে যোগ্য ৪৪টি দেশের তালিকায় রাখা হয়েছে। তবে জাতিসংঘের আরেক তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে উত্তরণের নির্ধারিত তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২৬—আবেদনের শেষ সময়ের ছয় দিন আগে। আবেদনকারীরা জমা দেওয়ার আগে জাতিসংঘের পোর্টালে যোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারেন।



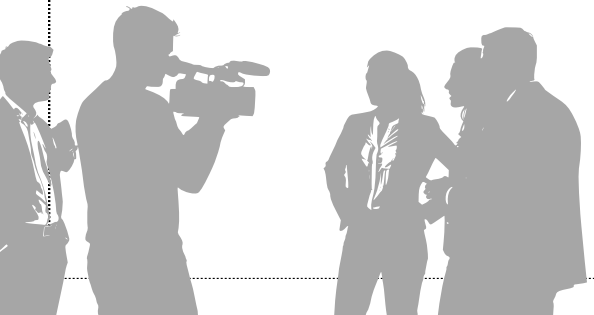


ঢালিউড
শাবনূর

শাবনূরকে ঘিরে লস অ্যাঞ্জেলেসে ‘ঘূর্ণি ক্লাসিক ২০২৬’-এর ঘোষণা



সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ঘোষণায় ২৬ নভেম্বরের অনুষ্ঠানে শাবনূরের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। তবে ভেন্যু, সময়, আয়োজনের ধরন ও আমন্ত্রণ পাওয়ার পদ্ধতি এখনও জানানো হয়নি।

লস অ্যাঞ্জেলেসে ২৬ নভেম্বর ‘ঘূর্ণি ক্লাসিক ২০২৬’ নামে একটি অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে ঘূর্ণি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো প্রচারচিত্রে বলা হয়েছে, সেখানে উপস্থিত থাকবেন ঢালিউড অভিনেত্রী শাবনূর। তবে ঘোষণায় অনুষ্ঠানের স্থান, সময় কিংবা আমন্ত্রিত অতিথিরা কীভাবে প্রবেশের অনুমতি পাবেন—এসব তথ্য নেই।

প্রচারচিত্রটি ‘Little Bangladesh community’ নামে একটি ফেসবুক পোস্টে দেখা যায়। সেখানে অনুষ্ঠানটিকে ঘূর্ণির আয়োজন হিসেবে উল্লেখ করে শাবনূরের লস অ্যাঞ্জেলেস সফরকে তাঁর প্রথম সফর বলে দাবি করা হয়েছে। এই দাবির স্বাধীন নিশ্চিতকরণ বা অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্য সূত্রে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে আপাতত এটিকে আয়োজকপক্ষের প্রচারঘোষণা হিসেবেই দেখা উচিত—নিশ্চিত সফরসূচি বা পূর্ণাঙ্গ ইভেন্ট-তথ্য হিসেবে নয়।

তারিখটি থ্যাঙ্কসগিভিং দিবস

ঘোষণায় উল্লেখ করা ২৬ নভেম্বর ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্রে থ্যাঙ্কসগিভিং দিবস। মার্কিন Office of Personnel Management–এর সরকারি ছুটির তালিকায়ও দিনটিকে ২০২৬ সালের থ্যাঙ্কসগিভিং হিসেবে দেখানো হয়েছে। ছুটির দিনে যাতায়াত, পারিবারিক পরিকল্পনা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সময়সূচি বদলাতে পারে; তাই অনুষ্ঠানটির সময় ও ভেন্যু আগে জানানো দর্শক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

এ মুহূর্তে ঘোষণাটির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাঠ হলো: ‘ঘূর্ণি ক্লাসিক ২০২৬’ নামে ২৬ নভেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি অনুষ্ঠানের প্রচার চলছে এবং সেখানে শাবনূরের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। ভেন্যু ও অন্যান্য আয়োজন-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ঘোষণার বাইরে কোনো বিস্তারিত অনুমান করা ঠিক হবে না।

শাবনূরকে ঘিরে দর্শকের স্মৃতি

শাবনূরের নাম বাংলাদেশের জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের এক দীর্ঘ অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ‘চাঁদনী রাতে’ দিয়ে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করার পর ‘তুমি আমার’, ‘স্বপ্নের ঠিকানা’, ‘আনন্দ অশ্রু’ ও ‘দুই নয়নের আলো’র মতো ছবিতে অভিনয় তাঁকে বিপুল দর্শকপ্রিয়তা এনে দেয়। ‘দুই নয়নের আলো’ ছবির জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পান।

তাঁর জনপ্রিয়তার পেছনে শুধু তারকাখ্যাতি নয়, নব্বইয়ের দশক ও পরবর্তী সময়ের বাংলা বাণিজ্যিক সিনেমার সঙ্গে গড়ে ওঠা দর্শক-সম্পর্কও রয়েছে। প্রবাসী দর্শকের কাছে পুরোনো চলচ্চিত্র, গান ও তারকাদের স্মৃতি অনেক সময় জন্মভূমির ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে। লস অ্যাঞ্জেলেসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র-তারকাদের অংশগ্রহণ সেই সংযোগকে সরাসরি উপস্থিতির অভিজ্ঞতায় রূপ দিতে পারে—যদিও ‘ঘূর্ণি ক্লাসিক’-এর ক্ষেত্রে আয়োজনের প্রকৃতি এখনও স্পষ্ট নয়।

লিটল বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক মিলন

লস অ্যাঞ্জেলেসের লিটল বাংলাদেশ শুধু ব্যবসা ও বসবাসের একটি এলাকা নয়; প্রবাসীদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখারও একটি কেন্দ্র। ২০১০ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিল এলাকাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘লিটল বাংলাদেশ’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম LA Local–এর প্রতিবেদনেও দেখা যায়, এলাকার বার্ষিক উদ্‌যাপনগুলোতে বাংলাদেশি ঐতিহ্যের পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ ও স্থানীয় প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়।প্রথম আলো–র লস অ্যাঞ্জেলেসভিত্তিক প্রতিবেদনে লিটল বাংলাদেশকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভাষা, খাবার, সামাজিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মিলনস্থল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।


Vaseline
REPAIR.
HEAL.
SMOOTH.
—
Deep healing
for dry lips
Vaseline
Original
HEALING JELLY
Dermatologist Tested
Skin Protectant
Locks in moisture. Repairs dryness.
Restores soft, healthy lips.
@Loriel.AI & 老欧AIGC


ঢালিউড

জয়া আহসান



মনে কি রেখেছ আমায়.....

পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত

সালমান শাহ্

৯০ এর দশকের কালজয়ী অভিনেতা



বিশ্বকে পড়ুন, বাংলায়।

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
WEEKLY DIGITAL

californierchithi.com

DUA LIPA



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

হলিউড



দুয়া লিপা–রামা দুওয়াজির লন্ডন শিল্পকাজ: বিতর্কের কেন্দ্রে কী?

লন্ডনের পিকাডিলি সার্কাসের বিশাল পর্দায় বই, গল্প আর কল্পনার দৃশ্য ভেসে উঠেছে। প্রচারচিত্রটির ভাবনা ও লেখা পপ তারকা দুয়া লিপার; অ্যানিমেশন করেছেন সিরীয়-আমেরিকান শিল্পী রামা দুওয়াজি। কাজটি লন্ডন সাহিত্য উৎসবের “Read the World Differently” প্রচারণার অংশ। কিন্তু শিল্পীটির পরিচয়—নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির স্ত্রী—এই সাংস্কৃতিক সহযোগিতাকে আরেকটি রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়ও করে তুলেছে।

শিরোনামের দাবি, আর যাচাইয়ে যা মিলেছে

ছবির শিরোনামে বলা হয়েছে, দুয়া লিপার সঙ্গে লন্ডন ভ্রমণ ঘিরে আবার বিতর্কে পড়েছেন মামদানির স্ত্রী। যাচাইয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়, দুওয়াজি উৎসবের প্রচারচিত্রে অ্যানিমেশন করেছেন এবং সেটি পিকাডিলি লাইটস ও সাউথব্যাংক সেন্টারে দেখানো হয়েছে। The New Arab-এর উৎসব-প্রতিবেদনেও দুয়া লিপার লেখা ও দুওয়াজির অ্যানিমেশনের কথা আছে।

তবে দুওয়াজি ঠিক কবে লন্ডনে গিয়েছিলেন, সফরটির খরচ কে বহন করেছে, কিংবা নিউইয়র্ক সিটির কোনো সরকারি সম্পদ এতে ব্যবহৃত হয়েছে কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ্য নির্ভরযোগ্য নথিতে মেলেনি। New York Post-এর প্রতিবেদনে তাঁর ইংল্যান্ড যাওয়ার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু শিল্পকাজের উপস্থিতি নিজে থেকে সফরের বিস্তারিত বা অর্থায়নের উৎস প্রমাণ করে না।

দুয়া লিপার সাহিত্য উৎসব, দুওয়াজির অ্যানিমেশন

দুয়া লিপা শুধু সংগীতশিল্পী নন—তিনি Service95 Book Club-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ২০২৬ সালের লন্ডন সাহিত্য উৎসবের কিউরেটরও ছিলেন। সাউথব্যাংক সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, উৎসবটি ২০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত চলে এবং এ বছর ছিল এর ১৯তম আয়োজন। দুয়া লিপার কিউরেট করা অনুষ্ঠানে লেখক জেডি স্মিথ, কবি ও সংগীতশিল্পী মুস্তাফা এবং লেখক-পারফর্মার প্যাটি স্মিথ অংশ নেন।

এই বৃহত্তর সাহিত্য-আয়োজনের প্রচারচিত্রে দুওয়াজির কাজ বইয়ের পাতাকে চলমান দৃশ্যে রূপ দিয়েছে। সাউথব্যাংকের প্রকাশ্য বিবৃতিতে উৎসবের কিউরেশন ও দুয়া লিপার ভূমিকা নিশ্চিত হলেও, অ্যানিমেশনটির পূর্ণ কৃতিত্বের বিবরণ সেখানে নেই; The New Arab-এর প্রতিবেদন এবং উৎসব-সংক্রান্ত প্রচারসামগ্রীতে দুওয়াজির নাম পাওয়া যায়। ফলে কাজটির শিল্পী-পরিচয় যাচাইয়ে উৎসগুলো একসঙ্গে পড়া জরুরি।

‘মেয়রের স্ত্রী’ পরিচয় কি সরকারি দায় তৈরি করে?

নিউইয়র্কে মেয়রের স্ত্রী হওয়া নির্বাচিত বা সরকারি পদ নয়। amNewYork-এর প্রতিবেদন বলছে, দুওয়াজির সিটি হলে কোনো আনুষ্ঠানিক পদ নেই; মামদানি তাঁকে ব্যক্তিগত নাগরিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ফলে তাঁর শিল্পচর্চা বা ব্যক্তিগত ভ্রমণকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়রের সরকারি কার্যক্রম বলা যায় না। অন্যদিকে, কোনো সফরে যদি সরকারি অর্থ, নিরাপত্তা বা প্রশাসনিক সহায়তা ব্যবহৃত হয়, তা জনস্বার্থের প্রশ্ন তুলতে পারে—কিন্তু এই লন্ডন-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে সে ধরনের ব্যয়ের প্রমাণ দেওয়া হয়নি।

সমালোচনার একটি অংশ তাই সফরের প্রকৃত তথ্যের চেয়ে তাঁর ভূমিকা ও জনপরিচয়কে ঘিরে। New York Post-এর প্রতিবেদন তাঁকে “আবার বিদেশে” যাওয়ার ভাষায় উপস্থাপন করেছে, যা তাঁর পূর্ববর্তী বিদেশযাত্রা নিয়ে চলমান বিতর্ককে সামনে আনে। কিন্তু ভ্রমণটি ব্যক্তিগত, পেশাগত, নাকি আনুষ্ঠানিক—প্রকাশিত তথ্য তা স্পষ্ট করে না। জনস্বার্থের প্রশ্ন করতে হলে যাত্রার তারিখ, অর্থায়ন, নিরাপত্তা-ব্যবস্থা এবং সরকারি সম্পদের ব্যবহার আলাদা করে যাচাই করা দরকার।

আগের সমালোচনার প্রেক্ষাপট

দুওয়াজিকে নিয়ে আগের বিতর্কের একটি অংশ তাঁর পুরোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট থেকে এসেছে। Associated Press-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কৈশোরে করা কিছু ক্ষতিকর মন্তব্যের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, ১৫ বছর বয়স তাঁর ভাষার ক্ষতির অজুহাত নয়। একই প্রতিবেদনে সাম্প্রতিক ইসরায়েল-ফিলিস্তিন-সম্পর্কিত অনলাইন কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনার কথাও আছে। এগুলো লন্ডনের শিল্পপ্রকল্প থেকে আলাদা বিষয়; এ দুই প্রসঙ্গকে এক করে দেখালে শিল্পকাজের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক বিতর্কের সীমারেখা ঝাপসা হয়।

দুওয়াজি একজন শিল্পী—তাঁর কাজের বিষয়বস্তু ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে সমালোচনা করা স্বাভাবিক। একই সঙ্গে, তাঁর স্বামীর নির্বাচিত পদ তাঁকে নিজে থেকে সরকারি কর্মকর্তা করে না। TIME-এর প্রোফাইলে তাঁর শিল্পচর্চাকে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক এবং প্রবাস-পরিচয় ও বাস্তুচ্যুতির গল্পের সঙ্গে যুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শিল্পী-পরিচয়কে গুরুত্ব দিলে লন্ডনের প্রকল্পটি কেবল “মেয়রের স্ত্রীর বিদেশযাত্রা” হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না।

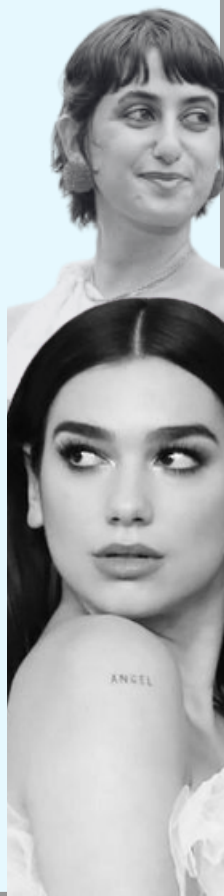


Limón
ZERO AZÚCAR
REAL
TASTE.
ZERO
COMPROMISE.
— REFRESHINGLY LEMON.
100% YOU.
ZERO AZÚCAR
REFRESHINGLY LEMON
ZERO SUGAR
GREAT TASTE
TASTE THE FEELING™


Rama waji

বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যে মুম্বাইয়ে একসঙ্গে অভিষেক-ঐশ্বরিয়া

ক্যামেরার সামনে একসঙ্গে

মুম্বাইয়ের দীপাবলি পার্টিতে হাত ধরে প্রবেশ—তারপর আলোকচিত্রীদের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি। ৫ নভেম্বর ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার আয়োজনে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের এই উপস্থিতিই হয়ে উঠেছে বলিউডের আলোচিত মুহূর্তগুলোর একটি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি, ইন্ডিয়া টুডে ও দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পার্টিতে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। ঐশ্বরিয়া পরেছিলেন লাল শাড়ি, অভিষেকের পোশাক ছিল কালো। তাঁদের ছবি ও ভিডিও দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে, সাম্প্রতিক সময়ে তাঁদের প্রকাশ্যে একসঙ্গে ছবি তোলার ঘটনা তুলনামূলক বিরল ছিল।

পুরোনো গুঞ্জন কেন ফিরল সামনে একসঙ্গে

অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক নিয়ে বিচ্ছেদের জল্পনা নতুন নয়। ২০২৪ সালে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে দুজনকে আলাদা সময়ে পৌঁছাতে দেখে অনলাইনে নানা অনুমান ছড়ায়। পরে অভিষেকের একটি সামাজিক-মাধ্যম কার্যকলাপ নিয়েও বিচ্ছেদের গুজব তৈরি হয়। তবে আলাদা প্রবেশ বা কোনো পোস্টে প্রতিক্রিয়া—কোনোটিই দাম্পত্য সম্পর্কে সমস্যার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে পিপিং মুন-এর এক সাক্ষাৎকারে অভিষেক এসব গুজবকে “ভিত্তিহীন” ও “ভুল” বলে নাকচ করেন। হিন্দুস্তান টাইমস ও এনডিটিভি তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানায়, তিনি বলেন—বিয়ের আগেও তাঁদের বিয়ের সময় নিয়ে অনুমান করা হতো, আর বিয়ের পর বিচ্ছেদ নিয়ে।

উপস্থিতি খবর, সম্পর্কের রায় নয়

বচ্চন দম্পতির একসঙ্গে পার্টিতে যাওয়া যাচাইযোগ্য ঘটনা। কিন্তু সেটিকে বিচ্ছেদের গুঞ্জনের চূড়ান্ত “জবাব” বা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণ বিবরণ হিসেবে দেখার ভিত্তি নেই। জনপরিসরে একসঙ্গে দেখা যাওয়া থেকে সম্পর্কের সব দিক জানা যায় না; একইভাবে আলাদা অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকেও বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত টানা যায় না।

এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিনোদন সংবাদে ছবি ও ছোট ভিডিও প্রায়ই বড় দাবির উপাদান হয়ে ওঠে। ছবিতে যা দেখা যায়—দুজন একই অনুষ্ঠানে ছিলেন এবং ক্যামেরার সামনে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবস্থা সম্পর্কে এর বাইরে সিদ্ধান্ত নেওয়া সংবাদ যাচাইয়ের সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ২০১৭ সালের গোপনীয়তা-সংক্রান্ত রায়ে ব্যক্তির পরিবার ও বিবাহিত জীবনকে ব্যক্তিগত পরিসরের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; একই সঙ্গে জনস্বার্থ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে তারকাদের প্রকাশ্য উপস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন করা যায়, তবে অপ্রমাণিত ব্যক্তিগত দাবি নিশ্চিত তথ্যের মতো ছড়ানো উচিত নয়।

প্রায় দুই দশকের দাম্পত্য

অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার বিয়ে হয় ২০০৭ সালের ২০ এপ্রিল। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তাঁরা ১৯তম বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন বলে এনডিটিভি জানিয়েছে। দীর্ঘদিনের তারকা-জীবনের কারণে তাঁদের ব্যক্তিগত মুহূর্তও জনআলোচনায় আসে—কিন্তু সেই আগ্রহের সঙ্গে তথ্য যাচাইয়ের দায়ও থাকে।

মণীশ মালহোত্রার পার্টিতে তাঁদের একসঙ্গে উপস্থিতি তাই নিশ্চিতভাবে একটি খবর: বহুদিনের আলোচনায় থাকা দুই অভিনেতা একই অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং আলোকচিত্রীদের সামনে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছেন। এর বেশি অর্থ তাঁদের হয়ে সংবাদমাধ্যমের নির্ধারণ করা উচিত নয়।

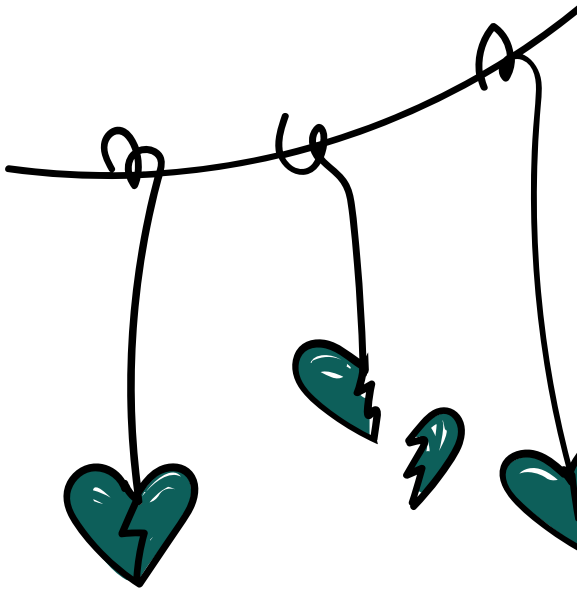





THE BEST BREAK STARTS WITH SPACE.






UNITED STATES OF AMERICA
250
1776
2026
ANNIVERSARY
EAGLES BOOST ®
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE
WEBSITES
Modern. Responsive. Powerful.
APPS
Smart. Scalable. User-Friendly.
GROWTH
Digital Strategies That Deliver.
EAGLESBOOST.COM
EAGLES BOOST.COM
EAGLES BOOST
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE


AISHWARYA
RAI

নীতা আম্বানির

ড্রাগনফ্লাই ব্রোচ: ১৫ কোটি রুপির দাম কি নিশ্চিত?



বিনোদন ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

মুম্বাইয়ে NMACC-এর ‘The Library’ উদ্বোধনে নীতা আম্বানি পরেছিলেন ওয়ালেস চানের ২০১৭ সালের ‘Soaring Spirit’। সংবাদমাধ্যমে দাম ও নির্মাণকাল নিয়ে নানা সংখ্যা এলেও শিল্পীর নথিতে সেগুলোর উল্লেখ নেই।

মুম্বাইয়ে নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারের (NMACC) নতুন পাঠাগার ‘The Library’-র উদ্বোধনে নীতা আম্বানির বেইজ রঙের পোশাকে চোখে পড়ে একটি রত্নখচিত ড্রাগনফ্লাই ব্রোচ। NMACC-এর সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে অলংকারটির নাম বলা হয়েছে ‘Soaring Spirit’, আর নির্মাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে জুয়েলারি শিল্পী ওয়ালেস চানকে। অনুষ্ঠানটি হয় ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর।

ছবির সঙ্গে ছড়ানো “১৫ কোটি রুপি” দাম ও “তৈরি করতে ১০ বছর” লাগার দাবিও আলোচনায় এসেছে। কিন্তু এ দুটির কোনোটিই চানের প্রকাশিত শিল্পকর্ম-নথিতে নেই। ফলে এগুলোকে নিশ্চিত তথ্য না বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত অনুমান ও দাবি হিসেবে দেখা উচিত।

শিল্পীর নথিতে নকশা ও উপকরণ

চানের ওয়েবসাইটে ‘Soaring Spirit’-কে ২০১৭ সালের একটি ব্রোচ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে উপকরণের মধ্যে আছে তসাভোরাইট গারনেট, হলুদ ও অন্যান্য রঙের হীরা, রুবি, পিংক স্যাফায়ার এবং টাইটানিয়াম। শিল্পীর বর্ণনা অনুযায়ী, ড্রাগনফ্লাইয়ের ডানা অ্যাবাকাস—গণনা ও পরিমাপের ঐতিহ্যবাহী যন্ত্র—থেকে অনুপ্রাণিত। টাইটানিয়ামের শরীরটি নমনীয়, পরিধানকারীর নড়াচড়ার সঙ্গে নড়ে।

ব্রোচের কেন্দ্রীয় পাথরটি ১৭.৬৭ ক্যারেটের তসাভোরাইট গারনেট—এমন তথ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসসহ কয়েকটি প্রতিবেদনে এসেছে। তবে চানের নিজস্ব তালিকায় পাথরটির ক্যারেট-ওজন দেওয়া নেই। তাই ওজনের তথ্যটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বলে উল্লেখ করাই যথাযথ।

NMACC ড্রাগনফ্লাইকে স্বপ্ন, স্বাধীনতা ও সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। এই ব্যাখ্যা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটির নিজস্ব পোস্টের ভাষ্য; এটি শিল্পh নকশা-ভাবনা বোঝায়, তবে অলংকারটির বাজারমূল্য নির্ধারণ করে না।

১৫ কোটি রুপির অঙ্কটি কোথা থেকে?

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ব্রোচটির আনুমানিক মূল্য ১৫ লাখ থেকে ১৮ লাখ মার্কিন ডলার—প্রায় ১২ থেকে ১৫ কোটি রুপি—বলে লিখেছে। Mint-ও প্রায় একই মূল্যসীমার কথা জানিয়েছে। কিন্তু চানের ওয়েবসাইট বা NMACC-এর পোস্টে কোনো বিক্রয়মূল্য, আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন কিংবা নিলামের রেকর্ড নেই। StartupOriginals-এর প্রতিবেদনও বলেছে, শিল্পী বা NMACC প্রকাশ্যে কোনো দাম জানায়নি।

“১৫ কোটি রুপির ব্রোচ” শিরোনামটি আকর্ষণীয় হলেও নিশ্চিত দাম হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। সংবাদমাধ্যমের অনুমানিত মূল্য এক নয়—প্রকৃত বাজারমূল্যও বিক্রয়, বীমা বা স্বাধীন মূল্যায়নের মতো তথ্য ছাড়া স্থির করে বলা যায় না।

দশ বছর ধরে তৈরির দাবিও যাচাইসাপেক্ষ

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং Hindustan Times জানিয়েছে, ব্রোচটি তৈরি করতে চানের দশ বছর লেগেছিল। কিন্তু শিল্পীর নিজের ওয়েবসাইটে কাজটির সাল ২০১৭ বলা হলেও নকশা বা নির্মাণের সময়কাল উল্লেখ নেই। অন্য প্রতিবেদনেও দশ বছরের দাবির পক্ষে প্রকাশ্য নথি বা শিল্পীর সরাসরি বক্তব্য দেখানো হয়নি। তাই দাবিটি বহুল প্রচারিত হলেও প্রাথমিক সূত্রে স্বাধীনভাবে নিশ্চিত নয়।

গয়নার বাইরে, অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট

‘The Library’ NMACC-র বই, খাবার ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের নতুন পরিসর। Mint-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংগ্রহে বিভিন্ন বিষয়ে ৪,৫০০-এর বেশি বই রয়েছে; সেখানে সাহিত্যভিত্তিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেরও পরিকল্পনা আছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রোচটি আলোচনায় এলেও, অনুষ্ঠানটির মূল বিষয় ছিল পাঠাগার ও পড়ার অভ্যাসকে ঘিরে নতুন উদ্যোগ।



Red Bull Gives You Wings.





ব্ল্যাকমেল



টলিউড



মিঠুন চক্রবর্তী

পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত

সত্যজিৎ রায়

পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত



END OF AN ERA

Thank You



THANK YOU CR7

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

খেলাধুলা

২৩ বছরে ২৩৪ ম্যাচ, ১৪৬ গোল—রেকর্ডের পাতায় থেকে যাবে এক কিংবদন্তির নাম

মাসুদ হাসান মারুফ |যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ঘোষণা দিয়েছেন, জাতীয় দলের হয়ে আর দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবেন না তিনি। ২৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনে এবার পর্তুগালের ঐতিহ্যবাহী সাত নম্বর জার্সিটি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই ফুটবলার। ২০২৬ সালের ৫ নভেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান ৪১ বছর বয়সী রোনালদো।

রোনালদোর এই ঘোষণা শুধু একজন ফুটবলারের বিদায় নয়, বরং একটি প্রজন্মের আবেগ ও স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দীর্ঘ সময়ের সমাপ্তি। ২০০৩ সালের আগস্টে পর্তুগালের জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। এরপর দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের জার্সিতে অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন তিনি। মাঠে তাঁর গতি, গোল করার দক্ষতা, নেতৃত্ব এবং জয়ের অদম্য মানসিকতা তাঁকে বিশ্ব ফুটবলের অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট রোনালদোর মহত্ত্ব

পর্তুগালের হয়ে রোনালদোর আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বিস্ময়কর। জাতীয় দলের হয়ে ২৩৪টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি, গোল করেছেন ১৪৬টি। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক ম্যাচ খেলা এবং সর্বাধিক গোল করার রেকর্ড—দুটিই তাঁর দখলে।

২০১৬ সালে ফ্রান্সের মাটিতে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে পর্তুগালকে প্রথমবারের মতো বড় আন্তর্জাতিক শিরোপা এনে দেওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন রোনালদো। ২০১৯ ও ২০২৫ সালে উয়েফা নেশনস লিগ জয়েও ছিলেন দলের অন্যতম প্রধান মুখ। ব্যক্তিগত অর্জনের পাশাপাশি দলীয় সাফল্যেও তাঁর অবদান পর্তুগিজ ফুটবলের ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।

২০২৬ বিশ্বকাপেও নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন এই তারকা। ছয়টি ভিন্ন বিশ্বকাপ আসরে গোল করা প্রথম পুরুষ ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১-তে। যদিও পর্তুগালের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ ষোলোতেই থেমে যায়, তবু ব্যক্তিগত অর্জনের জায়গা থেকে আসরটি ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

কেন এই সিদ্ধান্ত?

রোনালদোর অবসরের ঘোষণার আগে পর্তুগাল দলের কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে দলের হয়ে খেলার সুযোগ ও কোচের সিদ্ধান্ত ঘিরে অসন্তোষের খবর প্রকাশিত হয়। পরে দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনায় পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে ৩০ দিনের জন্য নিষিদ্ধ করে এবং জরিমানাও করে।

তবে রোনালদো তাঁর অবসরের ঘোষণায় এসব ঘটনাকে সরাসরি সিদ্ধান্তের একমাত্র কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি। বরং ২৩ বছরের পথচলা, দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার বিষয়টিই সামনে এনেছেন। কোচ জর্জ জেসুস তাঁকে জাতীয় দলে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন বলেও জানিয়েছেন।

সাত নম্বর জার্সির উত্তরাধিকার

পর্তুগালের সাত নম্বর জার্সি দীর্ঘদিন ধরে রোনালদোর পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছে। তাঁর গোল উদ্‌যাপন, মাঠে নেতৃত্ব এবং বিখ্যাত 'সিউউ' ধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। নতুন প্রজন্মের অসংখ্য ফুটবলার তাঁর খেলা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

বিদায়বার্তায় রোনালদো বলেছেন, ২৩ বছর ধরে এই জার্সি পরা, রক্ষা করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা তাঁর জন্য ছিল বিশেষ সম্মানের। এখন সময় এসেছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে সেই দায়িত্ব তুলে দেওয়ার।

ক্লাব ফুটবলে এখনো চলবে লড়াই

তবে রোনালদোর এই সিদ্ধান্তকে পুরো ফুটবল ক্যারিয়ারের সমাপ্তি হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। তাঁর ঘোষণা মূলত পর্তুগাল জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ানো নিয়ে। সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। অর্থাৎ ক্লাব ফুটবলে এখনো তাঁকে মাঠে দেখার সুযোগ পাবেন সমর্থকেরা।

রোনালদোর সামনে আরও একটি ব্যক্তিগত মাইলফলক—ক্যারিয়ারের ১ হাজার গোলের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের দৌড়ও তাঁর ক্লাব ক্যারিয়ারের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রয়েছে।



একটি যুগের বিদায়, কিন্তু অনুপ্রেরণার নয়।

ফুটবলের ইতিহাসে অনেক খেলোয়াড় এসেছেন, অনেকে রেকর্ড গড়েছেন। কিন্তু ২৩ বছর ধরে একটি দেশের ফুটবল পরিচয়ের সঙ্গে নিজের নামকে যেভাবে একীভূত করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, তা সহজে মুছে যাওয়ার নয়। পর্তুগালের জার্সিতে তাঁর অধ্যায় শেষের পথে, কিন্তু সাত নম্বরের সেই গল্প থেকে যাবে ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে।

SUII




CRISTIANO
RONALDO
CR7
adidas

ক্যালিফোর্নিয়ার পেরিসে ১৪ নভেম্বর এমভিএসসির ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক উৎসব

মাসুদ হাসান মারুফ | যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

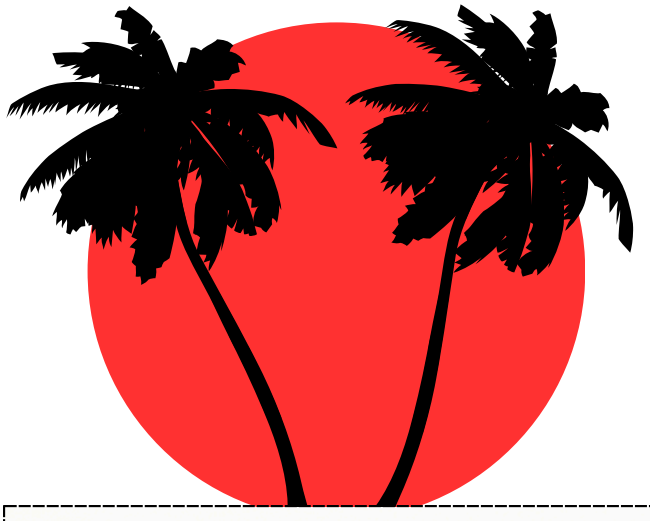

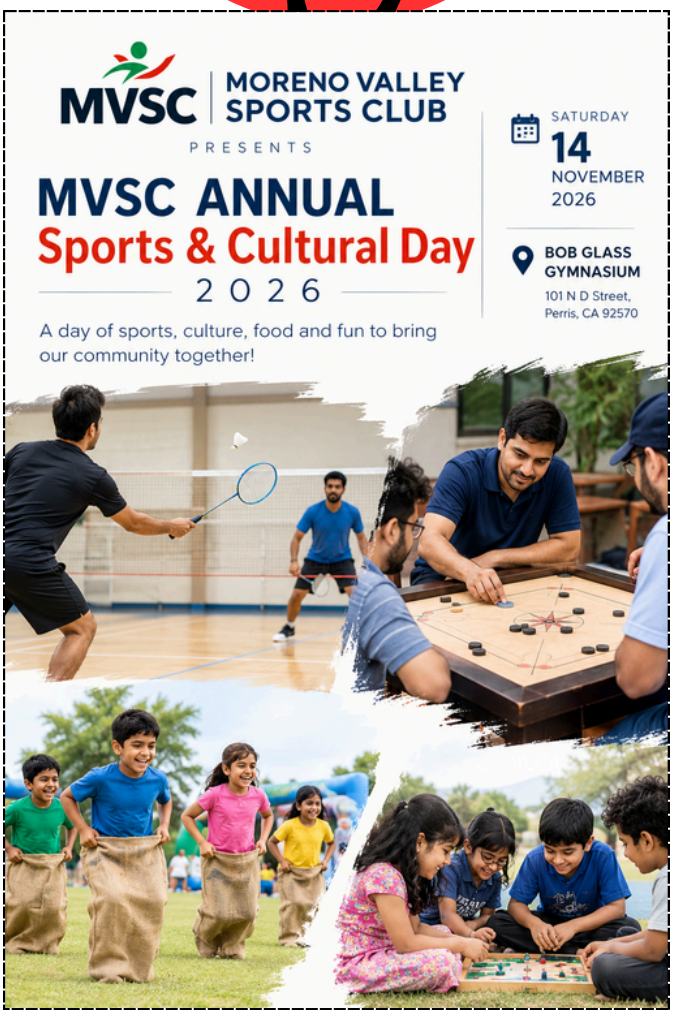

মোরেনো ভ্যালি স্পোর্টস ক্লাবের ঘোষণায় রয়েছে ব্যাডমিন্টন ও ক্যারম টুর্নামেন্ট, শিশুদের খেলা, খাবারের স্টল, সংগীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানস্থল পেরিসের বব গ্লাস জিমনেশিয়াম।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবাসী কমিউনিটিকে খেলাধুলা ও সংস্কৃতির দিনে একত্র করার লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর বার্ষিক আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে মোরেনো ভ্যালি স্পোর্টস ক্লাব (MVSC)। আয়োজকদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, MVSC Annual Sports & Cultural Day 2026 শনিবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পেরিসের বব গ্লাস জিমনেশিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

ঘোষণায় দিনের সূচিতে রয়েছে বেঙ্গল কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট, পুরুষদের ক্যারম প্রতিযোগিতা, নারীদের লুডু, শিশুদের খেলা, খাবার ও স্থানীয় বিক্রেতাদের স্টল, সংগীত-নৃত্যসহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং র‍্যাফেল ড্র। খেলোয়াড়দের জন্য নগদ পুরস্কার, ট্রফি, পদক ও উপহারের কথাও জানিয়েছে আয়োজকেরা।

উপদেষ্টা পরিচিতি ও আয়োজন

আয়োজকদের শেয়ার করা পোস্টারে আলম খন্দকার সহ বেস কয়েকজন কে MVSC-এর ২০২৫–২৬ কমিটির জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় করানো হয়েছে। ক্লাবের উপদেষ্টারা পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

পোস্টারে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী, এই আয়োজনের লক্ষ্য প্রতিযোগিতামূলক খেলার পাশাপাশি পরিবার, শিশু, শিল্পী ও স্থানীয় বিক্রেতাদের জন্যও একটি মিলনমেলা তৈরি করা। তবে কোন খেলা কখন হবে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়ম কী, কিংবা দর্শকদের প্রবেশমূল্য আছে কি না—এসব বিষয়ে ঘোষণায় বিস্তারিত নেই।

পুরোনো জিমনেশিয়ামে নতুন কমিউনিটি আয়োজন

অনুষ্ঠানস্থল বব গ্লাস জিমনেশিয়ামের ঠিকানা ১০১ নর্থ ডি স্ট্রিট, পেরিস, ক্যালিফোর্নিয়া ৯২৫৭০। পেরিস শহরের ওয়েবসাইটে জিমনেশিয়ামটির ঠিকানা ও কমিউনিটি কার্যক্রমের তথ্য দেওয়া আছে। শহরের ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, ভবনটি ১৯৩১ সালে পেরিস হাইস্কুলের জিমনেশিয়াম হিসেবে নির্মিত হয়েছিল; বর্তমানে এটি কমিউনিটির নানা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়।

তারিখটিও সপ্তাহের দিনের সঙ্গে মেলে: ২০২৬ সালের ১৪ নভেম্বর শনিবার।

‘ক্যালিফোর্নিয়ার বৃহত্তম’ দাবির যাচাই

প্রচারপত্রে পুরুষদের ক্যারম প্রতিযোগিতাকে “California’s Largest Men’s Carrom Tournament” বলা হয়েছে। এটি আয়োজকদের প্রচারমূলক দাবি; স্বাধীন কোনো রেকর্ড বা প্রতিযোগিতার তথ্য দিয়ে এর বৃহত্তম হওয়ার বিষয়টি যাচাই করা যায়নি। তাই নিবন্ধে এটিকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে নয়, আয়োজকদের বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

জানা তথ্য ও যেগুলো এখনো অস্পষ্ট

জানা তথ্য: আয়োজকদের ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি ১৪ নভেম্বর ২০২৬, দুপুর ১২টা–রাত ১০টা; স্থান বব গ্লাস জিমনেশিয়াম, পেরিস। দিনটিকে শনিবার হিসেবে ক্যালেন্ডারেও নিশ্চিত করা যায়। খেলাধুলা, শিশুদের কার্যক্রম, খাবার, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও র‍্যাফেলের পরিকল্পনা রয়েছে।

এখনো স্পষ্ট নয়: প্রবেশমূল্য, নিবন্ধন বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়ম, খেলার সময়সূচি, পার্কিং, খাবারের স্টলের শর্ত এবং র‍্যাফেলের নিয়মাবলি। পেরিস শহরের জিমনেশিয়ামের সাধারণ কার্যক্রম-সংক্রান্ত পৃষ্ঠায় শনিবারের সময় দুপুর ১২টা পর্যন্ত উল্লেখ আছে।

MVSC PRESENTS

AGS

ANNUAL CULTURAL & SPORTS DAY 2026

PROTIC HASAN

DATE NOV 14TH,2026

VENUE : BOB GLASS GYM ADDRESS: 101 N D ST, PERRIS, CA 92570

INFORMATION

AL MASUK - (951) 550 6235 | SHAMEEM AHMED (951) 807-7952
POLASH RAHMAN (951) 581-6780 | DELWAR HOSSAIN (951) 850-6482
ANIS RAHMAN (213) 476-2038 | FAZLUL HAQUE MINTU (951) 850-0327

এই সপ্তাহের অভিমত

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

“আমি জানি আমার নাম উচ্চারণ করতে আপনার বেশ কষ্ট হয়; তাই জেডি (ভ্যান্স) আমাকে শপথ পাঠ করানোর পর, আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে ‘সিনেটর’ বলেই ডাকতে পারেন।”



ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে
আব্দুল্লাহ এল সাঈদ

californierchithi.com

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

শেখ হাসিনা কি শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে আসবেন, যে তাকে পাসপোর্ট দিতে হবে?

শেখ হাসিনাকে সাধারণ ভ্রমণকারী হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

— পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

“ওর বাবাও আমার **দেশে ফেরা** আটকাতে পারেনি, ছেলেও **পারবে না।**”

— শেখ হাসিনা

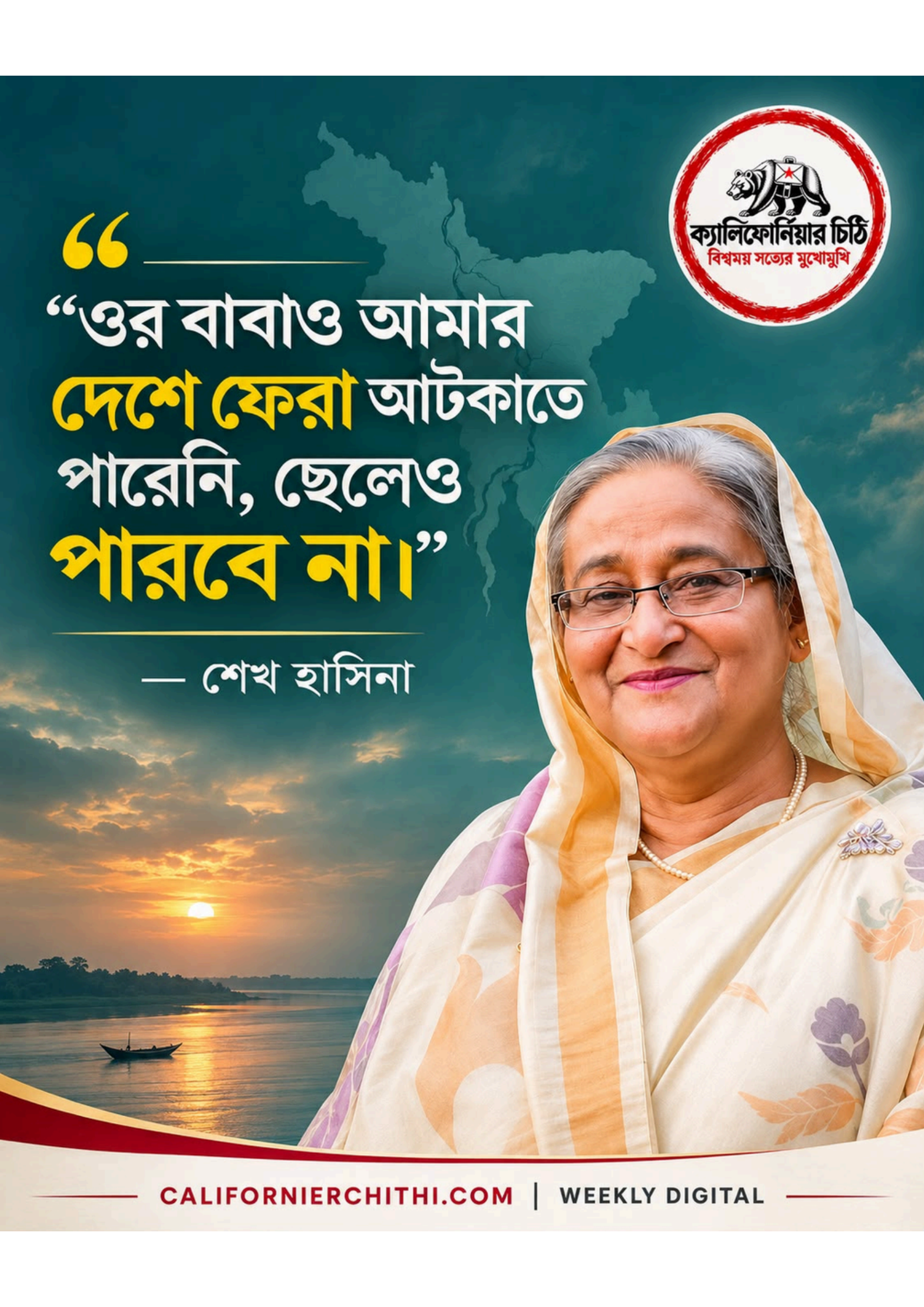

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

শেখ হাসিনা নিজেই যখন আসতে চাইছেন, তাদের গুরদা থাকলে ট্রাভেল পাস ইস্যু কর।

এত ভয় কিসের?

— পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে

মোহাম্মদ আলী আরাফাত

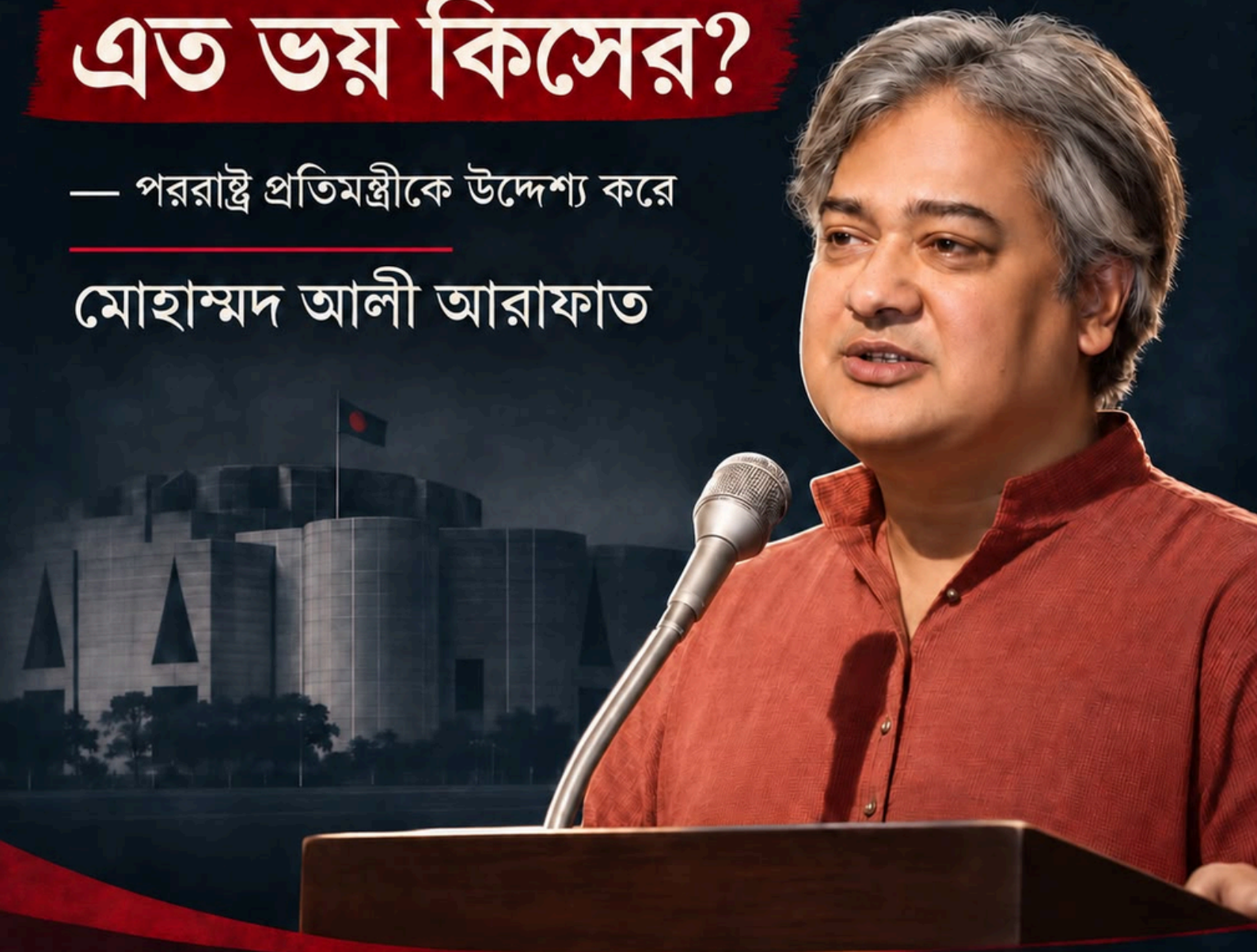

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

“

গত দুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম ওকে (আমজনতার তারেক) নিয়ে অনেক কথা। যে, ওর কোনো কনট্রিবিউশন নেই, ওকে নিয়ে পয়সা নষ্ট। দেশের অনেক সমস্যা আছে, সেগুলো নিয়ে তো কোনো আলাপ দেখিনা।

— তারেক রহমান
প্রধানমন্ত্রী

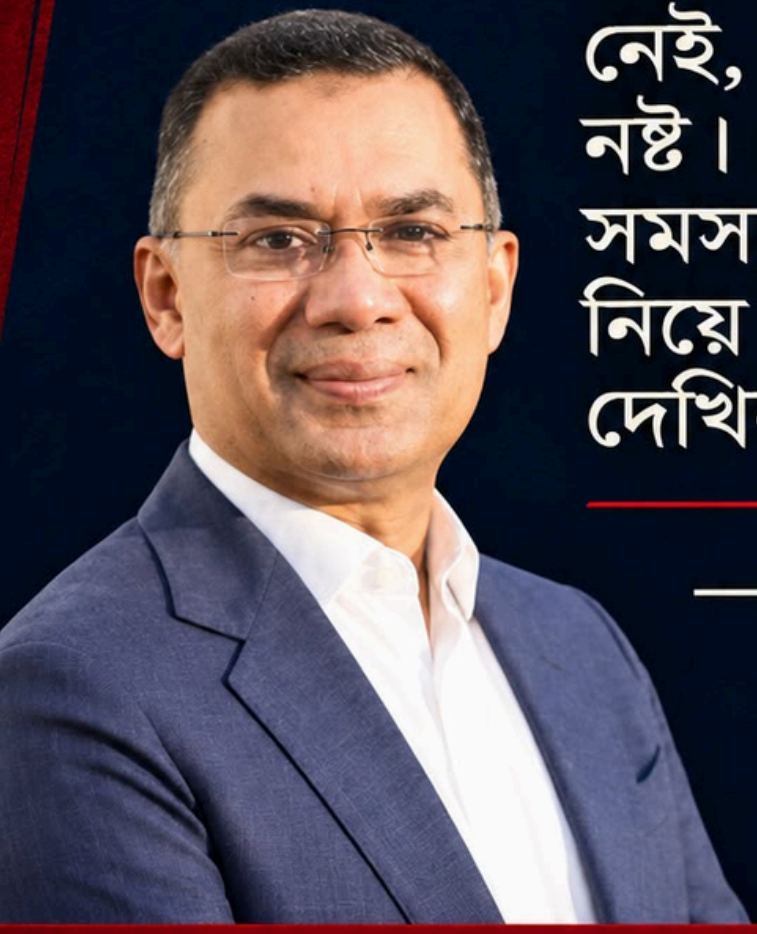

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

“দেশে কি আদৌ কোনো সরকার ব্যবস্থা আছে?”

প্রশ্ন জামায়াত আমিরের



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

“হিন্দুরা তাদের নিজেদের ধর্মেও কোনো ভুল থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু মুসলমানরা সেরকম নয়। তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায় নিয়ে কথা বলে না এবং সবসময় অন্যদের দিকে আঙুল তোলে।”

— জাভেদ আখতার
কবি, গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার

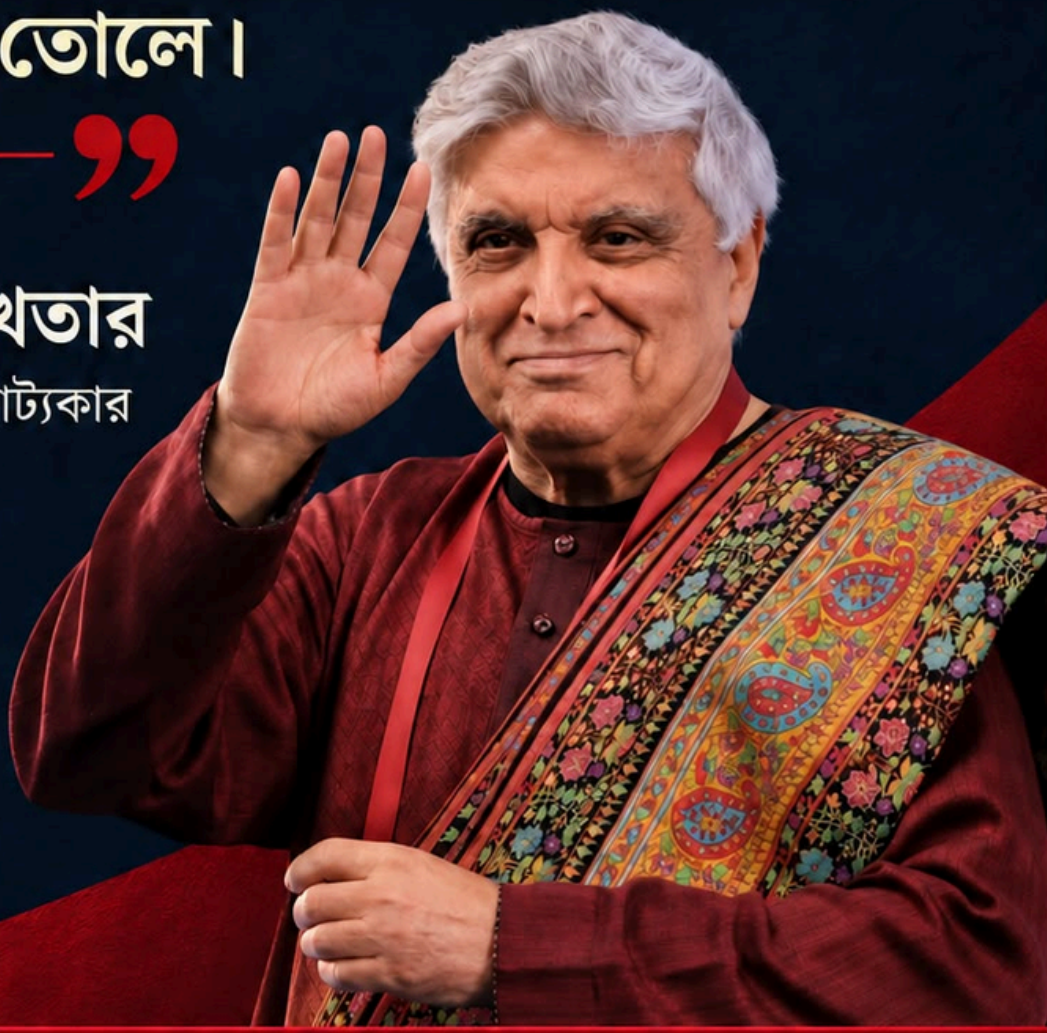


GHORER BAZAR
Honeyraj
HONEY
সুন্দরবনের মধু
গহীন বনের তৃপ্তিময় মিষ্টি মধুর স্বাদ

STAY CONNECTED

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

Follow Us On *Social Media*

Stay updated with our latest news,
stories and updates.

Facebook

Instagram

X

LinkedIn

Let's stay in touch